নলধাগ্রাম

ও

রাহাবংশাবলী।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা এবং বিশ্বকোষ
সঙ্কলয়িতা প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,
সিদ্ধান্ত-বারিধি কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

ডাক্তার
শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা এইচ্, এম্, বি কর্তৃক
সঙ্কলিত।

ফাল্গুন। ১৩৪০।

মূল্য সাধারণ সংস্করণ ২॥০ টাকা।
বিশেষ সংস্করণ ৩্ টাকা।

উৎসর্গপত্র।

আমার বহুদিনের আশা
ও আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ
এই ক্ষুদ্র ইতিবৃত্ত
আমার অন্তরের
অন্তরতম প্রদেশের
জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের
চরণে উৎসর্গ
করিলাম।

দীন গ্রন্থকার—"শরৎচন্দ্র"

গ্রন্থকারের বালীগঞ্জের বাটী।

"(আমায়) সকল রকমে কাঙ্গাল করেছ গর্ব্ব করিতে চূর।

যশ, অর্থ, মান, স্বার্থ সকলি হয়েছে দূর।

ঐ গুলো সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে।

তাই সব বাধা সবায়ে, দয়াল ক'রেছ দীনাতুর॥

ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ।

তাই বুঝিয়া দয়াল বাধি দিল মোরে বেদনা দিল প্রচুর।

আমায় কতনা যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব্ব করিতে চূর॥

—৺রজনীকান্ত সেন।

সূচীপত্র।

প্রথম খণ্ড।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
প্রথম অধ্যায়	
প্রাকৃতিক বিবরণ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণা	৭
তৃতীয় অধ্যায়	
নলধা গ্রামের পত্তন	১০
চতুর্থ অধ্যায়	
রাহাবংশের অভ্যুত্থান	১৩
পঞ্চম অধ্যায়	
রাহাবংশের বিস্তৃতি	১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	
সামাজিক অবস্থা	২৭
সপ্তম অধ্যায়	
গ্রামের রাস্তা স্কুল পুণ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি	৩০
অষ্টম অধ্যায়	
রাহাবংশের কুল-পুরোহিত বংশ	৪৫
চক্রবর্ত্তী বংশ	৪৬
রাহাবংশের গুরুঠাকুরবংশ	৪৭
লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী	৪৯
নলধার অন্যান্য বংশ	৫৪
নবম অধ্যায়	
রাহাবংশের বিভিন্ন শাখা	৬৬

দ্বিতীয় খণ্ড।

৺মহিমাচন্দ্র রাহা	...	...	...	৭৮
৺উপেন্দ্রনাথ রাহা	...	...	...	৮৪
৺সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	...	...	...	৯৩
অনুকুলচন্দ্র রাহা	...	..	...	১০১
৺বিনয়ভূষণ রাহা	...	...	...	১০৯
৺রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা		...	...	১১৩
রামচন্দ্র রায় চৌধুরী	...	...	...	১২৫
যতীন্দ্রনাথ রাহা	...	...	...	১৩৩
৺কেশবলাল রাহা	...	...	...	১৩৬
শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহা	...	...	...	১৪১
উপসংহার	...	...	...	১৪৬
পরিশিষ্ট	...	...	...	১৫৭

শুদ্ধিপত্র।

পত্রাঙ্ক		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪—২২ পংক্তি		মোহোরার	মোহারার।
৬—১৩	”	যশোহরেয়	যশোহরের।
৬—২২	”	াঢ়ীয়	রাঢ়ীয়।
১৩—১৪	”	এক	একে।
১৫—১৮	”	ইহার	ইহারা।
১৬—২২	”	পরশুরায়	পরশুরাম।
১৭— ৪	”	নটা	লটা।
১৭—২৩	”	বিস্তত	বিস্তৃত।
১৮— ৯	”	ঘর্ত্তমানে	বর্ত্তমানে
২০— ৪	”	নলহাটার	নলহাটীর
২১— ৭	”	প্রপুত্র	প্রপৌত্র
৩২— ৩	”	স্বর্গীয়	স্বর্গীয়
৩৪— ৫	”	দেবস্বভায়	দেবস্বভাব
৪৬—২য়	”	অতুল	পাতলা
৪৬—৩য়	”	অতুল	পাতলা
৫০—১ম	”	জিলায় মেজ	মেজ জিলায়
৫২—২০শ	”		বেণীমাধব
৫২—১৫	”	বিশ্বেশ্বরের	বিশ্বম্ভরের
৫৫— ৬	”	১০।৫	১০।১৫
৫৮—৮ম	”	উকিলপাড়া	দক্ষিণপাড়া
৫৮—২০শ	”	নেপাল দত্ত	গোপাল দত্ত

পত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৮—২৩ পংক্তি	নেপাল	গোপাল
৬১—১৯ ”	বেশেষ	বিশেষ
৬২—১২ ”	কবে	করে
৬২—২০শ ”	কৈলাশচন্দ্র মণ্ডল	কৈলাশচন্দ্র দাস
৬৪— ”	রয	রহে
৬৭—১৩শ ”	প্রবল	প্রতুল
৬৮—২৩ ”	পটস্বরী	পটস্বরী
৭০—৬ষ্ঠ ”	বিনোদচন্দ্র	বিপিনচন্দ্র
৭৫—১০ম ”	পার্ব্বতীপুর	নরেন্দ্রপুর
৭৫—২০শ ”	বর্ত্তিমানে	বর্ত্তমানে
৭৯—২২ ”	অপেক্ষা	আপোষ
৮৫—১০ ”	জ্যোঠতত	জ্যাঠাত
৯০— ৫ ”		গৈলা
৯৩— ৬ ”	সর্ব্ব_কার	সর্ব্বপ্রকারে
৯৪—১৩ ”	ক্ষমা	সময়
৯৬—২১ ”	কবিলেন	করিবেন
১০৪— ৬ ”	চেষ্টা	চর্চ্চা
১০৫—১৩ ”	ছিলেন	দিলেন
১৪২— ৫ ”	সাহেবগঞ্জের	সাহেবগঞ্জ
১৪৮—১৩ ”	শুরেশচন্দ্র	শরেশচন্দ্র

ভূমিকা।

কল্যাণভাজন শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র রাহা তাঁহার জন্মভূমির এই ক্ষুদ্র ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা, এইজন্য প্রশংসার্হ। তিনি গ্রন্থখানির সৌষ্টব সম্পাদন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সুদূর বরিশালের "আবাদ অঞ্চলে" জনমানব পরিশূন্য স্থানে আবদ্ধ থাকায় স্বীয় উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি "পল্লী-পরিচয়" মাত্র। গ্রন্থখানির ক্ষুদ্রত্ব নিবন্ধন ইহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠে নাই। তবে যে ইহাতে তাঁহার জননী ও জন্মভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

জননীর ক্ষীরধারা ও জন্মভূমির জলধারা মানবজীবনকে পুষ্ট করে। সেই স্বদেশকে "জননী জন্মভূমিশ্চ সর্গাদপি গরীয়সী," বলিয়া চিনিতে হইলে তাহার ইতি-কথা ও পূর্ব্বপুরুষানুচরিত কার্য্য পরম্পরা ও তাঁহাদের উপদেশাবলী স্মরণে রাখা চাই। ইহাই দেশের ইতিহাস বা পল্লীকথা।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমষ্টিতে যেমন মানবদেহ গঠিত, সেইরূপ ব্যষ্টিভাবে সংন্যস্ত পল্লীগুলির সমষ্টিতে দেশ; সুতরাং দেশ একটী সুবৃহৎ পল্লীসঙ্ঘ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইজন্য দেশের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রাথমিক সোপান-স্বরূপ পল্লীর পরিচয় জানা আবশ্যক। পল্লীর ইতিহাস সমষ্টিভাবে দেশের ইতিহাস। এই ইতিহাসে দেশ-মাতৃকার যুগযুগান্তরীয় গৌরব কাহিনী অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবমণ্ডিত উচ্চশিরের আদর্শ অনুভব করিতে অভ্যস্ত না হইলে মানব কখনও সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না।

বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা অসম্বদ্ধ ও অবিন্যস্ত খণ্ড কাহিনীর গ্রন্থনমাত্র। মহামতি হাণ্টার তাঁহার **Statislical Accoun**t **of Bengal** ও **Bengal District Gazetteer**

এর গ্রন্থকার এই সকল খণ্ড কাহিনী সুসম্বদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কতক ইতিহাস কিংবদন্তীতে অনুসৃত হইয়া চলিয়াছে কতক বা কুলাচার্য্যগণের কারিকা মধ্যে অসম্বদ্ধভাবে স্থান পাইয়াছে, এবং কতক লুপ্তপ্রায় প্রাচীন প্রসিদ্ধ বংশের সেরেস্তায় অবিন্যস্তভাবে লুক্কাইত আছে। এই সকল খণ্ডলিপি দেশভক্ত লেখকের দ্বারা সংগৃহীত না হইলে দেশের উপযুক্ত ইতিহাস সঙ্কলন অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন দেবস্থান সমূহের ইতিবৃত্ত উদ্ধার ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে দেশের ভৌগোলিক চিত্রবিপর্য্যয় প্রভৃতি অবগত হইতে না পারিলে এবং পল্লীকাহিনী সংগৃহীত না হইলে প্রকৃত ইতিহাস রচনার উপায় নাই। বংশাবলী সংগ্রহ ইতিহাসের একটী প্রধান উপাদান। ইহা দ্বারা ঘটনা পরম্পরার ক্রমপর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকাদির খনন হইতে ভূতত্ত্ব ও তৎপ্রসঙ্গে প্রাচীন ভৌগোলিক তত্ত্বের সমাবেশ করা যায়। এইগুলির পূর্ব্বাপর সংগ্রহ ও তাহার গবেষণা দেশের ইতিহাস উদ্ধারের শ্রেষ্ঠ সোপান।

নদীমাতৃক নলধা গ্রামের ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারে গ্রন্থকার চেষ্টা করিয়াছেন। রাহাপাড়া, কৈবর্ত্তপাড়া, বারুইপাড়া, জিউনীপাড়ার বসতিতত্ত্ব অনুসরণ করিলে নলধা গ্রামে আসিয়া কাহারা বসতিস্থাপন করিয়াছিল এবং কাহার প্রযত্নে গ্রামটি বসবাসের উপযুক্ত বলিয়া চিত্তা-কর্ষক হইয়াছিল তাহা জানা যাইত। মনে হয়, পার্শ্ববর্ত্তী ঘাটভোগ, মৌভোগ, মূলঘড়, রাজপাট প্রভৃতি গ্রামের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভদ্রসমাজের অধিষ্ঠান হইয়াছিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সুন্দরবন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন ও খাঁ জাহান আলীর সমাগম ও কীর্ত্তি বিস্তারের সমকালে এস্থান যে সমাধিক উন্নত ও লোক সমাগম বহুল পল্লী রূপে বিরাজিত ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তৎপূর্ব্বের কতক ইতিহাস যে স্থানীয় দেবস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত

হইতে পারে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যাহা পাওয়া যায় উপস্থিত ইতিহাস প্রনয়নে যথেষ্ট। যাহা না পাওয়া যায় তাঁহা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সংগ্রহের অভাবে পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। সুতরাং এইরূপ লুপ্ত ইতিহাস একের প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হইতে পারে না। ইহা বহু চেষ্টা ও শ্রম সাপেক্ষ। এই নলধা পরিচয়কে মূলভিত্তি করিয়া তদঞ্চলবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই দেশের কিংবদন্তী, কুলকাহিনী প্রচলিত ছড়া প্রভৃতি সংগ্রহ করা উচিত।

এতৎপ্রসঙ্গে আমি আমার স্নেহভাজন শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইনি এক্ষণে দ্বারবঙ্গ রাজষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার। ইহার চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যে পুস্তক খানির সৌষ্ঠব সম্পাদিত হইতে পারে। মুঙ্গেরের ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রাহা শিক্ষিত ও দেশের অবস্থাভিজ্ঞ। তাঁহার চেষ্টাও ইহাতে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থ মধ্যে দেবস্থান সমূহের চিত্র এবং প্রধান প্রধান দেশ সেবকের প্রতিকৃতি পুস্তকের অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে কারণ তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় এই গণ্ডগ্রাম বর্ত্তমানে সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। সাতবেড়ে নিবাসী আলীপুর জজ কোর্টের কলিকাতা উকীল খ্যাতনামা শ্রীমান বঙ্ক বিহারী মল্লিক চৌধুরী, ৺উপেন্দ্র নাথের তত্ত্বাবধানে নলধার নব গঠিত বিদ্যালয়ে (Nalda High School) প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এই গ্রন্থ কলেবর পূর্ণ করিতে তাঁহার যত্ন বাঞ্ছনীয়। এতৎপ্রসঙ্গে আমি রায় বাহাদুর স্বর্গীয় ৺অমৃতলালের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ ও উকীল শ্রীযুক্ত বংশধর বিষ্ণুকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

গ্রন্থ মধ্যে সামান্য ভুলভ্রান্তি স্থান পাইয়াছে মুদ্রাকর প্রমাদে, যথেষ্ট বর্ণাশুদ্ধি ঘটিয়াছে। এগুলির সংশোধন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

মন্তব্য।

খুলনার প্রবীন সাহিত্যিক—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু লিখিত :

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রাহা আমার সহধ্যায়ী বাল্যবন্ধু। সেই হইতেই শরৎচন্দ্রের উপর আমার একটা ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ভাব আছে। আমরা সেই পঠদ্দশায় শরৎচন্দ্রের শান্ত সৌম্য শিষ্ট ভাব, সকলের উপর সস্নেহ, সমদর্শন এবং সত্যের প্রতি অকাট্য অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে দাদার মতন সমীহ করিয়াই চলিতাম। আমাদের বাল্য বয়সের দুরন্তপণা অনেকটা শরৎচন্দ্রের মিষ্ট ভৎসনায় প্রশমিত হইয়া পড়িত।

তাহার পর কর্ম্মজীবনের ঘাত প্রতিঘাতে কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছি। শরৎচন্দ্র তাহার চরিত্রগুণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু মনস্বীজনের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। শরৎচন্দ্রের চরিত্র দৃঢ়তার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা জানি। কলিকাতা প্রবাসকালে কোনও ব্রাহ্ম-পরিবারভুক্ত এক বিদূষী মহিলা তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়েন। শরতের তখন যৌবনের প্রারম্ভ, উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তি। আমরা সকলেই স্থির করিয়াছিলাম, শরৎদাদা এই ব্রাহ্মমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তিনি চিরকালই পিতামাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি গুরুজনের নিতান্ত অনুরক্ত। তিনি প্রবৃত্তির প্ররোচনা সংযত করিতে সমর্থ ছিলেন। পিতার ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের আদেশে সমস্ত মোহ কাটাইয়া, সেই ব্রাহ্ম-পরিবারের সঙ্গে চিরতরে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেন। ইহাতেই আমরা জানি শরৎচন্দ্র কত বড় মানসিক শক্তির অধিকারী।

শরৎবাবুকে দীর্ঘকাল জমিদারী সরকারে কাজকর্ম্ম করিতে দেখিতেছি। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোনও রূপ দুর্নাম বা অখ্যাতি কোথাও শুনি নাই। যাহা হউক, তাঁহার প্রবীণ বয়সের এই [illegible] দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মুগ্ধ হইয়াছি। [illegible] ত সাহিত্যালোচনাকেই ব্যবসা

করিয়া লইয়াছি.—এরূপ নিঃস্বার্থ জন্মভূমির পূজার চিন্তা ত প্রাণে কখনও আইসে নাই। এখন ত মনে হইতেছে, বই লিখিয়া সাহিত্যিক খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জনের অপেক্ষা শরৎচন্দ্রের এই নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবার স্থান অনেক ঊর্দ্ধে। 'এই গ্রন্থে আমি যে একটা মহাপ্রাণতার সৌরভ অনুভব করিলাম, তাহা কাব্য উপন্যাসে দুর্ল্লভ। এই গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে আমি যে একটু কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে আমি সত্যই সাধুকার্য্যে যোগ দিতে পারিয়াছি বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। সেই সঙ্গে আমার বাল্যবন্ধু শরৎদাদার সঙ্গে এই জীবনের অপরাহ্নে যাত্রাপথে' আবার যে সেই সখ্য-সূত্রটা সুদৃঢ়বদ্ধ করিতে পারিলাম, হয়ত বা ইহাতে আমাদের "যাত্রাশুভ"ও সূচনা করিতে পারে, এ চিন্তাটা আমি সানন্দেই করিতেছি।'

এই গ্রন্থ পড়িয়া আমি কিছু জ্ঞানলাভও করিয়াছি। দুই একটা বংশ কেমন করিয়া বড় হইয়া উঠে, আবার দুই একটা বংশ কেমন করিয়া হঠাৎ পড়্‌তি দশায় নামিয়া যায়, তাহার একটা জ্ঞান ইহাতে আমাকে দিয়াছে। নলধার রাহা বংশ কেমন করিয়া আমাদের অঞ্চলে এতটা প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, তাহা এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যায়।

আমি আরও দেখিতেছি, এই গ্রন্থ প্রকাশের একটা বিশেষ শুভ-পরিণামও আছে। পল্লীর শিক্ষিত মনস্বীগণ শরৎবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি স্ব স্ব জন্মপল্লীর ও পূর্ব্বপুরুষগণের বিবরণ, উত্থান ও পতন এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তবে সত্যই দেশের ও জাতির প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমিও এ পথটার একটু অনুসরণ করিয়া দেখিব ভাবিতেছি।

এই পুস্তকের প্রুফ্ দেখার ভার আমার উপর ছিল, আমি বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টি, সুতরাং মুদ্রণ প্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে, সে অক্ষমতা আমার। ইতি—৩০শে বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

আমার জন্মপল্লী নলধা গ্রামের ও তাহার সংসৃষ্ট বংশের ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্থায়ীভাবে রক্ষা করার প্রবল বাসনা বহুদিন হইতেই আমার প্রাণে জাগরূক রহিয়াছে। নলধা গ্রামের কোনও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিবে কিনা; তাহা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল নই। আমি আমার জন্মপল্লীকে স্বর্গস্থানের মত শ্রদ্ধা করি, সেই শ্রদ্ধাই আমার এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। জীবনের এই জীর্ণ অপরাহ্ণে আমার অন্তরের জ্যোতির্ম্ময় দেবতা যেন আমাকে সনির্ব্বন্ধ আদেশই করিলেন, আমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। তাই আমি আমার আবাল্য সঙ্কল্পিত সাধনা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইলাম।

আমি সাহিত্যসেবী সুলেখক নই, প্রাণের কথা ভাষায় ফুটাইবার মত শক্তি আমার নাই। আমি ত সাহিত্যিক সমাজে পরিচিত হইতেও বাসনা রাখিনা. সুতরাং অক্ষমতার লজ্জা ভয় কেন করিব? আমার একটা কথা মনে হয়, এইরূপ ভাবে প্রতি গ্রামের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস রক্ষার একটা সুগম পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে। গ্রামবাসিগণের মিলিত শক্তি এই কার্য্যে নিয়োজিত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমার এই প্রচেষ্টার কথা আমি আমার বান্ধবজনের কাছে ব্যক্ত করিলে অনেকেই আমাকে মৌখিক উৎসাহিত করেন। আমার মধ্যম জামতা শ্রীমান মণিলাল বসু বি, এ, বাবাজী আমাকে শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "মহেশ্বর পাশা পরিচয়" নামক গ্রন্থখানি পড়িতে বলেন। তদনুসারে আমি উক্ত পুস্তকখানি আনাইয়া পাঠ করি। সত্যই ঐ

পুস্তক পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। মহেশ্বর পাশা আমারই জন্মপল্লীর সন্নিহিত গ্রাম। মহেশ্বর পাশায় আমার বহু আত্মীয়স্বজনের বসতি। তাহার এমন উৎকৃষ্ট ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে দেখিয়া আমার প্রাণ আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে। উহার মধ্যে দেশপ্রসিদ্ধ কলাবিদ্ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পালের জীবনী পাঠ করিয়া আমি পুলক প্রফুল্ল হইয়া উঠি। যাহা হউক, এই গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুকেই আমার অগ্রবর্ত্তী পথপ্রদর্শক মান্য করিয়া, এই গ্রন্থ প্রকাশে অমি বিশেষ উৎসাহ ও ভরসা প্রাপ্ত হই।

আমি আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসিগণের নিকট এই গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা প্রার্থনা করি, কিন্তু কার্য্যকারী সাহায্য অতি অল্প লোকের কাছেই পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার বৃত্তান্তটী ও বংশাবলির পরিচয় সহ তাঁহার ফটোখানি আমাকে উপহার দিয়া বাধিত করিয়াছেন। শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ রাহা বাবাজী তাঁহার জীবনী সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। শ্রীমান প্রমথনাথ রাহা রায় বাহাদুর দাদার ও তাঁহার মাতার ফটো দিয়া আমাকে কর্ম্মপথে উৎসাহিত করিয়াছেন। রাহা বংশের প্রাচীন বৃত্তান্তের অধিকাংশ আমি উক্ত বংশের বর্ত্তমান প্রাচীনতম ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সীতানাথ রাহা খুড়া মহাশয়ের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছি। শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম-এ, বি-এল, বাবাজী তাঁহার নিজের ও তাঁহার পিতৃদেবের জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ও শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রাহা তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা বিনয় ভূষণের জীবনবৃত্তান্ত জানাইয়া দিয়াও এই গ্রন্থের সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন। ইঁহারা আমাকে এই পুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। অনুকূল ও ধীরেন উভয়েই আমার সন্তান স্থানীয়, তাঁহারা আমার এই চিরজীবনের বাসনা পূরণের এরূপ সাহায্য করিয়াছেন

এজন্য তাঁহাদিগের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

এই কার্য্যে আমি খুলনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক অধ্যাপক ৺সতীশ চন্দ্র মিত্রের যশোহর ও খুলনার ইতিহাস, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ও খগেন্দ্রনাথ বসুর মহেশ্বর পাশা পরিচয় গ্রন্থের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

পরিশেষে খুলনার প্রথিতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক পণ্ডিত বিধুভূষণ বসুর নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমি জানাইতেছি, তাঁহার আন্তরিক সাহায্য ব্যতীত আমি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিতে পারিতাম না। তিনি আমার সহাধ্যায়ী ভ্রাতা, সত্যই সহৃদয় ভ্রাতৃভাবে নিতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই ইহার প্রুফ্ সংশোধন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া দিয়া আমার এই প্রয়াস সার্থক করিয়া দিয়াছেন।

এই দুরূহ কার্য্যে ভ্রমপ্রমাদ অনেকই রহিয়া গেল। হয়ত বা ভ্রান্তিবশে বা অনবধানতায় কোনও সত্য রূপান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। হয়ত বা কোনও প্রয়োজনীয় বিষয় উপেক্ষিত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ে আমি অকপটে অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। এইরূপ ভুলভ্রান্তি দয়া করিয়া আমাকে জানাইলে আমি সুবিধা হইলে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিব।

সর্ব্বশেষে পরম কারুণিক পরমেশ্বর, যিনি আমার অন্তরের জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক আমার নিবেদন শেষ করিলাম। ইতি—২রা বৈশাখ, ১৩৪১ সাল।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা গ্রন্থকার ৪০ বৎসর বয়সে।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহাবংশাবলী" জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

নলধা গ্রাম
ও
রাহাবংশাবলী।

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

খুলনা জেলার পূর্ব্ববিভাগে ভৈরবনদের উত্তর পারে যে সমস্ত প্রাচীন ভদ্রপল্লী অবস্থিত, নলধা তাহাদের অন্যতম। অত্রত্য পল্লী-সমূহের অবস্থান দেখিয়া অনুমান হয়, ভৈরবের উত্তর পারেই সর্ব্বপ্রথমে ভদ্রবসতি বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণপারের অনেকগুলি গ্রামের নাম "দিয়া" শব্দ যুক্ত, যথা—বাহিরদিয়া, মধুদিয়া, রাংদিয়া, সাংদিয়া প্রভৃতি। এই দিয়া শব্দ "দ্বীপ" শব্দের অপভ্রংশে হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, জলপ্লাবিত স্থানগুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া লোক-বাসের যোগ্য হইয়াছে। সুতরাং দক্ষিণপারের জনপদ সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া অনুমান হওয়ার কারণ আছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ভৈরবের দক্ষিণাংশে সুন্দরবন অঞ্চলেই নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মুসলমান পির সুপ্রসিদ্ধ খাঁনজাহানাআলিও ভৈরবের দক্ষিণ পারে স্বীয় কীর্ত্তি বিস্তার করেন। ইহাদের বহুপূর্ব্ব হইতেই, ভৈরবের উত্তর পারে বহু সমৃদ্ধ ভদ্রপল্লীর সমাবেশ হয়। ঘাটভোগ, মৌভোগ, নলধা, মূলঘড়, রাজপাট প্রভৃতি গ্রামগুলি হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে সুসভ্য ভদ্র সমাজের অধিষ্ঠান ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে নলধা আমার জন্মপল্লী, ইহার জল, কাদা, ধূলা মাটি, তরুলতা, মাট, ঘাট, বিল, জঙ্গল, আমার কাছে বড় প্রিয় ও পবিত্র, আমি এই জন্ম-মাটীর কথাই বলিব। ইহা আমার দেশ-মাতৃকার পূজার কথা,—ইহার সাধনাই আমার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

নলধা খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার এলেকাভুক্ত; খুলনা ও বাগেরহাটের প্রায় মধ্যস্থলেই অবস্থিত। ভৈরবের কূল দিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল হইবে। উত্তর দক্ষিণে এক মাইল প্রস্থ হইতে পারে। পশ্চিমে মৌভোগ গ্রাম, উত্তরে কালীগঙ্গা-নদী, পূর্ব্বে সৈয়দমহাল্লা মুসলমান পল্লী প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী মূলঘড় হইতে নলধাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণে ভৈরবনদ বর্ত্তমানে ক্ষীণ স্রোতে নলধার পদ ধৌত করিয়া চলিয়াছে। ভৈরব আর সে ভৈরব নাই, তাহার ভৈরব গতি নাই, ভৈরব স্রোত নাই, ভৈরব বিস্তৃতি নাই, আছে সামান্য একটী স্মৃতি মাত্র। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ও এই ভৈরব দিয়াই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত ষ্টিমার যাতায়াত করিত। তখন এই ভৈরবই এ অঞ্চলের জল-বাণিজ্যের অতি সুগম পথ ছিল। আমরা বালক বয়সে দেখিয়াছি, এই ভৈরবের বিস্তৃত বক্ষে শত শত পণ্য বোঝাই বহরের নৌকা সারি বাঁধিয়া চলিত। বরিশালের ধান চাউল এই ভৈরব বাহিয়াই দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িত। সত্যই এই পবিত্র ভৈরব বাহিয়া, এ পাড়া ওপাড়া, এ পার ওপার হইতে "মায়ে ঝিয়ে" মিলিয়া অন্নের রাণী অন্নপূর্ণার দ্বারে আসিয়া তরি বাঁধিত। সে ভৈরব আর নাই। যাত্রাপুর হইতে বাগের-হাট পর্য্যন্ত ভৈরব কতকটা বিস্তৃত থাকিয়া পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন দেখাইতেছে। ১৯১৮ সালে খুলনা বাগেরহাট লাইট রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই রেল পথেই লোকে যাতায়াত করে। খুলনা হইতে

মানসা ষ্টেসনে নামিয়া, এবং বাগেরহাটের দিক হইতে ফকিরহাট নামিয়া লোকে নলধায় আসা যাওয়া করে।

এ অঞ্চল নদীমাতৃক। নলধার উত্তরে সিঙ্গড়ার বিল নামে বিস্তৃত বিল, তাহার পর কালীগঙ্গা নদী। এই নদী ভৈরবের অপর অংশ আঠারোবাঁকি হইতে উঠিয়াছে, এই আঠারোবাঁকি নদীও নলধা হইতে মাত্র তিন মাইল পশ্চিমে, ঘাটভোগ গ্রামের ব্যবধানে রহিয়াছে। নলধার খাল নামক একটী খাল ভৈরব হইতে উঠিয়া উত্তরদিক দিয়া কালীগঙ্গায় গিয়া মিশিয়াছে। উহার দক্ষিণ অংশ মজিয়া গিয়াছে। ভৈরবনদ খুলনা হইতে যশোর, তথা হইতে পদ্মায় পড়িয়াছে. আঠারো-বাঁকি ভৈরবের একটী শাখা। গ্রামটী হিন্দু প্রধান, হিন্দুর গ্রাম বলিলেও হয়। মুসলমানের বসতি নিতান্ত আধুনিক ও অতি সামান্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থের বসতি অধিক। নাপিত, ধোপা, কৈবর্ত্ত, জেলে, জিউনি, বারুই, বেণে প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় হিন্দু সম্প্রদায়ও বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রামে বাস করিতেছে। সে জন্য গ্রামে জেলে পাড়া, জিউনি পাড়া, বারুই পাড়া, বেণে পাড়া, কৈবর্ত্ত পাড়া, প্রভৃতি বিবিধ পাড়ায় বিভক্ত রহিয়াছে। তবে যেরূপ দেখা যায়, গ্রামটী কায়স্থ-প্রধান ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই গ্রামে ব্রহ্মডাঙ্গা নামে একটী পাড়া আছে, কিন্তু সে পাড়ায় বর্ত্তমান ব্রহ্ম বংশের কোনও অধিবাসী দেখা যায় না, তাহারা কালে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ রাহা পাড়া, উকিল পাড়া, বারুই পাড়া, বেণে পাড়া, কৈবর্ত্ত পাড়া, প্রভৃতি কয়েকটী পাড়ায় গ্রামটী বিভক্ত রহিয়াছে। প্রাচীন লোক-দিগের নিকট যেরূপ শুনা যায়, এবং আমাদের বাল্য বয়সে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে গ্রামে লোক সংখ্যা বর্ত্তমানে হ্রাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং, গ্রামের স্বাস্থ্য সৌষ্ঠব বর্ত্তমানে কতকটা হীন হইয়াছে বলিয়াই অনুমান করিতে হইবে।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্ম, তেলী, যুগী বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। ‘ফুড়িটী ভিটা ছাড়া রহিয়াছে। ৭১৮ ঘর গৃহস্থ নূতন আমদানী হইয়াছে। উকিল পাড়া বলিয়া যে পাড়া কথিত হয়, তাহাতে উকিল বংশের কেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণা।

মূলঘড়ের বৈদ্য চৌধুরী জমিদার বংশ ঃ—প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে জানকীবল্লভ প্রথম খড়রিয়ার জমীদারী প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বঙ্গজ বৈদ্য কুলীন, মৌদ্গল্য গোত্রীয়, এবং বিষ্ণুদাসের সন্তান নামে খ্যাত। ইহাদের কুলগত উপাধি দাসগুপ্ত। জমীদারী লাভ করায় রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। বল্লালসেনের সভায় যে ৮ জন মুখ্যাষ্টকুলীন বলিয়া চিহ্নিত হয়েন, তন্মধ্যে চায়ু অন্যতম ; এই চায়ুর অধস্তন ১১ পর্য্যায় জানকীবল্লভ হইতেছেন। ইনি মূলঘড়ের একটী পাঠশালায় সামান্য শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন। প্রতাপাদিত্য সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণা দখল করিয়া লইবার পর প্রজাবৃন্দের জলকষ্ট নিবারণ জন্য একটী পুষ্করণী খনন করিয়া দিবার জন্য দেওয়ান রামদাসকে পাঠান। এই রাম দাসের সহিত জানকী বল্লভের পরিচয় হইলে, তিনি জানকীর সুন্দর মূর্ত্তি ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাহার উপর পুষ্করণী খননের ভার দিয়া প্রস্থান করেন। জানকী বল্লভ অতিশয় দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সমাধা করেন। তাহাতে জানকী বল্লভের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে রাজধানীতে লইয়া যান এবং তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তার মোহোরীর পদে নিযুক্ত হইয়া নিজের প্রখর-বুদ্ধি বলে এবং কার্য্যদক্ষতায় কানুনগো

পদে উন্নীত হয়েন। মোগলদিগের সংঘর্ষ কালে রসদাদি ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করা তাহার প্রধান কাজ ছিল। এই কার্য্য অতিশয় তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তিনি মহারাজের সানুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করেন, এবং তাহারই ফলে সুলতানপুর খড়রিয়ার জমীদারী লাভ করেন। মোগলেরা রাজধানী লুট করিবার জন্য হল্লা করিলে শেষ-যুদ্ধে জানকী বল্লভ যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। যখন পরাজয় নিশ্চিত বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে "রাজরাজেশ্বর" ও "লক্ষ্মীনারায়ণ" নামক দুইটী বিগ্রহ লইয়া প্রস্থান করেন। এখনও শিলাদ্বয় কাজুলিয়া ও মূলঘড়ে পূজিত হইতেছেন। জানকীবল্লভের তিন পুত্র, রামভদ্র, বলভদ্র ও রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ সেনহাটী গ্রামে উঠিয়া যান। মধ্যম বলভদ্রের পুত্র রামরাম তৎপুত্র রামকেশব, মনোহর, রঘুদেব, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। এই কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ১৭৭৪ অব্দে খড়রিয়ার জমিদারী হাটু খোলার দত্ত চৌধুরীগণের হস্তে যায়। এই কৃষ্ণচন্দ্রের বংশেই মূলঘরের বড়বাড়ীর রায় মহাশয়েরা বাস্তব্য করিতেছেন। ইহারা সকলেই শিক্ষিত এবং দেশ মধ্যে বিশেষ সম্মানিত। মূলঘড়ে তিন জানকীবল্লভের পরিচয় জানা যায়। জমীদার জানকীবল্লভ, গ্রামের উত্তর অংশে তিলক জানকীবল্লভ মন্ত্রদাতা গুরু বাস করেন; এবং দেওয়ান জানকীবল্লভ ঘোষ প্রথমে প্রতাপাদিত্যের সরকার হইতে তহশিলদার হইয়া খড়রিয়ায় আইসেন। এই জানকী-বল্লভ ঘোষই মূলঘড়ের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের আদি পুরুষ।*

এই পরগণা প্রতাপাদিত্যের সময়ে বৈদ্য বংশীয় জানকীবল্লভ মজুমদারকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাঁহার অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্র রায়

---

* দ্বিতীয় ভাগ যশোহর খুলনার ইতিহাস ৬৫৫-৬৫৯ পৃষ্ঠা।

চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারদিগের সময় বাকী খাজনার জন্য ঐ পরগণা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্ত চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরাধিকার সূত্রে ॥৵০ আনা অংশী ছিলেন, অপর ।৵০ আনা অংশ হরিপ্রসাদের পুত্রদ্বয়ের এক জনের ৶০ আনা অংশও কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্দ্র অবশিষ্ট ৶০ আনার অংশীদার হন। ১১৭৫ (১৭৬৮ খৃঃ) সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র রায় আপোষে এক একরার নামা দ্বারা তের আনা ও তিন আনা অংশ বাটোয়ারা করিয়া লন।

ঐ দলিলে নলধা নিবাসী শিবরাম ভঞ্জ সাক্ষী ছিলেন। জমীর অবস্থা ভাল ছিল না; তাহাতে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য অজন্মা দোষে প্রজার খাজনা আদায় না হওয়ায় জমীদারের রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন যশোহরের কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন। তখন কলিকাতা হাটখোলা নিবাসী কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী প্রথমতঃ দুই বৎসরের বাকী খাজনার গঁছানি দিয়া ১৭৭৪ ১৬ই মে তারিখে ওয়ায়েণ হেষ্টিংসের নিকট হইতে এই পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লইবার হুকুম পান। তিন আনা অংশের মালিক ভৈরবচন্দ্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথক হইলেও কোম্পানী ষোল আনাই কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পর্য্যন্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত চলিয়া পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়।

নলধার ভঞ্জ চৌধুরীগণ:— নলধার বিজয়রাম ভঞ্জ চৌধুরীর বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় মৌলিক কায়স্থ "ভঞ্জ"গণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত লিখিয়াছি, উহা এখানে অনাবশ্যক। ঐ বংশের প্রাচীন প্রবাদে শুনা যায়, পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগে কলাধর ও মালাধর নামক দুই ভ্রাতা সুলতানপুর খড়রিয়া প্রভৃতি ৭টী পরগণার

জমীদারী পাইয়া মৌভোগ গ্রামে বাস করেন। প্রবাদ ভিন্ন ইহার কোন প্রমাণ পাই নাই।

কয়েক পুরুষ পরে ঐ সকল পরগণা প্রতাপাদিত্যের হস্তে যায় এবং তখন বৈদ্য চৌধুরীগণের জমিদারী হয়. মালাধরের প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ মৌভোগ হইতে নলধায় এক গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন। সে বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এখনও ভগ্ন চৌধুরীদিগের অধিকারে আছে। গল্প আছে, রামকৃষ্ণের পৌত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হন। তিনি বলেন, মূলঘড়ের চৌধুরীগণ পরগণার বহির্ভূত গুয়াধনা, লালুয়া, কোদলা প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা গোপনে ভোগ দখল করিতেছেন। সম্ভবতঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিজ পৈতৃক ।৵০ আনা অংশ ছাড়া যে অতিরিক্ত ৵০ আনা অংশে ভৈরবচন্দ্রের সহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল। লক্ষ্মীনারায়ণের নামে নবাব "গুয়াধনা ওগয়রহ" তালুক নামে তিন আনা জমিদারীর সনন্দ দেন। লক্ষ্মী-নারায়ণ দেশে আসিয়া দেবিদাস দে সরকার নামক একজন দুর্দ্দান্ত কায়স্থকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া উক্ত তালুকগুলি দুইচারি বর্ষকাল জোর দখল করিয়া লন। তখন বৈদ্য চৌধুরীদিগের দেওয়ান কৃপারাম ঘোষ জমীদারী রক্ষার জন্য উক্ত দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন। কোদলার এক পার্শ্বে "দেবীর বাজার" নামক একটী হাট এখনও দেবী দেওয়ানের স্মৃতি বহন করিতেছে। নবাব বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গলার দেওয়ানী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়া অত্যন্ত গোলমাল চলিতে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র শিবরাম উক্ত গুয়াধনা, উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া যায়। তিনি ষোল আনাই দখল

করিয়া বসেন। শিবরাম রেভিনিউ বোর্ডের নিকট বারংবার দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল পান নাই। তবে জমীদারী কাগজ পত্র হইতে এই টুকু জানা যায় যে, কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী উজলপুর তালুকের দাবি ত্যাগ করিয়া এবং নলধা গ্রামের খানা বাড়ী প্রভৃতি সমেত ৫০/ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়া এই গোলযোগ নিস্পত্তি করেন।* ঐ সনন্দের তারিখ ১২৯৩ সাল বা ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। সেই বৎসরেই যশোহর জেলা হয়।

হাটখোলার দত্ত চৌধুরী বংশঃ—

কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয়, তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাটখোলার দত্তদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ গোবিন্দশরণ বাদসাহী জায়গীর পাইয়া আন্দুল হইতে গোবিন্দ পুরে আসেন। তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়া হাটখোলায় আসিয়া বাস করেন। রামচন্দ্রের পৌত্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ। তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা জগৎরাম কোম্পানীর পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জগৎরামের তিন পুত্র

---

* এই মহাত্রাণ সনন্দের অবিকল নকল এই: স্বস্তি সকল মঙ্গলালয় শ্রীভোলানাথ ভক্ত ও শ্রীরামনারায়ণ ভক্ত ও শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ ভক্ত সচ্চরিতেষু মহাত্রাণ জমী পত্রমিদং কার্য্যাঞ্চাগে আমার জমিদারী পরগণে সুলতানপুর খড়রিয়া ওগয়রহ মধ্যে উঠিতের লায়েক পতিত খামারের অন্দরে ৫০/ বিঘা জমী তোমাদিগের খোরপোষ কারণ মহাত্রাণ দিলাম। জাত মাফিক চিহ্নিত করিয়া লইয়া পুত্র পৌত্রাদী ক্রমে পরম সুখে ভোগ করিতে রহো। ইহার রাজস্ব সহিত দায় নাই। এতদর্থ মহাত্রাণ সনন্দ দিলাম ইতি সন ১১৯০ তারিখ ২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীকাশীনাথ দত্তস্য। জাত জমা নলধার গড়বাটী ১০/ বিঘা, সোতাল ১০/ বিঘা, ছিজলা ২৫/ বিঘা, মৌজে কাথুলী ৫/ বিঘা, মবলগে ৫০/ বিঘা মাত্র।

খড়রিয়া পরগণার জমীদার মহাশয়দিগের স্থাপিত
জোড়া শিব মন্দির।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

কাশীনাথ, রামজয় ও হরসুন্দর। কাশীনাথ সুলতানপুর খড়রিয়া ব্যতীত বেলফুলিয়া পরগণার ।৶০ অংশ এবং অন্যান্য সম্পত্তি খরিদ করেন। তন্মধ্যে সুলতানপুর খড়রিয়ার ৸৶০ তের আনা ও বেল-ফুলীয়া ।৶০ আনা একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহাই যশোহর কালেক্টারীর ২৫৪ নং এবং খুলনার ১৭১ নং তৌজীর মহল। গুয়াধনা প্রভৃতি তালুক লইয়া গঠিত সুলতানপুর খড়রিয়ায় ৶০ তিন আনা অংশ যশোহরের ২৫৬নং এবং খুলনার ১৭২নং তৌজী। কাশীনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের গোল-যোগ নিবারণার্থ ইহারা ১২২৩ সালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। ইহাই খড়রিয়ার বড় জিলা, মেঝ জিলা ও ছোট জিলা নামে পরিচিত। কাশীনাথের নিজ ধারায় বড় জিলার জমীদার, বাবু মনুজেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী বর্ত্তমান আছেন।

মধ্যম ভ্রাতা রামজয় দত্ত চৌধুরীর দিন দিন বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি সুচারুরূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের কৃতী পুরুষ, কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী স্বনামধন্য সদাশয় বাবু কুমারকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে এবং অন্যান্য সরিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১, ১৩ই জুন তারিখে একটি লিখিত একরার নামার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে খড়রিয়া মেঝ জিলা জমীদারী সিণ্ডিকেট (The Khararia Mejo Zillah Zemindari Syndicate Ltd.) নামক এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী ১৯০১ অব্দে খড়রিয়া মেঝ জিলার সম্পত্তি ৯৯ বৎসরের জন্য মেয়াদা পত্তনী লইয়াছেন। তৎপর খড়রিয়া বড় জিলায় ।০ চারি আনা অংশ চিরস্থায়ী পত্তনী বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কোম্পানীর কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। খড়রিয়া বড় জিলার বাকী ৸০ বার আনা অংশ মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে বাবু শরৎচন্দ্র বসু. ।৴০ পাঁচ আনা

বাবু মন্মথেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরীর ।০ চারি আনা ও বাবু কৃষ্ণবিহারী দত্ত চৌধুরীর ৶০ তিন আনা অংশের ভোগ দখল চলিতেছে। ৺হরসুন্দর দত্ত চৌধুরী ছোট জিলার ৸১৬ গণ্ডা অংশে জমীদারী স্বত্বে এবং ৶৪ গণ্ডা অংশে পত্তনী স্বত্বে সুবিখ্যাত ৺মোহিনীমোহন রায় চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু প্যারীমোহন রায় চৌধুরী দখিলকার আছেন। পরে সন ১৩৩৬ সালে বাবু মন্মথেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের ।০ চারি আনা অংশ নলধা নিবাসী শ্রীমান বিপিনবিহারী রাহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রাঢ়ীপাড়া নিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়া দখলকার আছেন।*

তৃতীয় অধ্যায়

নলধা গ্রামের নাম করণের হেতু অনুমান ভিন্ন নির্ণয় করিবার উপায় নাই। নলধার উত্তরে এক্ষণেও প্রকাণ্ড বিল আছে। ঐ বিলে নল নটা জন্মে। এই নল বনের মধ্যে গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গ্রামটীর নাম নলধা হইয়াছে, ইহা অনুমান করা অন্যায় বা অসমীচিন হইবে না। এই গ্রামের রাহা বংশের পূর্ব্ব পুরুষ ৺গোপীনাথ রাহা এই গ্রামটী পত্তন ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং নলধা এই নাম করণ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

প্রসিদ্ধ খড়রিয়া পরগণার উত্তরে মধুমতী নদী, পশ্চিমে আঠারো বাঁকী, আর ভৈরবনদ দক্ষিণ পূর্ব্বদিক বেড়িয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মৌভোগের খাল, নলধার খাল, সোনাখালির খাল

* শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় ভাগ ৭৩৩ পৃষ্ঠা হইতে ৭৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

প্রভৃতি কয়েকটী খাল ভৈরব নদ হইতে উঠিয়া উত্তরে বিলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঘাটভোগ, মৌভোগ নলধা মূলঘড় রাজপাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান প্রাচীন ভদ্রপল্লী অবস্থিত। এই সকল ভদ্রজনপদ বিশেষ ভাবে নদীমাতৃক। নদীতীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে চলাচলের যেমন সুবিধা, তেমনি নদী খালের পলী মাটীতে এস্থানের উর্ব্বরতাও চির প্রসিদ্ধ ছিল। বিল খালের যথেষ্ট মৎস্য পাওয়া যাইত, মাঠে প্রচুর ধান জন্মিত, বাগানে নারিকেল সুপারি আম কাঁটালের প্রচুর ফলন হইত। এদেশটাকে নারিকেল সুপারির দেশ বলিয়া অভিহিত করা হইত। আর ছিল প্রচুর দুগ্ধ! বিস্তৃত গোচারণ মাঠে স্বাস্থ্যসুন্দর পরিপুষ্ট সুঠাম গাভীগুলি বিচরণ করিত। খরস্রোত নদ নদী পল্লীর জল নিকাষের স্বাভাবিক রাস্তা ছিল; পল্লীর ময়লা আবর্জ্জনা সহজে সরলে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইত। নির্ম্মল বিশুদ্ধ বাতাসে জনপদে স্বাস্থ্য বিলাইত। রোগ পীড়া অতি সামান্যই ছিল, ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা কেহ জানিত না। অধিবাসীরা দীর্ঘ নীরোগ জীবনে শত বৎসর পরমায়ুঃ পাইত। চাকরীর উপর লোকের জীবিকা নির্ভর করিত না। মাটীর বুকে মাটীর ফল-জল-শস্যেই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ আরামের জীবন যাপন করিত।

টাকায় আধ মণ পঁচিশ সের চাউল বিকাইত। দুধের সের দু' পয়সা এক পয়সা ছিল। দু' পয়সার মাছ কিনিলে দশ জন পরিবারের সংসারে দিন চলিত। দুধের শিশু বাঁচাইতে বিদেশী জমাট দুধ লাগিত না। রোগ পীড়া ছিল সামান্যই, সামান্য ঔষধ পত্র যাহা লাগিত তাহা দেশের তরুলতার মূল পাতায়ই হইত। রেল ষ্টিমার ছিল না, লোকে বিশ ক্রোশ পথ স্বচ্ছন্দে হাটিয়া পাড়ি দিত। এত কাপড় জামা জুতা মোজার ব্যবহার ছিল না। দেশের তাঁতী

জোলার বোনা কাপড় চাদরে লজ্জা নিবারণ ও সম্মান রক্ষা হইত। দালান কোঠা কম ছিল, গৃহস্থেরা চালা ঘরে বাস করিত, কিন্তু পূজা পার্ব্বণ, ভোজ যজ্ঞ, আমোদ প্রমোদে পল্লীকুটীরগুলি মুখরিত হইয়া উঠিত। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড় লইয়া যুবকগণ বরের বাজারে দাম যাচাই করিত না। সুতরাং বরপণ ভারে কন্যার পিতা অবসন্ন ছিলেন না। তাই বলিয়া দেশের লোক একেবারেই মূর্খ অভদ্র ছিল না। গ্রামের টোলে অধ্যাপকগণ কাব্য, ব্যাকরণ, পুরাণ, স্মৃতি প্রভৃতির অধ্যাপনা করিতেন। মৌলবীরা আরবি পার্শি পড়াইতেন। পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালে গুরুমহাশয়রা ছাত্রদিগকে কিতাবতি লেখা পড়া ও শুভঙ্করীর হিসাব শিখাইতেন। রামায়ণ মহাভারতাদির ইতিবৃত্ত সকলেই জানিতেন। কথকথা ও রামায়ণ সকল পল্লীবাসীদিগকে আমোদ প্রমোদের সঙ্গে বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্ম শিক্ষা দিত। আমরা ছেলে বেলায় নিরক্ষর পিসীমা ঠাকুরমার মুখে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির সুললিত গল্প শুনিয়াছি। কবির তর্জ্জার ও শাস্ত্রপুরাণের আলোচনা হইত। পরে যাত্রা গানের প্রচলন হয়; মতিরায়, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাব ছড়াইয়া পড়িত। এক্ষণে সে সকল গিয়াছে। নাগরিক সভ্যতা ও সংস্কার পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামে থিয়েটার বসিয়াছে, তাহাতে নাচ গানেরই বাহুল্য। বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবোদ্দীপক সঙ্গীতে এখন পল্লীবাসীর মনঃপ্রাণ মধুময় করিয়া তুলে না। পল্লীবাসীরা ভীমার্জ্জুন রাম-লক্ষ্মণের আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের নায়ক নায়িকার হাল্কা আদর্শেই রুচি ধরিয়াছে।

পুরাতন কথা টানিয়া আক্ষেপ করা বৃথা। পল্লীর সৌষ্টব গৌরব নষ্ট হইবার আর একটী প্রধান কারণ ভদ্রলোকের চাকরী জীবিকা।

সমর্থ শিক্ষিত যুবক মাত্রই এখন আর পল্লীর বুকে অধিষ্ঠানের অবসর পান না, সকলেই চাকরী লইয়া প্রবাসে আশ্রয় লইয়াছেন। পল্লীতে থাকে জনকতক বৃদ্ধা পিসীমা, ঠাকুরমা, কাকীমা প্রভৃতি, আর যারা অসমর্থ অক্ষম বা দুই চারিজন অল্পশিক্ষিত বেকার যুবক দলও অগত্যা পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রবাসী বিদ্বানেরা কেহ কেহ অবসর কালে পল্লীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন,—যদি তাঁহারা হাওয়া বদলে পাহাড়ে যাইবার সুবিধা করিতে না পারেন। তাঁহারা আসিয়া পল্লীর অকর্ম্মার দল লইয়া দুই চারিদিনের জন্য থিয়েটার করেন, ফুটবল খেলেন, তাস পাসাও খেলেন ; কিন্তু পল্লীজননীর সেবা-সাধনার অবসর ও প্রবৃত্তি তাঁহাদের বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

যাহা হউক, আমার নলধা পল্লীর এখনও সৌভাগ্যের কথা এই যে, এখানকার যাহারা প্রবাসী চাকরীজীবী তাঁহারা তাঁহাদের জন্মমাটীকে এক বারেই বিস্মৃত হন নাই। কেহ কেহ গ্রামের মঙ্গলের জন্য যথেষ্ট চিন্তা করেন, গ্রামের সংস্কার ও মঙ্গল বিধানের চেষ্টা অনেকেই করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

নলধা গ্রামের রাহা বংশই বর্ত্তমানে সমধিক বিস্তৃত উন্নতিশীল। নলধার রাহা খুলনা জেলার মধ্যে বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু প্রসিদ্ধ বংশ। তাহারাই এই গ্রামের পুরাতন অধিবাসী, এই রাহাদিগের দ্বারাই নলধা গ্রামের প্রতিষ্ঠা। রাহাপাড়া নলধা গ্রামের শ্রেষ্ঠ পাড়া। লেখক নিজে এই রাহা বংশেরই সন্তান, সুতরাং রাহা বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পিতৃপুরুষেরই স্মৃতি তর্পণ করিতে অভিলাষী।

খুলনা জেলা সুন্দর বনের দেশ। সমুদ্র কুলের পলীমাটীতেই এই দেশ গঠিত। পূর্ব্বে ইহার অতি অল্পস্থানেই লোকের বসতি ছিল।

পরে এই সুন্দরবনের বাদা জঙ্গল কাটিয়া এখানে লোকের বসতি হইতে থাকে। এখনও বাদা জঙ্গলে স্থানে স্থানে ইষ্টক স্তূপ, ঘাটবাধা পুকুর প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই বাদা অঞ্চলে লোকের বসতি ছিল, ইহা তাহার নিদর্শন। পরে মগ পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জলদস্যুগণের অত্যাচারে এই অঞ্চলের লোকালয় উঠিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ সমুদ্রের দূরবর্ত্তী স্থানে সরিয়া আইসে। তবে বিশিষ্ট ভদ্র হিন্দু সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ অঞ্চলে বসবাস করেন নাই।

প্রসিদ্ধ মুসলমান পীর খাঁন জাহান আলির আমলে ভৈরবের দক্ষিণ তীর লোকের বাসভূমি হইয়া উঠে। কিন্তু তদানীন্তন অধিবাসিগণ অধিকাংশ মুসলমান বলিয়া অনুমান হয়। আলাইপুর, মানসাহা, ফকিরহাট, পাইকপাড়া, খাঁনপুর, মসীদপুর, রহিমাবাদ, কাজদে, খানপুর, কোমরপুর, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি ভৈরবের দক্ষিণ তীরবর্ত্তী গ্রামগুলির নাম করণে এই সকল গ্রাম মুসলমান প্রধান ছিল বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তখন রাঢ় ছাড়িয়া হিন্দুগণ নিম্নবঙ্গে আসিতে উৎসাহিত ছিলেন না।

পরে মহারাজা প্রতাপাদিত্য এই নদ-নদী-মেখলা উর্ব্বর ভূমিতে যখন তাঁহার প্রসিদ্ধ যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তখনই এই অঞ্চলে ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করে। রাজা বসন্ত রায়ের ভগিনীপতি পরমানন্দ বসু হাবেলী ও মধুদিয়ার জমীদারী যৌতুক পাইয়া কাড়াপাড়ায় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময়ে, তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর কায়স্থ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া তাঁহার জমীদারীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তখন হইতেই উচ্চতর হিন্দু সম্প্রদায় রাঢ় ছাড়িয়া বঙ্গে আসিতে দ্বিধা করেন না। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে খড়রিয়া পরগণা ফুলঘড়ের বৈদ্য জমীদারদিগের ছিল। জানকীবল্লভ

রায় এই জমীদার বংশের আদি পুরুষ। বর্ত্তমান মূলঘড়ের বড়বাড়ীর রায় পরিবার এই বংশের বংশধর। মূলঘড়ের ঘোষ বংশ এই জমীদার-দিগের দেওয়ান বংশ ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাক্কালে খড়রিয়া পরগণা বৈদ্য জমীদারদিগের হাত হইতে কলিকাতায় হাট খোলার দত্তচৌধুরীদিগের হাতে আইসে। কলিকাতায় থাকা কালিন তাঁহাদের সঙ্গে গোপীনাথের বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। গোপীনাথের বুদ্ধিমত্তা ও জমীদারী কার্য্যে দক্ষতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহারা গোপীনাথের উপর নূতন জমীদারীর সুবন্দোবস্তের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। ব্যবসায় ব্যপদেশে এদেশে ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আসা যাওয়ায় এদেশ সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল। জমীদারী কাজ পাইয়া গোপীনাথ বানিজ্য-ব্যবসা পরিত্যাগ করতঃ পুত্র কালি-চরণকে সঙ্গে লইয়া খড়রিয়া পরগণার বন্দোবস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। এবং নলধাগ্রামেই নিজ বসতি স্থাপন করিলেন। গোপীনাথ সপ্তগ্রাম হইতে এদেশে আগমন করেন। এই সপ্তগ্রাম এক সময় গৌড়ের রাজধানী ছিল। আবার কেহ বলেন, সপ্তগ্রাম নহে, সুপ্তগ্রাম। সুপ্তগ্রাম হুগলী জেলার একটী প্রসিদ্ধ স্থান। আবার যশোহর কালিয়ার নিকটেও একটী সুপ্তগ্রাম আছে। এই সুপ্তগ্রাম বা সপ্তগ্রাম কোন সুপ্তগ্রাম তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে নলধার রাহাবংশ সপ্তগ্রাম বা সুপ্তগ্রামের রাহা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দক্ষিণরাঢ়ী মহাপাত্র কায়স্থ।*

---

* কায়স্থের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, কয়টী ঘর ব্যতীত দত্ত, দেব, দাস, সেন, রাহা, কর, পালিত, সিংহ, নাগ, পাল, নন্দী, রক্ষিত, বিষ্ণু প্রভৃতি ২৩ ঘর কায়স্থ বল্লালের সভায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। সুতরাং বল্লালের সভায় মোট ২৭ ঘর কায়স্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

বসুঃ ঘোষঃ গুহঃ মিত্রঃ দত্তঃ নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করঃ দামঃ পালিতঃ রুদ্রাপালকঃ।
রাহা ভদ্র ধর নন্দী দেব কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
সিংহঃ রক্ষিতোঽঙ্কুরশ্চৈব বিষ্ণুঃ আঢ্যশ্চ নন্দনঃ।
এতে সপ্তবিংশতিজাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠাতাঃ॥

(ঘটকরাজের বঙ্গজকুলপঞ্জি)

প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস। পঞ্চম অধ্যায় ৮৬ পৃষ্ঠা।

যাহা হউক গোপীনাথ রাহা তাঁহার পুত্র কালিচরণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া এই নূতন জমীদারীর প্রধান কার্য্যকারক হইয়া নায়েবীপদ গ্রহণ করিলেন। তখন নায়েবই ম্যানেজার বা প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। খড়রিয়া পরগণার অধিকাংশ স্থানই বিলান ভূমি। এই সমস্ত বিলে যথেষ্ট মৎস্য থাকিত। গোপীনাথের পুত্র তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ও জমীদারী কার্য্যে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এবং গোপীনাথ দেখিলেন এই সমস্ত বিলে জলকর বন্দোবস্ত দিয়া যদি জেলে জিউনী প্রভৃতি মৎস্যব্যবসায়ীদিগকে পত্তন করা যায়, তাহা হইলে কেবল মাত্র জলকরেই জমীদারীর বিস্তর আয় হইতে পারে। তদনুসারে তাঁহারা পিতাপুত্রে মিলিয়া নানাস্থান হইতে মৎস্যব্যবসায়ী জেলে জিউনী ও কৈবর্ত্ত প্রজা আনয়ন করতঃ এই জমীদারীতে বসাইলেন। এই কালিচরণের চেষ্টায় খড়রিয়া পরগণায় জলকরে বাইশ হাজার টাকা আয় হয়। কালীচরণ তখন তরুণ বয়স্ক যুবক। অত্রত্য পরশুরাম ঘোষ নামক এক সম্ভ্রান্ত কুলিন ভদ্রলোক তাহার কন্যা পার্ব্বতীকে

প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু,
সিদ্ধান্ত বারিধি ও বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

কালীচরণের সঙ্গে বিবাহ দিতে অভিলাসী হন। গোপীনাথ তাহাতে সম্মত হইয়া এই দেশেই বৈবাহিক সম্বন্ধ করেন এবং এখানে বসবাস করিতে মনস্থ করেন।

তিনি কালীগঙ্গার তীর পর্য্যন্ত নল নড়া কাটাইয়া নূতন গ্রাম পত্তন করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। নল কাটিয়া গ্রাম পত্তন হইল, সুতরাং গ্রামের নাম "নল-ঠাঁই" বা নলঠা হইল। সন্নিহিত গ্রামের নাম ছিল কামঠা, তাহারই অনুকরণে ঐরূপ নলঠা গ্রাম হওয়াও বিচিত্র নহে। পরে ঐ গ্রামের নাম নলঠার স্থলে "নলধা" হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, নল পোড়াইয়া গ্রাম বসিয়াছে বলিয়া গ্রামের নাম নলদাহ বা "নলধা" হইয়াছে।

তখনও দেশে দস্যু ডাকাতের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল; সেই জন্য নদ-নদীর নিকটে সদর স্থানে লোকে বসতি করিতে ভয় পাইত। সেই জন্যই গোপীনাথ ভৈরবের কূল ছাড়িয়া অনেক উত্তরে নিম্নস্থানে গিয়া বসতি নির্ণয় করেন। পরবর্ত্তী কালের অধিবাসীরা দক্ষিণে আসিয়া ভৈরবের কূলে বসতি করিতেছেন। এতদঞ্চলের কোনও পুরাতন সম্পন্ন গৃহস্থের বসতি স্থান নদীর তীরে দেখিতে পাওয়া যায় না।

খড়রিয়ার জমিদার গোপীনাথ ও তৎপুত্র কালীচরণের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিস্তর তালুক করিয়া দিলেন। গোপীনাথের পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে, পরে রত্নেশ্বর ও কিশোরচন্দ্রের বংশধরগণও আসিয়া এদেশে বসতি করেন।

গোপীনাথ যখন প্রথম এদেশে আগমন করেন, তখন এখানে দুই ঘর ব্রাহ্মণ, দুই ঘর হিন্দুস্থানী (ভারে) ও সামান্য কয়েক ঘর কায়স্থের বসতি ছিল। ক্রমে ৺গোপীনাথের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে।

গোপীনাথের চারি পুত্রের মধ্যে চণ্ডেশ্বরের বংশাবলি কেহ নাই। রত্নেশ্বরের বংশ বর্ত্তমান মধ্যের বাড়ী. কিশোরচন্দ্রের বংশ উত্তরের

বাড়ী, অবশিষ্ট পূর্ব্বের বাড়ী, খড়বুনিয়ার বাড়ী, দেওয়ানিয়া বাড়ী ও পশ্চিমের বাড়ীতে কালীচরণের অধস্তন পুরুষেরা বাস করিতেছেন।

খড়রিয়ার বর্ত্তমান জমিদার হাটখোলার দত্ত চৌধুরী মহাশয়েরা চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। জমিদারী পাইয়া, সর্ব্বপ্রথম সে স্থানে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হিন্দু ভূস্বামীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। তদনুসারে পরগণার মধ্যস্থলে, নলধা গ্রামের শিরোভাগে অতুলনীয় কারুকার্য্য সমন্বিত যোড়া মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে শিববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্থান বর্ত্তমানে শিববাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। জমিদারদিগের কাছারি বাড়ীও ইহারই সান্নিধ্যে অবস্থিত।

এই মন্দির নির্ম্মাণ, বিগ্রহ স্থাপন, প্রভৃতি কার্য্য তদানীন্তন প্রধান কার্য্যকারক গোপীনাথের তত্ত্বাবধানেই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিববাড়ীর শিববিগ্রহের মতন বিগ্রহ আমি বহুস্থানের বিগ্রহ দেখিয়াও ঠিক তেমনটী কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।

রাহা পাড়ার ভিতরে বর্ত্তমান রায় বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত মনসাতলা আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে একটা প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষ ছিল, কিছুদিন গত হইল ঝড়ে উহা পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সেইজন্য প্রাচীনকাল হইতে গ্রামবাসীরা এই মনসাতলায় বিশেষ ভক্তিভাবে সমারোহে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা পূজা করিয়া থাকেন।

উত্তরের ডহরে ৺মহিমাচন্দ্র রাহার জমীতে প্রতিষ্ঠিত একটী প্রকাণ্ড জিওল বৃক্ষের তলে বহুকালের বাস্তখোলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে আবহমান কাল পর্য্যন্ত গ্রামবাসিগণ পরম উৎসাহে বাস্তূৎসবে দিন-ব্যাপী উৎসব ও সঙ্কীর্ত্তন গান করিয়া থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গোপীনাথ রাহা ও তৎপুত্রগণ [illegible] ও বিস্তৃতি কল্পে বিবিধ সম্প্রদায়ের অধিবাসী [illegible] বসাইয়াছেন। ক্রমে গ্রামে বারুই, তিলি, যোগী, নাপিত, ধোপা, বেনে, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দুই অল্প বিস্তর বসতি করিতে থাকে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আসিয়াও গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে থাকেন।

এইখানে রাহা বংশের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়া আমি অন্য কথার অবতারণা করিব।

গোপীনাথের পুত্র কালীচরণের ২ পুত্র, পঞ্চানন ও রামবল্লভ। পঞ্চাননের পুত্র রামরাম এবং কৃষ্ণপ্রসাদ। রামরামের বংশ খড়বুনিয়া বাড়ী, কৃষ্ণপ্রসাদের বংশ পূবের বাড়ী। (বর্ত্তমান লেখকের বাড়ী) রামবল্লভের ২ পুত্র জয়নারায়ণ ও শিবপ্রসাদ। দেওয়ালিয়া বাড়ী জয়নারায়ণের বংশ এবং পশ্চিমের বাড়ী শিবপ্রসাদের বংশ বাস করিতেছেন।

গোপীনাথের অন্যতম পুত্র রত্নেশ্বরের বংশ বর্ত্তমান মধ্য বাড়ীতে ও কিশোরচন্দ্রের বংশ উত্তরের বাড়ীতে বাস করিতেছেন, চণ্ডেশ্বরের বংশ নাই।

রামরামের ১ পুত্র রামানন্দ। কৃষ্ণপ্রসাদের ৭ পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেবলরাম, ৪র্থ শ্রীনাথ, ৫ম গৌরমোহন, ৬ষ্ঠ সদানন্দ এবং ৭ম দুর্ল্ভচরণ নিঃসন্তান। মধ্যম রামলোচনের পুত্র [illegible] রায়ের-কাটীর ঈশানচন্দ্রের কন্যা নৃত্যমণিকে বিবাহ করেন। [illegible] এক মাত্র পুত্র রজনীকান্ত রায়েরকাটী গ্রামে [illegible] জ্যেষ্ঠ কন্যা কুসুমকুমারীকে বিবাহ [illegible] সৌদামিনীকে ঐ রায়েরকাঠীতেই [illegible]

কোথায় বিবাহ দেন জানা যায় না। উভয়েই নিঃসন্তান পরলোকগত হন। রজনীকান্তের দুই পুত্র মণীন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ। রজনীকান্ত রেলে ষ্টেশন মাষ্টারী করিতেন, বিশেষ পবিত্র-স্বভাব সজ্জন ছিলেন। ষ্টেশন মাষ্টারী করিবার কালে নলহাটার নিকট পাহাড়ে এক সন্ন্যাসীর কাছে যোগশিক্ষা করিতেন। সেইখানে একদিন ভয় পাইয়া অজ্ঞান হইয়া যান। সেই হইতে তাহার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে এবং কিছুদিন পাগল অবস্থায় থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মণীন্দ্র নাথ বি, এ পাশ করিয়া কিছুদিন এম, এ পড়েন, পরে প্রসিদ্ধ স্বদেশ ভক্ত নেতা বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহ পাইয়া, বেঙ্গলী পত্রিকায় সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য্য করিতে থাকেন। মণীন্দ্রনাথ সচ্চরিত্র মেধাবী যুবক, আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমিই তাঁহাকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র বাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দেই, এবং হরিনাভি গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রমথেশ ঘোষ মহাশয়ের কন্যার সহিত বিবাহ দেই। বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহার অল্পদিন পরেই শ্রীমান মণীন্দ্র বধুমাতা সহ মাতুলালয়ে রায়েরকাটী গ্রামে যান। সেখানে গিয়া দুরারোগ্য উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন এবং এ পর্য্যন্ত উন্মাদ অবস্থায় সেই মাতুলালয়েই বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠ শচীন্দ্রনাথ ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা করিতেছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদের তৃতীয় পুত্র রামধন লেখকের পিতামহ, তাহার পুত্র মহেশচন্দ্র, মহিমাচন্দ্র, মাধবচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত এবং কন্যা সূর্য্যমনি। মহেশ নিঃসন্তান লোকান্তরিত হইয়াছেন। চন্দ্রকান্তের অবিবাহিত অবস্থায়ই মৃত্যু হয়। মাধবচন্দ্রের তিন বিবাহ, প্রথম পক্ষে দুই কন্যা বিধু ও মৃণ্ময়ী। বিধুকে পাগলা নিবাসী মোক্তার ৺প্রিয়নাথ মিত্র এবং মৃণ্ময়ীকে কলিকাতা খালির প্রসন্ন ঘোষ বিবাহ করেন। মধ্যম ও শেষ পক্ষে কোন সন্তানাদি জন্মে না। মাধবচন্দ্রের শেষ পক্ষের পত্নী, রাংদিয়া

কাঠিপাড়া গ্রামের চৈতন্ত বসুর কন্যা দুর্গামণি [illegible] অধুনা স্বর্গগতা এই পুণ্যশীলা মহিলার চরিত্রে আমরা সে কালের [illegible] রমণীর পবিত্র আদর্শ দেখিতে পাই। ইনি নিজে নিঃসন্তান [illegible] ছিলেন, কিন্তু ভাসুর-পুত্র দিগকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করিতেন। [illegible] সংসারে ইনিই ছিলেন মমতাময়ী গৃহিণী। লেখকের পিতা মহিমাচন্দ্র এই ভাতৃ-বধূর প্রতি সংসারের ষোল আনা কর্তৃত্ব সঁপিয়া দিয়াছিলেন, ইনিও সেই ষোল আনা ভার মাথায় লইয়া ভাসুরের পুত্র পৌত্র প্রপুত্র প্রভৃতিকে প্রাণ দিয়া স্নেহ করিতেন। তাঁহার যত্ন ও শৃঙ্খলা বিধানে আমাদের সংসারে সর্ব্বদাই শান্তি বিরাজ করিত। আমার মাতা ঠাকুরাণীকে তিনি দিদি বলিয়া ডাকিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার আদেশ-বর্ত্তিনী হইয়া চলিতেন। আজ কালকার কালে এমনটী বড় দেখা যায় না। এই স্থলে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বর্ত্তমানে বিধবা ভ্রাতৃবধূ, ভগিনী, পিসীমা প্রভৃতিকে সংসারের কর্ত্তারা, নিতান্ত গলগ্রহ বলিয়া মনে করেন এবং নিতান্ত অসন্তোষের চক্ষে কালোমুখেই তাহাদের দুটী অন্ন এবং দুখানি মোটা কাপড় যোগান। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার পূর্ণ স্বার্থপরতার পঙ্কিলতা যখন বাঙ্গালী পরিবারে পূর্ণভাবে অধিকার লাভ করিতে পারে নাই, তখন বাঙ্গালীর সংসারে এই সব ত্যাগশীলা কর্ম্ম-তৎপরা সেবাপরায়ণা বিধবা ব্রহ্মচারিণীগণ ছিলেন সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রী। আমার স্বর্গগত পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর এই ভাতৃ-বধূর উপর সানন্দে নিঃসঙ্কোচে সংসারের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। [illegible] কন্যা [illegible] মা'য়ের উপর সঁপিয়া দিয়া পরম শান্তিতে দিন যাপন করিতেন। পিতাঠাকুর মহিমাচন্দ্র [illegible] তাঁহার [illegible] জঙ্গলবাধাল নিবাসী মুখ্য [illegible] এই বিবাহে তাহার বিস্তর [illegible]

অল্প বয়সেই বিধবা হইয়া অগ্রজের সংসারে আসিয়া আশ্রয় লন। পিতাঠাকুর এই বিধবা ভগিনী ও ভাতৃ-বধূকে চিরদিনই সমান আদর যত্নে পালন করিয়া গিয়াছেন। আমরা আমাদিগের এই কাকী মা ও পিসীমার যত্নে আদরেই বাড়িয়াছি, ইহাদের কর্ম্মতৎপরতায় আমাদের সংসার সুখময় ছিল। অতিথি অভ্যাগতগণ আমাদের গৃহে আসিলে পরমানন্দ পাইতেন। আজ ইহারা স্বর্গে; আমাদের সংসারেও সে সুখ-শান্তি স্বচ্ছন্দতা নাই। মহিমাচন্দ্রের ৩ পুত্র ও ৫ কন্যা। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র নাথ, মধ্যম শরৎচন্দ্র (লেখক) কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। পিতাঠাকুরের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ করেন শ্রীরামপুর ৺আনন্দচন্দ্র মিত্রের কন্যা,—স্বর্গীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাসতেত ভগিনী ছিলেন আমার স্বর্গীয় বিমাতা। ইনি নিঃসন্তান পিত্রালয়ে লোকান্তরিত হন। আমাদের মাতাঠাকুরাণী ৺শ্যামাসুন্দরী বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী ধোপাখালি গ্রামবাসী ৺কমলাকান্ত ঘোষের কন্যা। তাঁহারই গর্ভে আমরা কয়েকটী ভাই বোন জন্ম গ্রহণ করি। শুনিয়াছি আমাদের বিমাতা ঠাকুরাণী ছিলেন অনুপমা সুন্দরী। আমাদের মাতাঠাকুরাণী ও তদনুরূপ সুন্দরী ছিলেন। মা ছিলেন আমাদের মা, আমরা মায়ের মধুর রূপে সত্যই দেবী-প্রতিমা দেখিতাম। জননীর মত লজ্জাশীলা শান্তমূর্ত্তি আর কখনও দেখি নাই। মা আমাদের গো-সেবা বড় ভাল বাসিতেন। আমাদের গাভী বৎসগুলি ছিল যেন মায়ের কাছে আমাদেরই মতন সন্তান। তারা গোষ্ঠ হইতে আসিয়া মায়ের মুখ পানে চাহিয়া যেন কত মনের কথা ব্যক্ত করিত। মা তাহাদের নীরব চাহনীতে তাহাদের মনের সাধ আহ্লাদ বুঝিয়া লইতেন। বাবার স্বর্গারোহণের পর আমাদের রায় বাহাদুর দাদা আসিলেন তাঁহার কাকীমাকে দেখিতে, মাতার তখন বৃদ্ধ বয়স। তবু ভাসুর পুত্রের সম্মুখে স্বীয় বৈধব্য মূর্ত্তি দেখাইতে তিনি লজ্জায় কাতর ছিলেন। তিনি গৃহে বদ্ধদ্বারে বসিয়া

স্বর্গীয়া শ্যামা সুন্দরী জঃ ৺মহিমা চন্দ্র রাহা।

গ্রন্থকারের মাতামহীঠাকুরাণী।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

রহিলেন, কিছুতেই বাহির হইলেন না। মা আমাদের তাঁহার সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, আমরা আছি মাতৃহারা হইয়া। তবু তাঁহার পুন্য স্মৃতি আমাদের সংসার পথের আলোক।

পিতা ৺মহিমাচন্দ্র মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে দাদা উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে গয়াধামে বাস করিতে ছিলেন। সেই খানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্মুখে দেহত্যাগ করেন। জননীর ও সাধনা সফল হইল। তিনিও সেই গয়াধামে, জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথের বাসায় থাকা কালীন দেহ রক্ষা করেন। পিতারই সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার পবিত্র দেহের দাহ কার্য্য সাধিত হয়।

মহিমাচন্দ্র তৎকালীন পার্শি ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন এবং এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ বলিয়া তাঁহার বিস্তর প্রসিদ্ধি ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ ছিলেন বংশের গৌরব। ইনি যশোহর ঝিনাদহ মহকুমায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, কেদারনাথ ঘোষের কন্যা গোলাপ সুন্দরীকে বিবাহ করেন।

উপেন্দ্রনাথ ছিলেন রাহা বংশের গৌরব। তিনি বি. এ. পাশ করিয়াছিলেন। তখনকার কালের বি. এ. পাশ বিদ্বান ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। বিদ্যাবলে অবিদ্বান্‌কে লুণ্ঠন করিয়া নিজে অর্থশালী হওয়া তিনি পছন্দ করিলেন না। চিরজীবন শিক্ষকতার নিষ্পাপ পবিত্রপথে তিনি দরিদ্র জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠাগ্রজ উপেন্দ্রনাথের বিস্তৃত জীবন কথা স্থানান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। উপেন্দ্রনাথের পবিত্র জীবন বৃক্ষের অমৃতফল তৎপুত্র শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ। এই ধীরেন্দ্রনাথই বর্ত্তমান বিস্তৃত রাহা বংশের উজ্জলতম মহারত্ন। ধীরেন্দ্রনাথ পিতার শুদ্ধ সরল পবিত্র আদর্শে গঠিত। বংশের সুসন্তান তরুণ বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেনের বিষয়ে দুই একটী কথা আমি না বলিয়া পারিলাম না।

ধীরেন জন্মগতই প্রখর মেধাবী শান্ত প্রকৃতি, অল্প বয়সেই এম. এ. বি এল পাশ করে। তাহার পরে কিছুদিন ওকালতি করে। বাপের মতই তাহার ওকালতির আইন রাজির আয় ভাল লাগিল না বলিয়া কিছুদিন পাটনা কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কাজ করে। পরে দারভাঙ্গা মহারাজ সরকারে চাকরী স্বীকার করে। বর্ত্তমানে মহা-রাজের ষ্টেটে ধীরেন ৭০০৲ টাকা বেতনে রাজনগরের Chief Manager চিফ্ ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত আছে। এই কার্য্য-কৃতিত্বেই ধীরেনের গৌরব পর্য্যবসিত হয় নাই। ধীরেনের মহত্ত্ব তাহার উপার্জ্জন পথের নিস্পৃহ পবিত্রতায়। ধীরেন যে পদে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে অল্প দিনেই লক্ষপতি হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু শ্রীমান দেবতা পিতার পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত। নির্দ্দিষ্ট বেতন ব্যতীত একটী পয়সাও বাজে উপার্জ্জন করা নরক-লোষ্ট্রবৎ ঘৃণা করে। তাহার মাতা আমার বউ-ঠাকুরাণী একদিন ধীরেনকে বলিয়াছিনে, এতকাল এত বড় চাকরী করিয়া তুমিত বড় মানুষ হইলে না। ধীরেন হাসিয়া বলিয়াছিল, মা, আমি ত আমার পিতৃদত্ত শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব না। ধীরেনের হাতেই ষ্টেটের বন্দোবস্তের ভার, যাহাতে লক্ষাধিক টাকা বাজে উপার্জ্জন হইতে পারে। ধীরেন এই স্বর্ণস্তূপ সত্যকাম্যবীর্য্যবলে পরিহার করিয়া আসিতেছে। তাহার শুদ্ধ পবিত্র জীবনের তেজস্বিতা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটে একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সদরের প্রধান ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। একটা, কলিয়ারী ক্রয় ব্যাপারে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ যে সৎ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত অদ্ভুত। এ ষ্টেটের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহাকে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। শুদ্ধ সত্যের প্রেরণায় শ্রীমান এই ব্যাপারে যে রিপোর্ট করে, তাহাতে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার

স্বর্গীয়া দূর্গামণি, স্বামী ৺মাধবচন্দ্র রাহা,
গ্রন্থকারের কাকিমাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

ধীরেনের প্রতি প্রতিহিংসা লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সত্যনিষ্ঠ মহারাজ তাঁহার এই তরুণ বাঙ্গালী কার্য্যকারকের সত্যনিষ্ঠার অবজ্ঞা করেন নাই। তিনি শ্রীমানের কৃত ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়া ন্যায় ও সাধুতার পুরস্কার দিয়াছেন। ইহাই শ্রীমানের পরিচয় এবং ইহাই তাহার পিতৃদত্ত শিক্ষা। শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের ষড়যন্ত্র বিফল হইয়া গেল। শ্রীমান ধীরেনের বয়স বর্ত্তমানে ৩৮।৩৯ বৎসরের বেশী হইবে না। এই সুপুত্রের শুদ্ধ জীবনের পবিত্রতা দেখিয়া আমি চক্ষু বুজিতে পারি, ইহাই আমার ইষ্টদেবতার নিকট একমাত্র প্রার্থনা।

ধীরেনের বিবাহ আমি ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অটল বিহারী বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণী সহিত দেই।

ধীরেনের কনিষ্ঠ বীরেন অল্প বয়সেই মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিয়াছে।

উপেন্দ্র নাথের তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজবালার সহিত পাজিয়া নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ বসুর পুত্র সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সুরেন্দ্র বর্ত্তমানে মধুপুর ষ্টেশনে রেল বিভাগে কার্য্য করেন। মধ্যমা সরযূ বালার বিবাহ হয় শ্রীপুর বনগ্রাম নিবাসী ৺কালীচরণ বসুর পুত্র মণিলালের সহিত। মণিলাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. এবং বিশেষ সুদক্ষ কর্ম্মী পুরুষ। কলিকাতায় কারবার করিয়া স্বচ্ছলে দিনযাপন করিতেছেন। কনিষ্ঠ সুরমার বিবাহ দাদা জীবদ্দশায় দিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে আমরা চেষ্টা করিয়া প্রসিদ্ধ ন'পাড়ার ঘোষ বংশে শরৎলাল ঘোষের পুত্র শ্রীমান ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত দেই। এই বিবাহে আমাদের বিস্তর অর্থ ব্যয় হয়। সেই অর্থের অধিকাংশই শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ দিয়াছিল।

আমাদের কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র আঠার বৎসর বয়সেই লোকান্তরিত হয়। পূর্ণচন্দ্র বিশেষ মেধাবী, মধুরস্বভাব, বলিষ্ঠ ও সুরূপ বালক ছিল। তাহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত নলধা গ্রাম শোকাহত হইয়াছিল।

পিতার মধ্যম পুত্র আমি। আমার জীবনের সুখ দুঃখের দু' চারি কথা উপসংহারে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আমি কলিকাতা শ্যাম পুকুর নিবাসী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রীর পাণিগ্রহণ করি। বর্ত্তমানে আমার পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জীবিত আছে।

অতঃপর রাহা বংশের অন্য শাখার বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পূর্ব্বোক্ত ৺গোপীনাথের পুত্র কালীচরণের দ্বিতীয় পুত্র রামবল্লভের দুই পুত্র জয়নারায়ণ ও শিবপ্রসাদ। জয়নারায়ণের তিন পুত্র রামকুমার, বিশ্বনাথ ও শম্ভুনাথ এবং শিবপ্রসাদের দুই পুত্র গুরুপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ। ইহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে দেওয়ালিয়া বাড়ী ও পশ্চিমের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। স্বর্গীয় জয়নারায়ণের শাখায় গঙ্গাধর রাহা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি তৎকালের বংশের জ্যেষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সহোদর এবং জ্যাঠাত ও খুড়াত ভাইদের লইয়া নলধা গ্রামে সকল বিষয়ে নেতৃত্ব করিতেন। ইহারই পুত্র স্বনামধন্য রাহাকুল-তিলক রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা। গঙ্গাধর রায়েরকাটী বসু বংশে বিবাহ করেন। গঙ্গাধরের চারি পুত্র, মতিলাল, রসিকলাল অমৃতলাল ও রমানাথ। মধ্যম রসিকলাল ভিন্ন ইহারা সকলেই তৎকাল প্রচলিত ইংরাজী লেখা পড়ায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার একবারে বাল্যাবস্থা। দেশে স্কুল কলেজ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। গঙ্গাধরকে পুত্রগণের ইংরাজী শিক্ষার বন্দবস্থ করিতে ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক গঙ্গাধরের পুত্রেরা কালোচিত লেখা পড়া শিখিয়া সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট অর্থ ও সম্ভ্রম অর্জ্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। রায় বাহাদুর অমৃতলালের [illegible] ভাবে দেওয়ার ইচ্ছা

গঙ্গাধর তাহার পুত্রকন্যাগণের বৈবাহিক কার্য্য দেশের প্রধান প্রধান সমাজে প্রধান প্রধান স্থানেই দিয়াছিলেন। অমৃতলাল বিবাহ করেন পাঁজিয়ায় বিখ্যাত বসু বংশে, দেওয়ান রুক্মিণীকান্ত বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র ৺বিহারীলাল বসুর কন্যা শ্রীমতী সরস্বতীকে। রসিকলাল দামোদর গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ বংশের সূর্য্য কুমার ঘোষের কন্যা শ্রীমতী ভবতারিণীকে বিবাহ করেন এবং রমানাথ দেওঘর নিবাসী প্রসিদ্ধ ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতা অভয় চরণ বসুর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একমাত্র কন্যা শ্রীমতী তিনকড়ীকে বাঘুটিয়া নিবাসী সহজ মুখোর অগ্রগণ্য ৺কৃষ্টচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের খুড়াত ভ্রাতার পুত্র নিধিরাম ঘোষের সহিত বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা এই যে, নিধিরাম অকালে একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শরৎ কুমারীকে জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। শরৎ কুমারী আমাদের ভাগ্নেয়ী হইতেন। ঐরূপ সুশীলা, সচ্চরিত্র ও নির্ম্মল প্রকৃতির কন্যা রাহা বংশেও কম জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রায় বাহাদুর তাঁহার এই ভাগ্নেয়ীটীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। খুলনার নিকটবর্ত্তী বাশিয়াখামার নিবাসী রায় বংশের শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ রায়ের (বি, এ) সহিত শরতের বিবাহ দিয়াছিলেন। অঘোরনাথ বিদ্যা বুদ্ধি ও ধনে মানে খুলনা জেলার মধ্যে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অমূল্য চরণ বি, এল,. পাশ করিয়া খুলনাতেই ওকালতী করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

এই স্থানে অত্রত্য সামাজিক অবস্থার বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। বাংলার পল্লীতে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের গৃহস্থ পরস্পর সখ্য ও একতা সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। প্রাচীন কালে এই পল্লী-সমাজের বিশেষ গৌরব ছিল। এই পল্লী সমাজের উপরই গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল উন্নতি অবনতি নির্ভর করিত। এই সকল সমাজে প্রধান ব্যক্তিরা ছিলেন সমাজপতি। তাঁহাদের কার্য্য মানিয়া, সম্মান সমীহ করিয়া আর দশজন চলিত। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বারুজীবী, মালাকর, কর্ম্মকার, তাঁতী, নমঃশূদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় তাহাদের সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এই একই সমাজ ভুক্তভাবে বাস করিত। এক সম্প্রদায়ের অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ছিল না। গ্রামে যাঁহারা ধনে মানে আচারে বিদ্যা বুদ্ধিতে প্রধান, তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই সকলে চলিত।

নলধা গ্রামে রাহা বংশই এই প্রধানের পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রামবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল, সুখ সুবিধার চিন্তা করিতেন। সকলেই নিজ নিজ সুখ দুঃখের কথা, অভাব অভিযোগের কথা তাঁহাদের কাছে জানাইয়া প্রতীকার পাইত। রাহা বংশের ৺ভুবনেশ্বর রাহা, রামলোচন, প্রাণনাথ, গঙ্গাধর রাহা ও মহিমাচন্দ্র রাহা প্রভৃতি মহাপুরুষগণের পুণ্যস্মৃতি এখনও নলধা বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসিগণ ভুলিয়া যায় নাই। রাহা বংশীয়েরা নলধায় অধিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে নানা স্থান হইতে ভদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ আনিয়া বসতি করাইতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে নলধার যে সমস্ত ঘোষ বসু মিত্র প্রভৃতি কুলিন কায়স্থগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারা প্রায়ই এই রাহা বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহাদেরই আশ্রিত। বর্ত্তমানে অবশ্য পল্লী সমাজের সে সার্থকতা নাই, সে মর্য্যাদাও নাই।

যাহা হউক, ঘাটভোগ, সৌতোগ, নলধা, মূলঘড়, রাজপাঠ প্রভৃতি [illegible] সমাজ গঠিত হইল। এই সমাজে [illegible] ঘোষই [illegible] পুরাতন বনিয়াদি বংশ বলিয়া দম্ভ করিবার

প্রথা সেই প্রাচীন কাল হইতে এখনও পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বর্ত্তমান আছে। মূলঘড়ের ঘোষ মহাশয়েরা নলধার রাহাদিগকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। দুইটী সমশক্তিশালী বংশ বা পরিবারে এরূপ বিসম্বাদ যেন প্রকৃতির নিয়ম। রাহা বংশ যতই মানে প্রতিষ্ঠায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন, ঘোষ বংশ ততই ইহাদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ জমিদার সরকারে রাহাদিগের সম্মান খাতির অধিকতর ছিল বলিয়া ঘোষ মহাশয়দিগের বিদ্বেষের বেশী কারণ ছিল।

বল্লালী রীতি অনুসারে মৌলিক কায়স্থগণ কুলিন কায়স্থগণের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেই কুলগৌরব লাভ করেন। রাহা বংশ দেশের প্রধান প্রধান কুলীন বংশের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করিতে লাগিলেন। ৺ভুবনেশ্বর রাহা নবরঙ্গ কুল করিয়া গোষ্ঠিপতির সম্মান লাভ করিলেন। বাঘুটিয়া, জঙ্গলবাধাল, পাঁজিয়া, মাহিনগর, ন'পাড়া, রায়েরকাটি, রাংদিয়া, চিরুলিয়া, নওয়াপাড়া পিলজঙ্গ, প্রভৃতি দেশস্থ প্রধান প্রধান সমস্ত কুলিন বংশেই রাহা বংশের সম্বন্ধ হইল। ইহাতেই যেন মূলঘড়ের ঘোষ বংশ অধিকতর ঈর্ষাকুল হইয়া উঠিলেন। বহুদিন তাঁহারা নলধার রাহাদিগের সঙ্গে সমাজ-বন্ধ হইতে অস্বীকৃত থাকেন। বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াও, ইহারা নলধার সমাজে যোগ দেন নাই।

এই সময়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা লইয়াও মূলঘড়ের সঙ্গে নলধার মনোমালিন্য ঘটে। নলধা ও মূলঘড়ের মিলিত শক্তিতেই খড়রিয়া মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই বিদ্যালয় ছিল। মূলঘড়বাসীরা অবশেষে বিদ্যালয়টী সেখান হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজ গ্রামের ভিতরে এণ্ট্রেন্স স্কুল খুলিয়া দেন। ইহাতে নলধাবাসীরা বাধ্য হইয়া নিজ গ্রামে আর একটী স্কুল করিতে বাধ্য

হয়। এই ব্যাপার লইয়া নলধাবাসীর সঙ্গে মূলঘড়বাসীর দীর্ঘকাল মনোমালিন্য চলিতে থাকে।

সুখের বিষয়, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহার অপরিসীম ধৈর্য্যে, সৌকর্য্যে, মহত্বে ও নিরহঙ্কার বিনয়ে 'এই মনোমালিন্য বর্ত্তমানে দূর হইয়াছে। রায় বাহাদুর নলধা মূলঘড়ে প্রীতি-স্থাপন করাইয়া সমগ্র পরগণার মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামের প্রাচীন রাস্তা ঘাট ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির কথা এস্থলে কিছু বলা আবশ্যক।

বর্ত্তমানে আলাইপুর হইতে ভৈরবের উত্তর পার দিয়া একটী রাস্তা দেবীর বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহা এক্ষণে খুলনা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের দ্বারা সংস্কৃত হইতেছে। এই রাস্তাটী পূর্ব্বে মৌভোগের খাল হইতে সৈয়দ মহাল্লা পর্য্যন্ত '৺গঙ্গাধর রাহা মহাশয় বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ইহা গঙ্গাধরের রাস্তা বলিয়াই অভিহিত ছিল। আর একটী রাস্তা সরাসরি রাহাপাড়া হইতে কতকটা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসিদ্ধ শিববাড়ী ভৈরবনদ পর্য্যন্ত আসিয়াছে; ইহা রাহা বংশেরই রাস্তা। বর্ত্তমানে ইহা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ান বোর্ডের তত্ত্বাবধানে গিয়াছে।

স্বর্গীয় রামধন রাহার (লেখকের পিতামহ) বৃহৎ পুষ্করিণীই ছিল তদানীন্তন নলধাগ্রামের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জলাশয়। ঐ পুষ্করিণীর ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল জল কুত্রাপি দেখা যায় না। প্রায় দুইশত বৎসর ঐ জলাশয়ের জলেই লোকের তৃষ্ণা নিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়াছে।

বহু পুরাতন হইলে অবশেষে গ্রীষ্মকালে যখন পুকুরে অতি অল্প মাত্র জল থাকিত, তখনও লোকে বাটী কাটিয়া কলসিতে তুলিয়া জল লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিত। সম্প্রতি লেখক সেই পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্বর্গীয় পিতামহের পুণ্য স্মৃতির পূজা করিয়াছে। পুষ্করণীর ঘাটও বাঁধান হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন গ্রামে ভঞ্জ চৌধুরীদিগের পুকুর, রায় চৌধুরীদিগের পুকুর, ঘোষ মহাশয়দিগের ও বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের পুকুর বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমানে গ্রামে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যেও পুষ্করিণী হইয়াছে, এবং কয়েকটী টিউবওয়েল বসিয়াছে। সুতরাং নলধা গ্রামে এখন আর কোনওরূপ জলকষ্ট নাই বলিতে হইবে।

চিকিৎসার কথা বলিতে গেলে, এ অঞ্চলে পূর্ব্বে ডাক্তারী ঔষধ কেহ খাইত না। আয়ুর্ব্বেদীয় কবিরাজী চিকিৎসায় এদেশ বাসীর সমধিক শ্রদ্ধা ছিল। মূলঘড়বাসী ৺প্রাণনাথ রায় ৺দেবীচরণ সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈদ্য কবিরাজ ছিলেন। নলধার চন্দ্রকান্ত মিত্র মহাশয়ও তাঁহাদেরই সমকক্ষ সুবিজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলন হইতে থাকে। পূর্ব্বে লোকের রোগ পীড়াও সামান্য ছিল, চিকিৎসার আবশ্যকতাও কদাচিৎ হইত। যখন ডাক্তারী চিকিৎসার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আসিতে লাগিল, জানকী রায়, ক্ষীরোদ ঘোষ ডাক্তারী পাশ করিয়া দেশে চিকিৎসাব্যবসা করিতে আইসেন, তখন আমি ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করি। কিছুকাল এলোপ্যাথি পড়িয়া পরে হোমিওপ্যাথি এম, বি, পাশ করিয়া চিকিৎসা করিতে থাকি। আমার স্বর্গীয় দাদা মহাশয়ের এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, চিকিৎসা দ্বারা জনসাধারণের উপকার করাই মনুষ্যত্ব। পরে শিববাড়ীতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় বসিলে, আমি চিকিৎসা ব্যবসায় ছাড়িয়া

জমিদার সরকারের চাকরী গ্রহণ করি। এক্ষণে উক্ত শিববাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে গ্রামবাসী বিশেষ ভাবে উপকৃত হইতেছে। এই শিববাড়ী দাতব্য চিকিৎসালয় স্বর্গীয় রায়বাহাদুর অমৃতলালেরই কীর্ত্তি।

এখন শিক্ষার কথা বলিব। খুলনা জেলাটী নূতন এবং ক্ষুদ্রায়তন হইলেও শিক্ষা বিষয়ে এই জেলা বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই জেলায় বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষা অতি দ্রুতগতিতে চলিতেছে। বিশেষতঃ খুলনার পূর্ব্বাংশে ভৈরবের দুইকূল দিয়াই উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সারি চলিয়াছে। খুলনা হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫ মাইল মধ্যে ১৭টী উচ্চ ইংরাজী স্কুল ও একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ বিদ্যমান। ইহাই এতদঞ্চলের শিক্ষার প্রতি সমাদর প্রমাণিত করিতেছে। নলধা ভদ্রপল্লী, এখানেও শিক্ষার প্রতি সমাদর আবহমান কাল হইতে প্রচলিত ছিল।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে এদেশে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা ছিল, তাহাতে সুদক্ষ গুরুমহাশয়গণ ছাত্রদিগকে বাংলা লিখিতে পড়িতে শিখাইতেন। সেই যে, "আঁকুড়িয়া ক," "বকঠুটে খ" প্রভৃতি এদেশ প্রচলিত অক্ষর পরিচয় শিখাইবার রীতি ছিল, তাহা বর্ত্তমান প্রচলিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিল না। শুভঙ্করীর নামতা, কাকনামতা, জমির কালি, মণকষা প্রভৃতি হিসাবের আর্য্যা বা শ্লোক সমূহের ন্যায় সহজ আঁক কষিবার প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বাংলার পল্লীতে এইরূপে অল্প বয়স্ক বালকগণ প্রাথমিক বিদ্যা অর্জ্জন করিত। আমাদের নলধা-গ্রামে ইত্রিতুল্যা গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও শশী বসু গুরু মহাশয়ের পাঠশালা এই দুইটী পাঠশালায়ই এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হইত। পার্শি শিখিবার জন্ত পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান পল্লী সৈয়দ মুহাল্লায় মক্তব বসিত। তখন পার্শি শিক্ষার সমধিক প্রচলন ছিল। রাহা বংশের পূর্ব্ব-পুরুষ

রামলোচন রাহা, পীতাম্বর রাহা, মহিমাচন্দ্র রাহা, গৌরীনাথ রাহা প্রভৃতি পার্শি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। আমার পিতাঠাকুর ৺মহিমাচন্দ্র রাহা পার্শি বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া জানা যায়। যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট উনন সাহেব তাঁহাকে Translator (মুন্সী) এর পদ দিতে চাহেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। যাহা হউক, যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে খড়রিয়া পরগণায়ই প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়। মূলঘড় ও নলধার গণ্যমান্য প্রধান লোকের চেষ্টায় এবং খড়রিয়ার জমিদার স্বর্গীয় ভবানীপ্রসাদ রায় চোধুরী মহাশয়ের সাহায্যে দুই গ্রামের মধ্যস্থলে মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এতদঞ্চলে ওরূপ ইংরাজী বিদ্যালয় আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তখনকার কালের মাইনব বা মধ্যইংরাজী শিক্ষা বর্ত্তমান কালের ম্যাট্রিকুলেশন ষ্ট্যাণ্ডার্ড অপেক্ষাও উন্নত ছিল বলিতে হইবে। ইহাতে বাংলা ভাষা সুন্দর ভাবে শিখিতে হইত, ছাত্রদিগকে ব্যাকরণের অলঙ্কার পর্য্যন্ত পরীক্ষা দিতে হইত। পাটীগণিতের অতি জটিল আঁক কষিতে হইত। তাহা ছাড়া পদার্থবিদ্যা, স্বাস্থ্যরক্ষা, ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষা করিতে হইত। সঙ্গে ইংরাজী ভাষাও বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিতে হইত।

মধ্যইংরাজী বা মধ্যবাংলায় পাশ করিতে পারিলে মোক্তারি পড়িবার অধিকার পাইত। এই পরীক্ষা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মতন ছাত্রদিগকে জেলার সেণ্টারে গিয়া দিতে হইত। তখনকার কালের মাইনর ছাত্রবৃত্তি পাশ দুই একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও বিদ্যমান আছেন। তাহাদিগকে বর্ত্তমান কালের গ্রাজুয়েট অপেক্ষা সুপণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক, কালে মূলঘড়ের কর্ত্তারা চতুরতা করিয়া খড়রিয়া মাইনর স্কুলটি সরাইয়া নিজগ্রামে লইয়া যান এবং উক্ত বিদ্যালয় উচ্চ ইংরাজী

বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। ইহাতে নলধাবাসিগণের সঙ্গে মূলঘড়বাসীর বিশেষ মনোমালিন্য ঘটে। নলধাবাসীও তখন একটী মধ্যইংরাজী স্কুল খুলিয়া দেন।

এই সময়ে নলধা গ্রামের উপর বিধাতার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়ে। পবিত্র দেবস্বভায় স্বর্গীয় মহাপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত নলধা মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আইসেন। সুদূর শ্রীহট্ট জেলায় ছিল এই মহাত্মার বাড়ী। কিন্তু ইহাঁর পবিত্র জীবনের কার্য্যক্ষেত্র হইল নলধায়। সুরেন্দ্র নাথ আসিয়া নলধা মাইনর স্কুলটী এতদঞ্চলের মধ্যে প্রধানতম মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের উকিল সাতবাড়িয়া নিবাসী বঙ্কুবিহারী মল্লিক, অনুকূলচন্দ্র রাহা ডিষ্ট্রিক্‌ট্ পোষ্ট মাষ্টার, অশ্বিনীকুমার ভঞ্জ চৌধুরী পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর, রাইচরণ বিশ্বাস মোক্তার, মোক্তাদের সরদার, বিপিনবিহারী বসু, সতীশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষ ইঞ্জিনিয়ার রজনীকান্ত মিত্র. বি. এ, রাংদিয়ার বিহারীলাল ঘোষ মোক্তার, হরসিত দত্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, ইন্দুভূষণ ঘোষ মোক্তার প্রভৃতি বহু কৃতবিদ্য কৃতিব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এইস্থানে একটী বিশেষ ঘটনার কথা বলিতে হইতেছে। তখনও নমঃসূদ্র প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষার পথ এতদূর সুগম হয় নাই। এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উচ্চতর সম্প্রদায়গণ বিদ্যালয়ে একাসনে বসিতে দিতে আপত্তি করিত। রাইচরণ বিশ্বাস নামে একজন নমঃসূদ্র ছাত্র শিক্ষালাভের জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়াও আশ্রয় পান নাই। মূলঘড় স্কুলে তিনি স্থান পাইলেন না। স্বর্গীয় সাম্য-প্রাণ সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া স্কুলে স্থান দিলেন, তাঁহারই অনুপ্রেরণায় নলধার রাহাদের প্রজা নমঃসূদ্র বাড়ীতে তাহার বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল। রাইচরণ নলধা মাইনর স্কুল হইতে বিশেষ কৃতিত্বের সজে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তাহারই পরে খড়রিয়া উচ্চ ইংরাজী স্কুলের তদানীন্তন হেড মাষ্টার উদারধর্ম্মী শ্রীযুক্ত

শ্রীমান রাইচরণ বিশ্বাস,

মোক্তার, বাগহাট।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহী বংশাবলী" জন্য।

নেপালচন্দ্র রায় নিজ বাড়ীতে রাইচরণকে বাসা দিয়া, তাহাকে এণ্ট্রেন্স পড়িবার সুযোগ দেন। সে সময়ে ইহা লইয়া মূলঘড় সমাজে কিছু তরঙ্গ উঠিয়াছিল, কিন্তু মহাপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথের মহান আদর্শই জয় লাভ করিয়াছিল। এই রাইচরণ এক্ষণে বাগেরহাটের প্রবীন মোক্তার। ইনিই এতদ্দেশে নমঃসূদ্র সমাজের প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তি। সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, স্বর্গীয় মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথের আনুপ্রেরণায় আমাদের নলধা গ্রামেই এ অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার পথ সুগম ও পরিষ্কৃত হয়। ক্রমে দেশ বিদেশ হইতে আরও নমঃসূদ্র আসিয়া নলধা স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া গিয়াছে। যাহা হউক তখন নলধা গ্রামের অভয়াচরণ রাহা ও উপেন্দ্রনাথ রাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পাশ করিয়াছেন; এবং বহু ছাত্র কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেছে। স্বর্গীয় রায়-বাহাদুর অমৃতলাল রাহা পাশ করিয়া খুলনায় ওকালতিতে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন, এবং ডিষ্ট্রিক্‌বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রূপে বোর্ডে কর্ত্তৃত্ব করিয়া বিশেষ সম্মান এবং যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। এই সময়ে আমরা নলধা মাইনর স্কুলকে এণ্ট্রেন্স করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসি। তিনি আমাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন না। রায়-বাহাদুর দাদাও ইহাতে ঐকান্তিক মনোযোগ করিলেন।

প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ দেশনেতা অধ্যাপক ললিতমোহন দাস আমাদের ধরাধরিতে স্কুলের হেডমাষ্টার হইতে স্বীকৃত হইলেন। ইনি তখন বরিশাল কলেজের প্রফেসারের নিয়োগ পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের উপর ঐকান্তিক অনুকম্পাবশতঃ তাহা উপেক্ষা করিয়া সুরেন্দ্র নাথের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। একরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ হইল। তখন মূলঘড়বাসীরা ইহাতে বিশেষ ভাবে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। তাঁহারা কৌশল করিয়া মানসায় আর একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়

বসাইলেন। ৩ মাইলের মধ্যে তিনটী এণ্ট্রেন্স স্কুল পাশা-পাশি স্থাপিত হইল। এই স্কুল স্থাপনে নলধাবাসী ভদ্রলোকগণ বিস্তর পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এক এক বাড়ীতে ৫।৭টী করিয়া ছাত্রের বাসা দিলেন। স্বর্গীয় অমৃতলাল রাহা রায়-বাহাদুর, উপেন্দ্রনাথ, অভয়াচরণ কেশবলাল, তারকনাথ এবং দক্ষিণ পাড়ায় যদুনাথ সিংহ, ৺প্রসন্নকুমার দত্ত, ৺অম্বিকাচরণ রায়, ভবানীচরণ রাহা ৺চন্দ্রকান্ত মিত্র, বরদাকান্ত রায় প্রভৃতি ইহার জন্য ঐকান্তিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই বিদ্যালয় এক্ষণে বিস্তৃত পাকা বাড়ীতে সগৌরবে বহু ছাত্রের শিক্ষা বিষয়ে ব্যবস্থা করিতেছে। ইহারই অবলম্বনে বর্ত্তমানে নলধা, কামটা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বহু বি. এ. এম. এ. শিক্ষিত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

এইখানে একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিবার আকাঙ্ক্ষা সংবরণ করিতে পারিলাম না। এদেশে যতগুলি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই ভাল মধ্য-ইংরাজী স্কুল হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। সরকার হইতে যখন মধ্য-ইংরাজী স্কুলের সেণ্টার পরীক্ষা উঠিয়া স্কুল ফাইনালে পরিণত হইল, এবং মধ্য-ইংরাজী শিক্ষায় আর মোক্তারী পরীক্ষায় অধিকার রহিল না, তখন দেশবাসীর মধ্য-ইংরাজী স্কুলের প্রতি আর সমাদর রহিল না। কিন্তু আমাদিগের এতাবৎকালের অভিজ্ঞতায় যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে সেই পূর্ব্বকালের মধ্য-ইংরাজী ষ্ট্যাণ্ডার্ডের শিক্ষায় যেরূপ ভাবে মানুষ গড়িয়া উঠিত, এখনকার ম্যাট্রিক স্কুলে তেমনটী যেন হইয়া উঠে না। এখনকার ম্যাট্রিক স্কুলে যেরূপ দেখিতে পাই, ছাত্রেরা একটু ইংরাজী তর্জ্জমা করিতেই শিখে, কিন্তু জড়বিজ্ঞান বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের অতি সাধারণ সহজ তথ্য গুলি তাহাদের বিজ্ঞাত থাকে না। এখনকার কলেজ পাশ করা ছেলেরাও জোয়ার ভাটার নৈসর্গিক কারণ বা মৌসুম বায়ুর হেতু কি ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শুনা যাইতেছে বিশ্ববিদ্যালয় নাকি এক্ষণে

বাংলা-ভাষার সাহায্যেই ম্যাট্রিক স্কুলের সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষা দিবেন, এবং ম্যাট্রিক ছাত্রদিগকে জড়-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান শিখাইবার ব্যবস্থা হইবে। ইহা সুখের কথা সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, নলধার মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই গ্রামে সর্ব্ববিধ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। সেই সেবা-ধর্ম্মপ্রাণ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে গ্রামবাসিগণ সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসিলেন তাঁহার সহযোগী দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন। ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতার মূক-বধির বিদ্যালয়ের (Deaf and dumb) দ্বিতীয় শিক্ষক এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য। রেবতী বাবু ছিলেন অতিবড় ভক্ত সাধক। তাঁহার সুকণ্ঠের কীর্ত্তন গানে নরনারী ভাবপুলকিত হইয়া উঠিত। আর আসিয়াছিলেন সেই মাইনর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত পোনা-বালিয়া নিবাসী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু। এই সকলের সম্মিলনে নলধা গ্রাম যেন নূতন জীবন পাইল। তখন নলধার বালক, যুবক, ছাত্রগণের সদাচার সদনুষ্ঠান এতদঞ্চলের আদর্শ হইয়া উঠে।

এই সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় ও দেশের প্রধান প্রধান শিক্ষিত যুবকের সহযোগে যশোহর খুলনা সম্মিলনী গঠিত হয়। উহাতে বালক বালিকাদিগের নীতি পরীক্ষা, ব্যায়াম পরীক্ষা প্রভৃতির বিধান হয়। এই যশোহর খুলনা সম্মিলনী এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার কল্পে বিস্তর কাজ করিয়াছে এবং যুবকদিগের চরিত্র গঠনেও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। "সখা ও সাথী" নামক মাসিক পত্র এই সম্মিলনীর মুখপত্র ছিল। আচার্য্য পি. সি. রায়ের ইহা প্রথম জীবনের অনুষ্ঠান। স্বর্গীয় দাদা মহাশয় উপেন্দ্রনাথ রাহা ইহার সহকারী সম্পাদক হইয়া প্রতিবৎসর বালক বালিকাদিগকে নীতি-পরীক্ষা দেওয়াইতেন। প্রতিবৎসর বালক

বালিকারা যোগ্যতানুসারে বৃত্তি পাইত। এই সম্মিলনীর ফলে তখন অনেক চরিত্রবান্ যুবক গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমে নলধা গ্রামে নিম্নলিখিত সদনুষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠে।

১। **সুনীতি সঞ্চারিণী সভা**—৺কুমার কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক এই সভার সৃষ্টি করেন।

২। **বালক সমিতি,**—এই সভা ৺মহিমাচন্দ্র রাহার বাড়ীতে মণ্ডপের পোতার উপর অনাবৃত স্থানে (open air meeting) বসিত। প্রতি শনিবারে, সভার অধিবেশন হইত। পরে ইহা নলধা স্কুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। স্কুলের সমস্ত ছাত্র এবং বাহিরের ছাত্রগণও এই সভার মেম্বর হন। সুপ্রসিদ্ধ ঋষি রাজনারায়ণ বসু, খুলনার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বি. দে; সিবিল সার্জ্জন কে. ডি. ঘোষ, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, বরিশালের মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং Rev. A. Jewson প্রভৃতি বঙ্গের প্রধান প্রধান স্বদেশ সেবক নেতা এই বালক সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সমিতি যেমন এক দিকে নলধার ছাত্র যুবকদিগের নৈতিক জীবন গঠন করিয়াছে, সেই সঙ্গে তদানীন্তন ছাত্রদিগকে সুবক্তা, সুলেখকও করিয়া দিয়াছে। এই সভায় আমাদিগকে প্রবন্ধ লিখিয়া পড়িতে হইত বা বক্তৃতা করিতে হইত। এই বালক সমিতি বর্ত্তমান অকৃতী লেখকের হৃদয়ে যে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্কল্পের ছাপ দিয়াছিল,—সেই বাল্যবয়সের ছাত্র জীবনে, পরে কর্ম্ম জীবনের বিবিধ বিশৃঙ্খল স্রোতে পড়িয়াও তাহা একবারে মুছিয়া যায় নাই। এই সমিতির সাহায্যে যে কিছু ভাষাজ্ঞান সদ্বাসনা জাগিয়াছিল, তাহারই অবলম্বনে আমি কবিবর রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলাম। সেই ছাত্র জীবনেই আমি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাধনা পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে সাহসী হইয়াছিলাম। পূর্ব্ব কথিত আমাদের নমঃসূত্র ভ্রাতা রাইচরণ বিশ্বাস এই সমিতির মেম্বর ছিলেন এবং তিনি

সভায় প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন। এই ব্যলক্ষ্য সামাজ নলধা গ্রামের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। **সুরেন্দ্রনাথের গণেশের দল** বা সেবক সমিতি। এইটী ছিল মাষ্টার মহাশয়ের একটী অভিনব কল্পনা। গণসেবা ব্যতীত সেবা ধর্ম্ম সফল হয় না, সেবা-ধর্ম্মহীন মনুষ্য জীবন মরুভূমির মতন নীরস, কর্কশ, নিষ্ফল। সুরেন্দ্রনাথ পবিত্র গণ-সেবার বীজ যুবক-জীবনে অঙ্কুরিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই গণেশের দল গঠিত করেন। ইহাদের কার্য্য ছিল, আতুর পীড়িতের সেবা, শ্মশানের শব সংকার, ভোজ-যজ্ঞের বাড়ীতে সমস্ত আয়োজন উদ্যোগ। উৎসব ব্যসন সকল প্রকারেই ইহারা ছিল পল্লীবাসীর বান্ধব। ইহাদের জাতি ধর্ম্মের বিচার বিভেদ ছিল না। কত রোগী ইহাদের শুশ্রূষায় আরাম পাইয়াছেন! কত দীন ইহাদের কাছে ভরসা পাইয়াছেন! গ্রামে কলেরা প্রভৃতির মহামারি হইলে এই গণেশের দলই গ্রামের আতঙ্ক নিবারণ করিত। ইহারা সঙ্কীর্ত্তন করিত, গৃহে গৃহে হরির লুট দিত। অগ্রজ উপেন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশিয়া স্বর্গীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অনুপ্রেরণা পাইয়া এই গণেশের দল পরিচালিত করিতেন।

এখন পল্লীগ্রামে এরূপ গণেশের দল আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার যুবকগণ ফুটবলের মাঠে সিংহ বিক্রম দেখাইয়া থাকেন; কিন্তু প্রতিবাসীর প্রাঙ্গনে শব পড়িয়া থাকিলেও রাত্রিকালে শ্মশানে যাইতে সাহসী নন। এখন রোগীর বৈদ্য ডাকিবার লোক পাওয়া যায় না। রুগ্ন মুমূর্ষু সন্তানের রোগশয্যা পার্শ্বে মাতাকে একাকিনী বসিয়া থাকিতে হয়। কোনও ভোজ যজ্ঞের সময়ে কর্ম্মকর্ত্তাকে বেতন ভোগী ভৃত্য পাচকের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করাইতে হয়।

৪। **সুরেন্দ্রনাথের হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়**—দুস্থ ও দরিদ্রগণের চিকিৎসা

জন্য এই দাতব্য চিকিৎসালয় গঠিত হয়। কলিকাতায় তখন "দাসাশ্রম" নামে একটী প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, স্থানীয় উৎসাহী যুবক সীতানাথ রাহাকে সহকর্ম্মী করিয়া উক্ত দাসাশ্রম হইতে ঔষধ আনাইয়া দরিদ্র গণের চিকিৎসা বিধান করেন। গণেশের দল প্রতি গৃহস্থের গৃহ হইতে মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে সাহায্য করিতেন।

৫। **হরিসভা** ঃ—স্বর্গীয় হীরালাল রাহা মহাশয়ের বৈঠক-খানাতে এই ধর্ম্ম-মূলক হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বৈঠকখানার দালানে প্রতি শনি রবিবার সন্ধ্যার সময়ে এই সভার অধিবেশন হইত। হীরালালই ছিলেন ইহার স্থায়ী সভাপতি। রেবতী বাবু তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সুকণ্ঠে হরি-সঙ্কীর্ত্তন গান করিয়া সকলকে ভক্তি-বিগলিত করিয়া দিতেন। এই সময়ে গ্রামবাসী সাধারণ নর-নারী বালক বালিকাগণের পর্য্যন্ত চিত্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমুখী হইয়া পড়িয়াছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির প্রতি লোকের স্বভাবতই ঘৃণা হইয়াছিল। এমন দিন নলধা গ্রামের আর হয় নাই। নানা স্থান হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ আসিয়া এখানে কীর্ত্তন করিতেন।

৬। **কংগ্রেস সমিতি** ঃ—প্রাতঃস্মরণীয় বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সমিতির একটী শাখাও সুরেন্দ্রনাথ নলধা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নলধা হইতে প্রতি বৎসর কংগ্রেসে ডেলিগেট্ যাইতেন।

৭। **কবিরাজ চন্দ্রকান্ত মিত্রের হরির তোপের দল** ঃ—কবিরাজ চন্দ্রকান্ত মিত্র মহাশয় বিশেষ সুকবি ছিলেন। হরির লুটের গান ও কবিগান রচনায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার এই হরির গানের দল বহুদিন গ্রাম বাসীকে আনন্দ বিতরণ করিত।

৮। **লাইব্রেরী** ঃ—নলধা গ্রামে রাহা পাড়ায় আমাদের

বাহিরের আটচালা ঘরে "রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরী" নাম দিয়া আমি একটী সাধারণ পাঠাগারের সূত্রপাত করি। পরে কার্য্য-ব্যপদেশে আমাকে স্বদেশ ছাড়িয়া প্রবাসী হইতে হইলে ঐ পুস্তকাগারের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় না এবং উহার পুস্তক সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। পরে রায় বাহাদুরের গৃহে তাঁহার মাতার নামে "দিনমণি লাইব্রেরী" স্থাপিত হয়। কিন্তু উহা ছিল পারিবারিক লাইব্রেরী, পরে গ্রন্থকারের পুত্র ৺নির্ম্মলচন্দ্র, ৺হীরালাল রাহা মহাশয়ের পুত্র ৺অতুলচন্দ্র, এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ রাহা মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ রাহা পাড়ার দক্ষিণে বটতলাতে একটী পাবলিক লাইব্রেরী করার জন্য পরামর্শ সিদ্ধ করিয়া ৺সুখলাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে যে একখানি ঘর ছিল, উহা কিনিয়া লইয়া রাহাপাড়ার দক্ষিণে বটতলায় উঠান। এবং উক্ত গৃহে লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়। পুরাতন লাইব্রেরীর পুস্তক এবং কতকগুলা নূতন বই ৺কেশবচন্দ্র রাহার পুত্র বিমলচন্দ্র সংগ্রহ করিয়া দেন। পরে দেশী এবং বিদেশী লোকের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া তদ্দ্বারাও কতকগুলি পুস্তক খরিদ করা হয়। ইহার পরে ৺সুরেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেশচন্দ্র, কালাচাঁদ বসু ও মণীন্দ্র ঘোষ ইহাতে যোগদান করেন। ইহার পরে শ্রীমান দেবেন্দ্রের বিবাহের যৌতুক ১০০৲ একশত টাকা এই লাইব্রেরীতে দেবেন্দ্রনাথ দান করায় সকলের উৎসাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। দেবেন্দ্রনাথের এই মহত্ত্ব ও ত্যাগ স্বীকার যুবকগণের অনুকরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ টাকার দ্বারা ৩টী আলমারী এবং কতকগুলি পুস্তক খরিদ করা হয়। ইহার পরে শরৎচন্দ্র রাহা (গ্রন্থকার) তাঁহার কলিকাতা বালিগঞ্জের বাড়ীতে যে একটী সুন্দর আলমারী এবং উহাতে যে সকল পুস্তক ছিল, তাহা সমস্তই এই লাইব্রেরীর উন্নতি কল্পে দান করেন। পরে তিনি কালী সিংহের সমগ্র মহাভরত খানিও লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ রাহা বেদ উপনিসদ প্রভৃতি

পুস্তক সকল ইহাতে দান করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে রায় বাহাদুরের বাড়ীতে যে "দিনমণি লাইব্রেরী" ছিল, উহার সমগ্র পুস্তক, একটী আলমারী এবং টীনের ঘর প্রস্তুত জন্য ১৭০০৲ টাকা, উহারা এই লাইব্রেরীতে দান করিয়া লাইব্রেরীর পুষ্টি সাধন ও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন। পরে আবার শ্রীমান গৌরগোপাল রাহা ভায়াও এই লাইব্রেরীতে ১০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। এখন সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ১৫০০ শত পুস্তক লাইব্রেরীর সম্পত্তি হইয়াছে। শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথই তখন লাইব্রেরীর প্রধান উদ্যোক্তা। বর্ত্তমানে "নলধা পাবলিক লাইব্রেরী" ইহার নামকরণ হইয়াছে। মোটের উপর স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে "রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরী" ও "দিনমণি লাইব্রেরী" এখন এই নব-প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীর সহিত মিলিত (amalgamated) হইয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

৯। **আমোদ প্রমোদ**—এই বিষয়ে নলধা গ্রামে পূর্ব্বে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই, যাত্রা থিয়েটারের দল কোন দিনই ছিল না। এক মাত্র চন্দ্রকান্ত মিত্রের হরির লুটের দল মাঝে মাঝে কীর্ত্তন ও কবিগানে গ্রামবাসীকে আনন্দিত করিত। বর্ত্তমানে নাগরিক সভ্যতা শিক্ষার অনুকরণে এখানে একটী ড্রামেটিক ক্লাবের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রাম্য যুবকগণ মিলিত হইয়া বৎসরের মধ্যে অবকাশ কালে থিয়েটার করিয়া গ্রামবাসী নরনারীকে আনন্দিত করিতেছেন। শ্রীমান্ সুধীন্দ্র নাথ রাহা বি. এ. সুলেখক, সাহিত্যিক ও নাট্যামোদী, তাঁহার রচিত "সমুদ্রগুপ্ত," "মহারাষ্ট্র" প্রভৃতি নাটক সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত ও প্রশংসিত। তাঁহার উৎসাহে গ্রাম্য যুবকগণ এই সকল নাটক ও বাগের হাটের প্রসিদ্ধ নাটককর নিশিকান্তের "বঙ্গেবর্গী," দেবলাদেবী ও শ্রীযুক্ত ডি. এল রায়ের বিবিধ নাটকের অভিনয় করিয়া গ্রামে নাট্যকলার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছেন।

১০। **বালিকা বিদ্যালয়**—নলধায় মাষ্টার স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে এই বিদ্যালয়টী রায় বাহাদুরের বাড়ীতেই স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে সকল গ্রাম বাসীর সুবিধার্থে গ্রামের মধ্যস্থল দক্ষিণ পাড়ায় মিত্র বাড়ীতে ও সিংহ বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়টী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতেই চলিতেছে এই বিদ্যালয় হইতে গ্রামের বহু বালক প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া কেহ কেহ বিচক্ষণ বিদুষী বলিয়াও বিখ্যাত হইয়াছেন। কেহ কেহ ডিষ্ট্রিক বোর্ড হইতে বৃত্তিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে খুলনা ডিষ্ট্রিকট্ বোর্ড বিদ্যালয়ে মাসিক ৪ টাকা করিয়া সাহায্য করেন।

১১। **হাট বাজার**—পূর্ব্বে নলধা গ্রামের শিরোভাগে প্রসিদ্ধ শিববাড়ীর সান্নিধ্যে শিববাড়ীর বাজার প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে অনেক বড় বড় স্থায়ী দোকান ছিল, এবং প্রত্যহ সকালে বাজার বসিত। এই বাজারেই নলধা, কামঠা গ্রামের দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম চলিত। কালক্রমে এই বাজার একরূপ উঠিয়া যায়। দূরবর্ত্তী মানসা ও ফকির হাটের বাজারেই গ্রামবাসীদিগের কাজকর্ম্ম চলিত। অবশ্য মানসা বা ফকির হাট-বাজার গ্রাম থেকে বিশেষ দূরে নয়। সুখের কথা, শিববাড়ীর বাজার বর্ত্তমানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বর্ত্তমানে এখানে কয়েকটী স্থায়ী দোকান চলিতেছে। কৈবর্ত্ত দাস মহাশয়েরা এই বাজারের উন্নতি কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, জমিদার পক্ষ হইতেও এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইতেছে।

১২। **পোষ্টাফিস**—স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নলধা ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামের উৎসাহশীল যুবকগণ চেষ্টা করিয়া এই পোষ্টাফিস স্থাপিত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইহা ভাল ভাবেই

নৈসর্গিক বিপ্লব—বঙ্গদেশের বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে ঝড় বন্যা ব্যতীত অন্যবিধ নৈসর্গিক বিপ্লব প্রায়ই ঘটে না। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির উপদ্রব[illegible] বাংলাকে বিপন্ন করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর অনাবৃষ্টির ফল। এই লোমহর্ষণ ভীষণ দুর্ভিক্ষ সময়ে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া দেহ মন পুলকিত হইয়া উঠে। পুরুষ পরম্পরায় শুনিতে পাই, ৺জয় নারায়ণ যাহা এই দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন। অনাহার-পীড়িত বহু লোককে তিনি প্রত্যহ নূন ভাত দিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা অক্লান্ত পরিশ্রমে দিন ভোর রান্না করিয়া সমাগত ক্ষুধিত জনকে আহার দিতেন।

তাহার পর ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে একটা ভীষণ ঝড় এই অঞ্চলের বিস্তর ক্ষতি করে। সে বিষয়ে একটা গ্রাম্য কবিতা প্রচলিত আছে।

বিশ্যুদ শুক্র শনিবার
কার্ত্তিক মাসে অবতার
ঝাপট হলো ভারি
অন্ধকারে ঘুরে বেড়াই
চক্ষে না দেখিতে পারি
ঘরদরজা ফেলে গেলো প্রভাতি রাতে।
খেজুর তেঁতুল আমের গাছ
বটবৃক্ষ আর বিলের মাছ
কত উড়ে গেছে,
মানুষ গরু [illegible] ভাসিয়েছে।

পরে আবার ১২৭৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসেও প্রবল ঝড় হয়। পরে ১৩১৬ ও ১৩২৬ সালের দুইটী প্রবল ঝটিকা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ১৩১[illegible] সালের ঝড় [illegible] জলে আশ্বিন শারদীয়

পূজার ৩ দিন পূর্ব্বে। সেই বৎসর শারদীয়া উৎসব অতি নিরানন্দের সঙ্গেই হইয়াছিল। প্রায় বাড়ীতেই মণ্ডপ পড়িয়া দেবী প্রতিমা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। কাঁচা ঘর প্রায়ই ছিল না। ১৩২৬ সালের ঝড় তদপেক্ষা ভয়ানক, ইহাও আশ্বিন মাসের ৭ই তারিখ ঘটে। এই ঝড়ে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃহপালিত পশু, গরু, মহিষ, জলে ভাসিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ আসিয়া উপস্থিত। সরকার হইতে রিলিফ কার্য্য চলে। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃগণের চেষ্টায়ও ঝাটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে বিস্তর সাহায্য বিতরিত হয়। এ দেশ নারিকেল, সুপারী, আম, কাঁটালের দেশ। ১৩২৬ সালের ঝড়ে নারিকেল সুপারী একরূপ নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ ঝড়ের পর সুপারী গাছের একরূপ মড়ক হইয়া, বাগান নিঃশেষে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। সেইজন্য এতদঞ্চলে বহু গৃহস্থ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। ১৩১০ সালেও এদেশে অজন্মা জন্য খাদ্য শস্য মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। টাকায় ৪ সের চাউল বিকাইয়াছে, তাহাতেও লোকের কষ্টের সীমা ছিল না।

অষ্টম অধ্যায়

নলধার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, রাহাবংশের কুলপুরোহিত।

ইহারা নলধা রাহাবংশের কুলপুরোহিত। এই বংশ রাহাবংশের ন্যায় দেশ মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান এবং ধনে মানে কুলেশীলে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত। ইহাদের চক দেওয়া দোতলা বাড়ী। পূজার প্রকাণ্ড দালান,এবং বসত বাড়ীর চতুর্দ্দিকে নাকারী ঘর ইত্যাদী ইহাদের ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ দিত। ইহাদের নাকারী ঘরে স্কুল বসিত। বাল্যকালে আমরা ঐ স্কুলে পড়িতে যাইতাম। আমার স্মরণ হয় এই বাড়ীর যে সকল পুত্র কন্যাগণ স্কুলে পড়াশুনা করিত, তাহারা আবার বাড়ীর মধ্যে নিয়া

যাইত এবং পুরোহিত ঠাকুরাণীরা নানা প্রকার খাদ্য দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করিতো। এই বংশের অতুল বাড়ুযো এবং অম্বিকা বাড়ুযো বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। অতুল বাড়ুযো নিজ জজমান রাহাদের [illegible] পুরুষ ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী পাড়ার লোক সকল তাঁহাকে বিশেষ ভয় এবং ভক্তির সহিত শ্রদ্ধা করিত। অম্বিকা বাড়ুযো খড়রিয়া স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন এবং দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন, তিনি এক সময় নলধা স্কুলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হয়েন। এই বংশে ৺রজনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালে ইহাঁর ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি নলধা গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে কেহ ছিল না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিত। তজ্জন্য তাঁহার বিদ্যা কার্য্যকরী হয় নাই। চাঁচড়ার রাজ বংশে এই ৺রজনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও আদর ছিল। উক্ত রাজাগণ ৺রজনীকান্তকে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। এই বংশে বর্ত্তমানে ইংরাজী শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র লালগোপাল কোআপারেটীভে চাকরী করিতেছেন। বর্ত্তমানে খগেন্দ্রনাথই বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। খগেন্দ্র শিক্ষিত ব্যক্তি; কিন্তু পূর্ব্বের কর্ত্তাদের ন্যায় পৌরহিত্য কার্য্য করিতে তাঁহার কোনরূপ আগ্রহ দেখা যায় না। ইহাদের বিস্তৃত ভূসম্পত্তি ছিল। ঐ সম্পত্তি ইহারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাদের বংশের লোক অনেক ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এক সময় এই বন্দোপাধ্যায় বংশে লোকে লোকারণ্য ছিল।

চক্রবর্ত্তী বংশ।

এই বংশে এখন [illegible] চক্রবর্ত্তী নামে একজন লোক জীবিত আছেন, তাহার [illegible] পুত্র সন্তান জন্মিয়া‌ছে [illegible]

৺কালিরত্ন ভট্টাচার্য্য, গুরুদেব, রাহাবংশ।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

নলধা রাহাবংশের গুরুঠাকুর বংশের পরিচয়।

আমাদের গুরু বংশের আদি পুরুষ কোটলীপাড়া পরগণার মাঝ বাড়ী গ্রামে আসিয়া প্রথম বাস করেন, তাঁহার আদি নিবাস ছিল কাশীধাম। কোটালিপাড়া গ্রাম বহু প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণদিগের শ্রেষ্ঠ সমাজ বলিয়া বঙ্গদেশে খ্যাত। এই কোটালিপাড়া পরগণায় যেমন বহু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বসতি আছে, তেমনি বহু পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে বেদ, ন্যায়, দর্শন ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করার জন্য চতুষ্পাঠি ছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বহু বিদ্যার্থী ব্যক্তি ও ছাত্র এখানে আসিয়া ঐ সকল টোল এবং চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের গুরুঠাকুর বংশের আদি পুরুষ ৺রঘুনাথ মিশ্র। তাঁহার আদি নিবাস ৺কাশীধাম হইতে কোটালিপাড়ার জ্ঞান আলোচনা সম্বন্ধে বিশেষ খ্যাতি শ্রবণ করতঃ, ন্যায় ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আগমন করেন। তিনি কাশী থাকা কালিন বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন, পরে কোটালিপাড়া আসিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি দেড়আনীর চৌধুরী বংশের শিবরাম ভট্টাচার্য্যের কন্যা প্রিয়ম্বদাকে বিবাহ করিয়া কোটালীপাড়া পরগণার মাঝবাড়ী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। প্রিয়ম্বদা অতিশয় বিদুষী ছিলেন। তাঁহার রচিত এবং নিজহস্তে লিখিত "শ্যামা রহস্য" এখনও মাঝ বাড়ীর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিগের গৃহে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। এই সময় তাঁহার একমাত্র পুত্র ৺শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺রঘুনাথ মিশ্র হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ছিলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকায় ক্রমে তাঁহারা এতদ্দেশের ভট্টাচার্য্য পদবী প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও পিতার নিকট বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বাৎপত্তি

লাভ করেন। তৎপুত্র ৺গদাধর সার্ব্বভৌম সংস্কৃত ভাষায় এবং সমস্ত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দিগ্ বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষের কোন মন্ত্র শিষ্য ছিল না। ইনি বিশিষ্ট শিক্ষিত এবং সম্মানী ব্রাহ্মণ দিগকে মন্ত্র শিষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতেই ক্রমে তাঁহার ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিগের নানা বিদ্যা ও নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়া ক্রমে বহু লোক তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৺গদাধরের পুত্র ৺কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য স্মৃতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র ৺রামসুন্দর ভট্টাচার্য্য অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি কঠোর তপঃ প্রভাবে সর্ব্বজন পূজিত হয়েন। ৺রামসুন্দরের পুত্র ৺চণ্ডীচরণ তন্ত্রশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। উক্ত চণ্ডীচরণের চারি পুত্র। নবকৃষ্ণ, গৌরমোহন, রামতনু ও আনন্দচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই যোগ ও তপোবলে বলিয়ান এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন ; জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়। মধ্যম গৌরমোহন, তৎপুত্র মদনমোহন। সেজ রামতনু। রামতনুর তিন পুত্র অম্বিকাচরণ, রাজকুমার বিদ্যারত্ন এবং চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য। অম্বিকাচরণের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হয়। মধ্যম রাজকুমার বিদ্যারত্ন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় পাঠক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তৎপুত্র বসন্তকুমার সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত। তিনি শান্তি স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে বিশেষ পারদর্শী। বসন্তের বর্ত্তমানে চারি পুত্র বামনদাস, হরিদাস, কালিদাস ও অনন্তকুমার। কনিষ্ঠ ৺চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যের এক মাত্র পুত্র ৺কালীরতন। কালীরতনের তিন পুত্র। মন্মথ, মণীন্দ্র ও মনোরঞ্জন। এই স্থলে, ৺চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যোগ[illegible] তান্ত্রিকতার অদ্ভুত শক্তি ও ক্ষমতার বিষয় কিছু না লিখিলে আমাকে [illegible] হইতে হইবে। আমি [illegible] [illegible] উপস্থিত [illegible] [illegible]

বাড়ী চলিয়া আইলেন এবং আমাকে মৃত্যুর কবল হইতে ফিরাইয়া আনেন। রায় বাহাদুর তাঁহার অদ্ভুত যোগবল এবং দৈবশক্তির অনেক পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তাহা তিনি সকলের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেন। রায় বাহাদুর এবং ৺ধনঞ্জয় রায় মহাশয়ের আর্থিক উন্নতির প্রধান সহায় এই চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় হইতেছেন। এবং তাঁহারই আশীর্ব্বাদে উঁহারা উভয়েই চিরদিন স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ইনি যাত্রাপুরের নিকট আক্ষরা গ্রামে স্বস্ত্যয়ন করিতে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। মৃত্যুর পর তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে দর্শন দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। ৺চন্দ্রকান্তের একমাত্র পুত্র কালী রতনও পিতার অনেক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। চণ্ডীচরণের কনিষ্ঠ পুত্র আনন্দচন্দ্র। আনন্দচন্দ্রের একমাত্র পুত্র কেদারনাথ। কেদারনাথের তিন পুত্র কালীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ এবং সুশীল। কালীকৃষ্ণ অপুত্রক, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অজিতকুমার। এই শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতাতে থাকিয়া সংস্কৃত এবং ইংরাজী শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করায় তাঁহার অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্ম এবং শাস্ত্রে দেখা যায় কোন শুভ কাজ করিতে হইলে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া শুভ কার্য্য আরম্ভ করিতে হয় এবং গুরুপদে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী দিয়া উহা শেষ করিতে হয়। আমিও এই মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আমার গুরুঠাকুর বংশের কথঞ্চিৎ পরিচয় আমার এই সামান্য গ্রন্থে বিবৃত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী বংশ।

এই বংশের বিদ্যাধর রায় চৌধুরী হইতেছেন আদিপুরুষ। তাঁহার তিন পুত্র, রামরাম, রাজারাম ও মহাদেব। রামরামের বংশ হইতে ভৈরবচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ প্রথম [illegible] বাস করেন,

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায় খড়রিয়ার জিলায় মেজ ম্যানেজার ছিলেন। উহাঁদের বংশাবলিও এইরূপ,—বিদ্যাধর, রামরাম, রঘুনাথ, রামরাম, রামহরি, ভৈরব, অম্বিকাচরণ, রামচন্দ্র, তৎপুত্র অজিতকুমার রামচন্দ্রের অন্য ভ্রাতাগণ ধীরেন্দ্রনাথ, কিরণচন্দ্র, নির্ম্মলচন্দ্র। মধ্যম লক্ষ্মণচন্দ্র অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়।*

রাহা পাড়ার মিত্র—৺জয়নারায়ণ রাহা নৈহাটী শ্রীরাম পুরের মদন মিত্রকে কন্যা দান করিয়া, বাড়ীর পার্শ্বেই মহাত্রাণে দিয়া বসতি করান। আমার পিতা ৺মহিমাচন্দ্রও ইহাদিগকে আরও কিছু জায়গা নাম মাত্র করে জমা দিয়া ইহাদের বসবাসের সুবিধ করিয়া দেন। মদনমোহনের পুত্র মহেশচন্দ্র। মহেশচন্দ্রের ৩ পুত্র, হরিচরণ, শুকলাল ও লালবিহারী। হরিচরণ ও লালবিহারীর বংশ নাই, কেবল মাত্র শুকলালের পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ জীবিত থাকিয়া এই বংশের ধারা রক্ষা করিতেছেন। ইনি পশ্চিম দেশে ভাল চাকরী করিয়া অবস্থার উন্নতি করিতেছেন।

রাহা পাড়ার ঘোষ—৺কিশোরচন্দ্র রাহার অধস্তন শঙ্কর রাহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ৺নীলমণি ঘোষ শ্বশুর গৃহেই বাস করেন। নীলমণির পুত্র গোপালচন্দ্র। গোপালচন্দ্রের ৩ পুত্র ও এক কন্যা। দুই পুত্রই অপুত্রক লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণধনের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে এই বংশের ধারা বজায় রাখিয়াছেন। ইনি ই আই রেল বিভাগে চাকরী করিতেছেন। গোপালচন্দ্রের কন্যা ভেজালীর ভোমরার বসু বংশে বিবাহ হয়। তিনি সেখানে পুত্র কন্যা লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। তাঁহার ছেলেরা বর্ত্তমানে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত।

---

* যশোহর খুলনার ইতিহাস ২য় ভাগ ৭২৮ পৃষ্ঠা।

রাহা পাড়ার বসু—ভুবনেশ্বরের পুত্র প্রাণনাথ রাহার কন্যা প্যারীমণিকে উত্তরপাড়া নিবাসী মুখ্যকুলীন রামলাল বসু বিবাহ করেন এবং শ্বশুর গৃহে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র অমৃতলাল। অমৃতলালের তিন বিবাহ, প্রথম দুই পক্ষের কোনও সন্তানাদি নাই, তৃতীয় পক্ষের পুত্র সুধারচন্দ্র। ইহারা প্রাণনাথের বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

পশ্চিম পাড়ার বসু—গঙ্গাধর রাহার ভগিনী কুড়ানীকে বিবাহ করিয়া মোভোগা হইতে কমলাকান্ত বসু নলধায় উঠিয়া আইসেন। ইনি মোভোগের বংশজ বসু নহেন, মাহিনগরের মধ্যাংশ কুলীন বসু। কমলাকান্তের ৫ পুত্র, গোপাল, কালীকুমার, মধুসূদন, শান্ত, মথুরানাথ। ৩ জন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। মধুসূদনের ৬ পুত্র, তন্মধ্যে তিনজন নিঃসন্তান। মেঘনাথের ২ পুত্র, অবিনাশ ও কালীপদ। কুঞ্জবিহারীর ৪ পুত্র, কিশোরী, ক্ষিতীশ, নিতাই ও কানাই। উপেন্দ্রের দুইটী কন্যা অন্নপূর্ণা ও কালীতারা। কমলাকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথের ৩ পুত্র, রাসবিহারী, পঞ্চানন ও যোগেন্দ্র। রাসবিহারী নিঃসন্তান। পঞ্চাননের ৪ পুত্র, দেবেন্দ্র, মণীন্দ্র, সুরেন্দ্র, ও হরেন্দ্র। যোগেন্দ্রের ১টী কন্যা অনুপমা।

এই বসু বংশ বর্ত্তমানে বিশেষ উন্নতিশীল পরিবার। কিশোরীলালেরা ৪টী ভাই-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, বিশেষ চরিত্রবান উদ্যমশীল যুবক। কিশোরীলালদের ছোট কাকা উপেন্দ্রনাথ সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পঞ্চাননের পুত্রেরাও লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে। এই পরিবারের সকলেই বিশেষ সাধুস্বভাব ও বিনয়ী। আমাদিগের রাহা বংশের সঙ্গে ইহাদের সদ্ভাব চিরদিনই অক্ষুন্ন রহিয়াছে। কিশোরীলাল বহুদিন নলধা স্কুলের হেডমাষ্টার থাকিয়া স্কুলের ও গ্রামের মঙ্গল সাধন করিতেছেন।

দক্ষিণ পাড়ার বসু—দক্ষিণ পাড়ায় আরও কয়েক ঘর বসু বাস করেন। পূর্ণচন্দ্র বসু খড়রিয়া জমিদার সরকারে চাকরী করেন। ৺রাইচরণ বসুর পুত্র সতীশচন্দ্র সপরিবারে স্বচ্ছন্দে আছেন। ৺কালী কুমার বসুর পুত্র ৺শশিভূষণ নির্ব্বংশ। তাঁহার এক বিধবা স্ত্রী মাত্র ভিটায় প্রদীপ জ্বালিতেছেন। এই শশিভূষণ একজন বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বড় বড় জমিদার সরকারে সুখ্যাতির সঙ্গে নায়েবী ম্যানেজারী করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন ও ভূসম্পত্তি করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতা নিমতলায় সুবৃহৎ কাঠগোলা করিয়া ব্যবসা করিতেছিলেন। তাঁহার অস্তে সকলই এখন বিনষ্ট প্রায়।

ভঞ্জ চৌধুরী বংশ।

নলধা ভঞ্জ চৌধুরী বংশ বিশেষ প্রাচীন ও সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী। শুনা যায়, ইহারা এককালে খড়রিয়া পরগণায় কতকাংশ জমিদারী স্বত্ব পাইয়াছিলেন। শম্ভু চৌধুরী ও বিশ্বেশ্বর চৌধুরী দুই ভাই ছিলেন। শম্ভু চৌধুরীর একমাত্র পুত্র পঞ্চানন অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হন, বিশ্বেশ্বরের ৩ পুত্র, আশুতোষ, বেণীমাধব, অশ্বিনী কুমার। আশুতোষের কোনও পুত্র সন্তান নাই। বেণীমাধবের ৪ পুত্র। জ্যেষ্ঠ অরুণচন্দ্র কর্ম্মক্ষম, কণ্ট্রাক্টরী কাজ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। অশ্বিনীকুমারের ৩ পুত্র, সকলেই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। আশুতোষ কিছুদিন রেল বিভাগে চাকরী করেন, পরে কিছুদিন কণ্ট্রাক্টরী করেন, অতঃপর জমিদার সরকারে চাকরী করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি বাড়ীতে পাকা ইমারত প্রস্তুত করেন, কিন্তু পরিণত বয়সের পূর্ব্বেই মারা যান। অশ্বিনীকুমার বি. এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া ডাক বিভাগে পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টরের পদে চাকরী করিতেন। অল্পদিন হইল বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার বিশেষ বিনয়ী সদাশয় ভদ্রলোক ছিলেন। ইহাদের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে। খড়রিয়া পরগণায় ৫০ বিঘা মহাত্রাণ

সম্পত্তি ইঁহারা ভোগ করেন। দুঃখের বিষয়, এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশটী এখন বিশেষ পড়্তি অবস্থার দিকে গিয়াছে।

পশ্চিম পাড়ার মিত্র—এই মিত্র বংশের আদি নিবাস বরিশা। তথা হইতে ইঁহারা যশোহর শোভনা গ্রামে আইসেন। সেখান হইতে পরে ভগবান মিত্র ও মাধবচন্দ্র মিত্র নলধায় আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ভগবান মিত্রের ৫ পুত্র জন্মে, চন্দ্রকান্ত, কনকচন্দ্র, প্রহ্লাদচন্দ্র, শশিভূষণ, বিহারীলাল। চন্দ্রকান্তের ৩ পুত্র, রজনীকান্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ও হেমন্তকুমার। কনকচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নেপালচন্দ্র কলিকাতা মার্চেণ্ট আফিসে চাকরী করেন। প্রহ্লাদচন্দ্রের পুত্র অমৃতলাল খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাব্ওভারসিয়ার, বিশেষ সজ্জন ও ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক। তাঁহার কনিষ্ঠ জিতেন্দ্রনাথ। শশিভূষণের ৩ কন্যা, বিহারীলাল নিঃসন্তান। এই বংশের ৺চন্দ্রকান্ত মিত্র মহাশয় প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কবিরাজী চিকিৎসায় গ্রামবাসিগণ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কীর্ত্তন ও কবির গান এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল। চন্দ্রকান্তের উপযুক্ত পুত্র রজনী কান্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, সুবক্তা, এতদঞ্চলের বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দীর্ঘকাল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টারী করিয়া সসম্মানে দিনপাত করিতেছেন। গ্রামের সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানের ইনি উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। রজনীকান্ত বহুদিন যাবৎ বাগেরহাট কোর্টে অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়া বিশেষ বিজ্ঞ ন্যায়বান বিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই মিত্র বংশটী বিশেষ উন্নতিশীল। আধুনিক ছেলেপেলেরা বিশেষ ভাবে সুশিক্ষিত হইতেছে। চন্দ্রকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র হেমন্তকুমার পিতার অনুসরণে কবিরাজী চিকিৎসায় সুবিজ্ঞ হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

বিষ্ণু বংশ।

মৌভোগের প্রসিদ্ধ বিষ্ণু বংশ হইতে ৺বিশ্বনাথ বিষ্ণু নলধায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র বংশধর বিষ্ণু বি. এল আলিপুর আদালতে ওকালতি করিতেছেন। এই বংশধর বাবুর ঔপন্যাসিক জীবনের ন্যায় বিচিত্র জীবন কথা একটু বলিবার বাসনা আমি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।

নিতান্ত বালক কালেই বংশধর পিতৃহীন হন। অনাথা মাতা শিশু পুত্রটীকে লইয়া একবারেই নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। ৺বিশ্বনাথ কোনও রূপ সম্বলই রাখিয়া যান নাই। বংশধরের মাতা অতিশয় ধর্ম্মশীলা, সহিষ্ণু ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ঐকান্তিক যত্নে বংশধরের শিক্ষা বিধানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বংশধরও দেবী জননীর সুসন্তান। সকল রকম অভাব অনটনের সঙ্গে বীর বালকের মত যুদ্ধ করিয়া শিক্ষালাভে মনোযোগ করেন। রাহাপাড়ায় কৈলাসচন্দ্র রাহার সঙ্গে ইহাদের আত্মীয়তা ছিল। এই সূত্রে রাহাবংশের সকলেই বংশধরকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বংশধরের মতন সচ্চরিত্র, মেধাবী, মিষ্টমধুর-স্বভাব বালককে কে না ভালবাসে! রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা ও তারকচন্দ্র রাহা ইহার শিক্ষা বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করেন। এইরূপ দশ জনের সাহায্য ও স্বীয় অদম্য অধ্যবসায় বলে বংশধর বি. এল পর্য্যন্ত বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পাশ করেন এবং আলিপুর জজ আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই আলিপুর বারে এই তরুণ উকিলের সুনাম ও কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠে। দুই এক বৎসরের মধ্যেই বংশধর বাবুর মাসিক উপার্জ্জন ৪।৫ শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়া উঠে।

এই সময়ে বংশধর বাবু তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ দেশের আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির সাহায্য কল্পেই ব্যয় করিতে থাকেন। বহু পাঠার্থী ছাত্র

উমেদার, অতিথি বংশধর বাবুর বাসা বাড়ীতে সযত্নে আশ্রয় লাভ করিতেন। তিনি নিজে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করিয়া মানুষ হইয়াছিলেন। অভাবের দুঃখ তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। তাই নিজে বিন্দুমাত্র ভোগ বিলাসের পক্ষপাতী না হইয়া, অভাব-পীড়িত দরিদ্রের সেবায় বংশধর বাবু জীবন সার্থক করিবার প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার বাড়ীতে ১০।৫ জন অতিথি, অভ্যাগত, আশ্রিত না থাকিত এমন দিন প্রায়ই ছিল না। তাঁহার বাড়ীতে কোনও আশ্রিত ব্যক্তিই পরগৃহ-বাসের ব্যথা অনুভব করিতে পাইত না। কত দরিদ্র ছাত্র, কত নিরাশ্রয় বেকার বংশধব বাবুর আশ্রয়ে, তাঁহারই অন্নে আজ সুসময়ের মুখ দেখিয়া স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছলে, সসম্মানে দিনপাত করিতেছেন। বংশধর বাবু দৈনিক উপার্জ্জন করেন, দৈনিকই লোক সেবায় তাহা ব্যয় করেন! তাঁহার সঞ্চয়ে মন ছিল না, ভগবানের উপর অটল বিশ্বাস! কিন্তু বিধাতার এ কি জটিল পরীক্ষা! দুর্ব্বোধ্য বিধান! বংশধর বাবু কয়েক জন ধনবান সহযোগীর সঙ্গে কলিকাতার জমি ক্রয় বিক্রয় (land speculation) ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন। ভগবানের অপ্রত্যাশিত দান-স্বরূপ বংশধর বাবু এই ব্যবসায়ে অতি অল্পদিনে, একরূপ এক দিনের মধ্যেই,—প্রায় লক্ষ টাকা লাভ করিলেন। এই অপরিমিত অর্থ লাভ বংশধরের ভবিষ্যৎ জীবন দুরাশার কুয়াশায় ঢাকিয়া দিল। সেই নির্লোভ স্বার্থশূন্য, সেবাপরায়ণ, ঋষি-চরিত্র যুবক বংশধর অর্থের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ওকালতির দৈনিক দশ বিশ টাকা উপার্জ্জনে আর তিনি তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কোটিপতি হইবার দুঃস্বপ্নে বিভোর হইলেন। ওকালতিতে অমনোযোগী হইয়া বংশধর ব্যবসায়ে মন দিলেন। প্রাপ্ত অর্থ বিবিধ ব্যবসায়ে নিয়োগ করিলেন। সেই সঙ্গে ধনে মানে কুলে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইবারও একটা সাধ। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। বংশধর সহরের ধনবানদিগের আদর্শে

সংসার পাতিয়া বসিলেন। এক একটী কন্যাকে খুব বড় বড় অভিজাত বংশে বিবাহ দিতে লাগিলেন। এক একটী কন্যার বিবাহে দশ সহস্রের উপর টাকা খরচ করিলেন। কলিকাতার প্রধানতম কায়স্থ বংশ সর্ব্বাধিকারী বংশেও তিনি একটী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এদিকে ব্যবসায়ে লাভ হইল না, মূলধন খোয়া যাইতে লাগিল। তখন আরম্ভ হইল ঋণ। বংশধর বাবু লক্ষাধিক টাকা ঋণ করিয়া ব্যবসায় ও সংসারের চা'ল বজায় রাখিতে লাগিলেন। তখনও বাড়ীতে আশ্রিত পোষ্যের ভিড় কিছুমাত্রও কমে নাই। এ কথাও সত্য, বংশধর এই স্বচ্ছল সময়ে নিজে কোনওরূপ বাবুগিরি বিলাসিতা কদাচারে জড়িত হইয়া পড়েন নাই। দরিদ্র সেবা প্রবৃত্তি এখনও তাঁর প্রবল!

অসত্য ঋণের সহোদর, প্রবঞ্চনা তাহার প্রেয়সী, ইহা পণ্ডিতের বাণী। সাধু বংশধরকে অসত্য, প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হইল। চির-প্রিয়-দর্শন বংশধর লোকের, স্বজন, বান্ধবের অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। বংশধরের বাড়ীতে আর স্বজন বান্ধবের ভিড় নাই। বংশধর আজ অভাবে, অসম্মানে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পুনরায় ওকালতিতে মনোযোগ করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই আর সে স্বচ্ছল দরিদ্র জীবন ফিরাইয়া আনিতে পারিতেছেন না। পুত্র, কন্যা, জামাতা দৌহিত্র লইয়া বৃহৎ পরি-বার প্রতিপালনে আর সমর্থ হইতেছেন না। বড় বড় ঘরে কন্যা সম্প্রদান করিয়াও তিনি কন্যা ভার হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কন্যারা অনেকেই তাহারই গৃহে আশ্রয় লইয়া আছেন। একটী বিধবা হইয়া পুত্র কন্যা লইয়া তাঁহার উপর চাপিয়াছে। পাঁচটী কন্যাকে বংশধর বাবু উচ্চ ঘরে বিবাহ দিয়াছেন। পুত্র কয়টী এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্ক, একটী ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে মাত্র। বিশেষ উন্নতি পথের পথিক বলিয়া এখনও কাহারও প্রতি আশা করা যায় না। বংশধর বাবুর বর্ত্তমান বয়স ষাট বৎসরের কিছু অধিক হইবে বোধ হয়, কিন্তু এই বয়সে তাহার

জীবনে যে বিচিত্র অবস্থা-বিপর্য্যয় রঙ্গমঞ্চের দ্রুত পটক্ষেপের মতন চলিয়া যাইতেছে, তাহা বিস্ময়কর। এটা বড় একটা দেখিবার ও শিখিবার বিষয়, তাই এতটুকু দীর্ঘ আলোচনা। তথাপি কিন্তু বংশধরের সেই অমায়িক মধুর পবিত্র স্বভাবে অন্যবিধ কোনও ঘৃণিত কলঙ্কের দাগ পড়ে নাই। তিনি পর্ব্বতের মত অটল সহিষ্ণুতায় ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যাইতেছেন। বংশধরের পল্লীর বাড়ীটী জঙ্গলাকীর্ণ ছাড়া-ভিটা হইয়া রহিয়াছে! অভাব মানুষকে পাগল করে, আবার অর্থও মানুষকে প্রমাদে জড়াইয়া বিপথে নেয়, বংশধরের জীবন তাহারই দৃষ্টান্ত।

সিংহ বংশ।

এই বংশে ৺ঈশ্বর সিংহের দুই পুত্র, যদু ও মধু। মধু অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। যদুনাথ এখনও বর্ত্তমান। এই যদুনাথ বিলক্ষণ বিচক্ষণ বৈষয়িক লোক, বহুদিন যাবৎ খড়রিয়া জমিদার সরকারে চাকরী করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বাড়ীতে পাকা ঘর, সান-বাঁধান পুকুর প্রভৃতি করিয়া, কয়েক বৎসর সমারোহে দুর্গোৎসবও করিয়াছেন। দেশের হিতার্থেও যদুনাথ যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। নলধা হাইস্কুলের প্রথম উদ্যমে তিনি ১০০ টাকা দান করেন। সেই টাকায় কাঁচাঘর প্রস্তুত করিয়া স্কুল বসে। পরে সেই ঘর পুড়িয়া গেলে, যদুনাথের নাকারী ও মণ্ডপ ঘরেই স্কুলের কার্য্য চলিতে থাকে। স্কুলের পাকা ঘর প্রস্তুতের সময়েও যদুনাথ বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। তিনি স্কুল কমিটীর একজন সুযোগ্য মেম্বর, গ্রামের কোনও সালিসী মীমাংসা হইলে যদু বাবু তাহার প্রধান ব্যক্তি।

যদু বাবুর পুত্র শ্রীমান্ মন্মথ বি. এ পাশ করিয়া ল্যাইফ্ ইন্সিওর কোম্পানীর কাজ করেন। তবে এখনও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া

পিতার সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। অন্য পুত্রদ্বয় বাড়ীতে থাকিয়া গৃহস্থালীর কাজকর্ম দেখেন।

পশ্চিম পাড়ায় আর এক ঘর সিংহ বাস করিতেন, তাহারা এখন আর নাই।

আচার্য্য বংশ—এক ঘর আচার্য্য ব্রাহ্মণ উকিল পাড়ায় বাস করেন। চারুচন্দ্র আচার্য্য বর্ত্তমানে লেখাপড়া শিখিয়া জমিদার সরকারে চাকরী করিয়া ভদ্রভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

দে বংশ—উকিল পাড়ায় কয়েক ঘর দে বাস করিতেন। তাঁহাদের কেহ নির্ব্বংশ, কে উঠিয়া গিয়াছে। দুর্গাচরণদের পুত্র গণেশ ও সাতোনাথ বর্ত্তমান আছেন।

উকিল বংশ—বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে ; অথচ উকিল পাড়া বলিয়া একটা পাড়া এখনও প্রসিদ্ধ আছে। এই উকিল বংশ অতীতকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল সন্দেহ নাই।

নন্দী বংশ—এই বংশও প্রায় লুপ্ত। একমাত্র উমাচরণ নন্দী জীবিত আছেন, তিনিও প্রায়ই দেশে থাকেন না।

দাস বংশ—এই বংশের কেহ জীবিত নাই। চন্দ্রনাথ দাসের একমাত্র দৌহিত্র সারদা মিত্র এই দাসের বাড়ীতে বসতি করিয়া দাস বংশের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। সারদা বাবু কবিরাজী ও কণ্ট্রাক্টরী করিয়া ভদ্রভাবে দিন যাপন করিতেছেন।

দত্ত বংশ—৺প্রসন্নকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র দত্ত গ্রামে বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইহাদের যথেষ্ট ভূসম্পত্তি আছে, পাকা বাড়ীতে ইহাদের বাস। ৺প্রসন্ন বাবুর পুত্র বিজয় ও সুরেন জমিদার সরকারে কাজ করেন। নেপাল দত্ত মহাশয়ের পুত্র সতীশচন্দ্র বি, এল পাশ করিয়া খুলনা বারে ওকালতি করেন। তাঁহার অপর ভ্রাতা কনকচন্দ্র

এম, বি পাশ করিয়া খুলনা ডি, বোর্ডের অধীন ডাক্তারী করিতেছেন। ইহারা সকলেই সজ্জন ও সাধু স্বভাব।

উকিল পাড়ায় আর এক ঘর দত্ত বাস করেন। তাঁহাদের বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য কিছু দেখা যায় না।

পাল বংশ—এই পাল বংশ প্রথমে দশঘরা হইতে উঠিয়া আজগড়ায় আসেন, পরে পাগলায়, পাগলা হইতে রামকৃষ্ণ পাল নলধায় আইসেন। তাঁহারই প্রপৌত্র প্যারী পাল প্রসিদ্ধ ঘটক ছিলেন। ইনি এদেশের কায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের কুল বিবরণে বিশেষ অভিজ্ঞ ও মিষ্ট ভাষী সুবক্তা ছিলেন। প্যারীনাথের চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ শশধর, জমিদারী সরকারে কাজ করেন, অন্যান্য ভাইরা লেখাপড়া শিখিতেছেন। সাতক্ষীরার জমিদারের অধীনে ইহাদের বিস্তর সম্পত্তি আছে। পাগলার পঞ্চানন পাল ছিলেন, ইহাদের জ্ঞাতি। ইহারা এখন পাগলার বাড়ীতেও বাস করেন।

ঘোষ বংশ—মোভোগ হইতে ৺মতিলাল ঘোষ নলধায় আইসেন এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে পাকা বাড়ী নির্ম্মান করিয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অপুত্রক অবস্থায় বিধবা স্ত্রী রাখিয়া মারা গিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

আর এক ঘর ঘোষ, ৺ভগবান বসুর ভাগ্নের সুত্রে মধ্য পাড়ায় বাস করিতেন। এই বংশের অনেক লোকই কলেরা রোগে মারা যাওয়ায়, যাহারা বাঁচিয়া আছেন তাহারা যদুনাথ রাহার বাড়ীর পাশে আসিয়া বাস করিতেছেন। অকাল মৃত্যুই এই বংশের অবনতির প্রধান কারণ।

আরও এক ঘর ঘোষ উকিল পাড়ায় বাস করেন। গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, আনন্দচন্দ্র ঘোষ, ও কৈলাশচন্দ্র ঘোষ। আনন্দচন্দ্র বগুড়াতে মোক্তারী করিতেন। গোবিন্দচন্দ্র জমিদার সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী

ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান, আনন্দের এক পুত্র ও কৈলাসচন্দ্রের ২ পুত্র জীবিত আছেন। উহাদের আর এক সরিক সীতানাথের কয়েকটী পুত্র কন্যা আছে। আনন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, তাঁহার বাড়ীর দক্ষিণ দিকে বহু পুরাতন বৃহৎ পুষ্করিণীটার সংস্কার করিয়া দিয়া বহু লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন।

দত্ত মহাশয়দিগের ভাগ্নেয় আর একজন ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ বাস করেন।

মজুমদার বংশ—দক্ষিণ পাড়ায় এক ঘর মজুমদার বাস করেন। ৺তারাচাঁদের পুত্র জনার্দ্দন চাকরী করিয়া বিশেষ অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু নলধায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতেন না। অন্য ভ্রাতা কৃষ্ণধনের পুত্রও নলধা হইতে উঠিয়া মৌভোগ গিয়াছেন। তারাচাঁদের অন্য ভ্রাতা হরচন্দ্রের পুত্র অমৃতলালের ৪ পুত্র জীবিত থাকিয়া এই মজুমদার বংশের ধারা বজায় রাখিয়াছে। হরচন্দ্রের অন্য দুই পুত্র রামলাল ও গোপাল অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছেন।

ধর বংশ—প্রাণনাথ, ধনঞ্জয় ও চন্দ্রকান্ত ধর হইতে ধর বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে রাইচরণ, সীতানাথ ও সত্যচরণ জীবিত থাকিয়া পুত্র কন্যাসহ এক অন্নে পশ্চিম পাড়ায় বাস করিতেছেন। সীতানাথ ও সত্যচরণ খড়রিয়া জমিদার সরকারের চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন এবং বাড়ীতে কোঠাঘর করিয়া সকলে এক যোগে স্বচ্ছলে দিনপাত করিতেছেন। ইহারা ৺ভুবনেশ্বর রাহার বংশের বিশেষ অনুগত পরিবার বলিয়া দেখা যায়।

সাহা বণিক—পূর্ব্বে গ্রামের দক্ষিণে ভৈরবকূলে অনেক ঘর বণিক স্বচ্ছলে বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের বংশ হ্রাস হইয়া ১৫।১৬ ঘর মাত্র হইয়াছে। তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ স্বচ্ছল নয়। ইহারা ব্যবসায়ী জাতি, ব্যবসায় দোকানদারী করিয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ

করেন। এই সম্প্রদায়ের উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামক এক যুবক ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া পোষ্টাল বিভাগে চাকরী করিতেছেন। অন্ত কেহ বিশেষ চাকরীজীবী এখনও হন নাই।

বারুজীবী বংশ—এই সম্প্রদায় গ্রামে এখন প্রায় ৪০ ঘর বর্ত্তমান আছে। ইহাদের মধ্যে অন্যান্য স্থানের ক্রম বর্দ্ধিষ্ণু বারুজীবী সমাজের মত বিশেষ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ না থাকিলেও, ইহারা সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন। রতিকান্ত রাহা ম্যাট্রিক পাশ করিয়া মোক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু তিনি মোক্তারী না করিয়া নলধা স্কুলে শিক্ষকতা ও নলধা পোষ্টাফিসে পোষ্টমাষ্টারী করিতেছেন। ভবানীচরণ রাহা বহু দিন যাবৎ খড়রিয়া জমিদার সরকারে সসম্মানে চাকরী করিয়াছেন। এক্ষণে নিজে অবসর লইয়া পুত্র শরৎচন্দ্রকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। চাকরী বা পরসেবা এই সম্প্রদায় বিশেষ বড় বলিয়া মনে করেন না। সকলেই জাতীয় ব্যবসায় বরোজ করিয়া স্বচ্ছন্দে আছেন।

কৈবর্ত্ত বংশ—ভৈরবকূলে শিববাড়ীর পার্শ্বে বহু কৈবর্ত্ত বাস করে, ইহাদের চলতি পদবী দাস। এই পাড়ার নাম দোহাজারি। নলধার অন্তর্ভূক্ত হইলেও ইহা একটী স্বতন্ত্র গ্রাম। সমগ্র নলধা গ্রামে অন্যান্য জাতির অধিবাসি-সংখ্যা অপেক্ষা এই দাস গৃহস্থগণের সংখ্যাই বেশেষ অধিক হইবে। এই দোহাজারি নাম করণ বিষয়ে নানারূপ কিংবদন্তী আছে। এই পাড়ায় দু'হাজার ঘর বা দু'হাজার লোক বসতি করে বলিয়া স্থানের নাম দু'হাজারি হইয়াছে। কেহ বলেন এখানকার কেহই দু'হাজার টাকার কম সম্পত্তিপন্ন ছিলেন না বলিয়া ইহার নাম দু'হাজারি। দু'হাজার টাকা এখানে নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম দোহাজারি হইয়াছে, এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার আর একটা গল্প আছে যে, এইখানে দুইজন ধনবান ব্যক্তি

আড়ি দিয়া ছ'হাজার টাকায় একখানা কূলা কিনিয়া ছিলেন বলিয়া স্থানের নাম ছ'হাজারি হইয়াছে। যাহা হউক, শুনা যায় এখানে পূর্ব্বে ৩৬০ ঘর দাস বাস করিত। বর্ত্তমানেও এই দাস গৃহস্থের সংখ্যা ২৫০ ঘরের কম হইবে না, ইহাতে এখানে ছ'হাজারে লোকের বসতি থাকা অসম্ভব বোধ হয় না।

এই কৈবর্ত্ত দাসদিগের বসতি পূর্ব্বে কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না। তবে ইহারা আশ্চর্য্য রকম একটা সাম্প্রাদায়িক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। এই দাস গৃহস্থেরা সকলেই একরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা পশ্চিমা ভঙ্গিমায় কথা বলে। বহুকাল হইতে ইহারা এই দেশে বাস করিতেছে, তথাপি খুলনা জেলার প্রচলিত সেই "বাঙ্গাল" ভঙ্গিতে ইহাদের স্ত্রী পুরুষ কেহই কথা বলিতে শিখে নাই। ইহারা মৎস্যের ব্যবসায় করে। নিজেরা মাছ ধরে না, জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনিয়া ব্যবসায় করে। ইলিশ মাছের সময় ইহারা পদ্মা, মধুমতী, বলেশ্বরে গিয়া মাছ কাটিয়া নোনা ইলিশ প্রস্তুত করে। এই নোনা ইলিশ ইহারা বহু দূরস্থানে চালান দিয়া বিস্তর লাভ করে। ইহারা সকলেই নৌকা পথে মাছ কেনা-বেচা করিয়া নানা দূর দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। আরও একটা বিশেষ কথা, ইহাদের মধ্যে সকলেই বিলক্ষণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি। দুর্ব্বল রোগা লোক ইহাদের মধ্যে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বিশেষ দরিদ্র বড় কেহ নাই। বর্ত্তমানে কৈলাসচন্দ্র মণ্ডল ধনে মানে সমাজ মধ্যে প্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়। ব্যবসায়ে ইহার বিস্তর লাভ হয়। কৈলাশচন্দ্রের পুত্র গিরিশচন্দ্র লেখা পড়া শিখিয়া বাড়ীতে একটা ডাক্তার খানা খুলিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে কাশীনাথ মাঝি নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁহার দোতালা চক আটা বাড়ী। তাঁহার বাড়ীতে পূজা পার্ব্বণ যথেষ্টই হইত। এখন সেই পরিবারের অবস্থা পূর্ব্ববৎ সচ্ছল নাই।

এই দাস পাড়ায় যোগেন্দ্রনাথ দাস নামক এক ব্যক্তি ছিলেন অতি সদাশয় ধর্ম্মপরায়ণ মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার দ্বারা গ্রামের অনেক সৎকাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় তিনি অকালে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কৈলাস চন্দ্র দাস, রসিক লাল দাস, পূর্ণ চন্দ্র মাতব্বর, দ্বিজবর বারিক, মথুর বারিক, ডাক্তার যামিনীকান্ত দাস, পূর্ণ চন্দ্র দাস, দেবনাথ ভ্রধা প্রভৃতি সমাজের প্রধান ব্যক্তি। দেবনাথ বারিকের পিতা শিবদাসের বিশেষ নাম কাম ছিল। তিনি বিশেষ ঘটা করিয়া বাটীতে বাসন্তী পূজা করিতেন। এই পূজায় যাত্রাগান আমোদ প্রমোদ, পান ভোজন যথেষ্ট হইত।

ইহারা ব্যবসায়ী জাতি, বড়বকম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া চাকরীজীবী কেহই নয়। মোটা মুটি বাংলা লেখা পড়া, যতটা ব্যবসায় ব্যাপারে প্রয়োজন, সেরূপ জ্ঞান অনেকেরই আছে। ইহারা বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র স্বভাবের, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কর্ম্মকার—বর্ত্তমানে মাত্র ৪ ঘর কর্ম্মকার নলধা গ্রামে বাস করেন। পূর্ব্বে অনেকই ছিল। ইহারা কতক কতক সোনা রূপার কাজ করেন। শীতলচন্দ্র কর্ম্মকার লোহার কাজে যশস্বী, তাহার তৈরী অস্ত্রাদিতে যেরূপ ধার হয়, তাহা অন্য কোনও কর্ম্মকারের হয় না।

পরামাণিক—এই বংশও নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া মাত্র ২ ঘর বর্ত্তমান আছে। অম্বিকা চরণ ও অভয়া চরণ জাতীয় ব্যবসায় ও কৃষি কার্য্য দ্বারা কোনও প্রকার দিন গুজরাণ করিতেছে।

পাটনী—বর্ত্তমানে মাত্র ৩ ঘর পাটনী নলধা গ্রামে বাস করে। যখন ভৈরব নদ প্রবল ছিল তখন এই পাটনী সম্প্রদায় আলাইপুর, মানসা, শিবুবাড়ী, ফকিরহাট প্রভৃতি স্থানে খেওয়া দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত। এক্ষণে আর মরা ভৈরবে খেওয়ার আবশ্যক

নাই। সুতরাং ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় গিয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া এই পাটনী বংশের লোক অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া রয় নাই। ইহারা বর্ত্তমানে লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। চীয়া লাল দাস পাটনী নামে এক ব্যক্তি লেখা পড়া শিখিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে গিয়া ডাক বিভাগে ১৭৫ টাকা বেতনে পোষ্ট মাষ্টারী চাকরী করিতেছেন। হরিনাথ দাস নামে এক যুবক স্কুলের শিক্ষকতা ও ডাক্তারী করেন। কেহ কেহ কাটা কাপড় প্রভৃতির দোকান করিতেছে। মণীন্দ্র নামক এক যুবক মটর ড্রাইভারী শিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। বিশেষ আনন্দের কথা, এই পাটনী সম্প্রদায় অলস অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া না থাকিয়া সময়ের স্রোতে কাজের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আশা করা যায়।

রাজবংশী - মাত্র তিন ঘর রাজবংশী বা জেলে বর্ত্তমানে গ্রামে জাতীয় ব্যবসায় নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে এক ঘর তাহাদের পুরোহিত বাস করে।

সূত্রধর বংশ—৩ ঘর ছুতার মিস্ত্রির মধ্যে যদুনাথ বিশেষ বিজ্ঞ ও সুপরিচিত। শ্যাম ও বসন্ত মিস্ত্রিও জাতীয় ব্যবসায়ে সুদক্ষ।

সাহা—ইহারা ঘর দুই লোক মাত্র। কৃষি কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। কয়েকজন গ্রাম্য চৌকিদারের কাজ করে।

মালাকর—লোপ পাইয়াছে।

বাক্তি বংশ—এক মাত্র শ্যামাচরণ বাক্তি সপরিবারে জীবিত আছে।

ব্রহ্ম বংশ—ইহারা সমূলে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ ইহাদের নামানুসারে একটী পাড়াকে ব্রহ্মডাঙ্গা এখনও লোকে বলে।

রজক—কয়েক ঘর রজক জাতীয় ব্যবসায় করিয়া কোনও প্রকারে দিন কাটাইতেছে। ইহারা কাপড় ধোলাই কাজে বিশেষ সুদক্ষ, কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট আয় উপার্জ্জন হয় না বলিয়া কষ্টে সৃষ্টে অভাবে দিন কাটাইতেছে।

ঝাড়ুদার—এক ঘর ঝাড়ুদার এখনও কৃষিকার্য্য ও মজুর খাটিয়া দিনপাত করিতেছে।

নমঃশূদ্র—রাহা পাড়ার উত্তর পশ্চিমাংশে নমঃশূদ্রগণের বাস। ইহারা দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণী মাছ ধরিয়া বিক্রয় করে, তাহাদিগকে "জিউনি" বলে। ইহারা অনেকেই রাহাদিগের প্রজা। পূর্ব্বে ইহারা জমিদার তালুকদারের পাক, পেয়াদা লাঠিয়ালের কাজ করিত এবং শক্তিশালী ছিল; লাঠি, ঢাল সড়কি চালাইতে বিশেষ সুদক্ষ ছিল। ইহারা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ পশ্চাৎপদ। বর্ত্তমানে কেহ কেহ লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়াছে। সীতানাথ অধিকারীর পুত্র কিরণচন্দ্র ম্যাট্রিক পাশ করিয়া মোক্তারি পড়িতেছে। বর্ত্তমানে এই পাড়ায় একটী উচ্চ প্রাইমারী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

নমঃশূদ্রদের মধ্যে বর্ত্তমানে পঞ্চানন অধিকারী বিশেষ বুদ্ধিমান ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। ইনি সোণারূপার কাজ করেন বলিয়া লোকে ইহাকে পাঁচু পোদ্দার বলিয়াই অভিহিত করে। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মী বলিয়া ইহাদের বৈরাগী আখ্যাও আছে। নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে অনেকেই শ্যাকরার ব্যবসায় করিয়া থাকে, কেহ কেহ কাঠের মিস্ত্রির কাজ করে, অধিকাংশই কৃষিকাজ করে। বর্ত্তমানে পাঁচু পোদ্দার, ভারত মণ্ডল, শিবরাম তাফালি, ধনঞ্জয় অধিকারী, ভীম মণ্ডল, কালীচরণ কর্ম্মকার, রাম বাড়ুই প্রভৃতি সমাজের প্রধান মাতব্বর। রাজেন্দ্রলালের কাঠের কারুগিরিতে বিশেষ দক্ষতা আছে। সর্ব্বসমেত ৮১ ঘর নমঃশূদ্র বাস করে, তাহার মধ্যে ৪০ ঘর মৎস্যজীবী ও অবশিষ্ট কৃষি ও অন্যান্য ব্যবসায়

করে। কিরণচন্দ্র নিজে শিক্ষিত হইয়া সমাজে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন।

মুসলমান—নলধা গ্রামে অল্প সংখ্যক মুসলমান বাস করে। ইহারা শিক্ষা বিষয়ে ততটা অগ্রসর নয়। কৃষিকার্য্যই ইহাদের প্রধান অবলম্বন। বর্ত্তমানে মোলাম সরদারই প্রধান ব্যক্তি। ইনি খড়রিয়া জমিদার সরকারে চাকরী করিয়া অর্থ ও জমিজমা অর্জ্জন করিয়াছেন, বাড়ীতে পাকা বাড়ী প্রস্তুত করিতেছেন। এই বংশের নবাব আলি, তোরাপ ও ইস্নাইল ৩ ভাইও বিশেষ সম্মানিত। তোরাপ ইউনিয়ান বোর্ডের মেম্বর, নবাব পাঠশালার পণ্ডিতি করে।

নবম অধ্যায়

অতঃপর আমরা রাহাবংশের অন্যান্য শাখার একটু বিবরণ দিয়া প্রথম খণ্ড শেষ করিব।

গঙ্গাধরের জ্যেষ্ঠ ঈশানচন্দ্র মৌভোগ নিবাসী রাজমোহন বসুর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঈশান চন্দ্রের ৬ পুত্র ও ২ কন্যা। জ্যেষ্ঠ হীরালাল সেনহাটীর গঙ্গাধর বসুর কন্যা বিবাহ করেন। হীরালালের দুই পুত্র এবং ৪ কন্যা; জ্যেষ্ঠ খগেন্দ্রনাথ প্রথমে সিদ্ধিপাশার সরদা বসুর কন্যা বিবাহ করেন এবং প্রথমা পত্নীর বিয়োগে কলিকাতায় ডালিমতলায় মিত্রদিগের ঘরে বিবাহ করিয়া স্বীয় উপার্জ্জনে কলিকাতায় দোতালা বাড়ী করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিতেছেন। হীরালালের কন্যা সৌরভীর বিবাহ হয় হবিরকাঠি গ্রামের ক্ষেত্রনাথ ঘোষের সহিত। ক্ষেত্রনাথ সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি কালীঘাটে তেতালা বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিলেন। অল্পদিন হইল ক্ষেত্রনাথ মারা গিয়াছেন. সৌরভী কালীঘাটের বাড়ীতেই সন্তানাদি সহ বাস করিতেছেন।

ঈশানচন্দ্রের মধ্যম পুত্র কুঞ্জবিহারী প্রথমে বনগ্রামের দুর্গাচরণ ঘোষের ও পরে ভুগীলাট পাইক পাড়ার প্যারিচরণ মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ স্বল্পবাহিরদিয়ার ঘোষ বংশে বিবাহ করেন। কন্যার বিবাহ হয় বাসড়ী গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত। ঈশানচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র অভয়চরণ যাহা আমার দাদা উপেন্দ্রনাথের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। অভয়াচরণ তীক্ষ্ন মেধাবী ছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এল, পাশ করিয়া প্রথমে খুলনায়, পরে আসামের নওগাঁ আদালতে ওকালতি করেন। এই কার্য্যে তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। কিন্তু পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষা ও বিবাহ কার্য্যে অত্যধিক ব্যয় করিয়া ইনি অবশেষে বড় বিব্রত হইয়া পড়েন। শ্রীপুরের রমানাথ মিত্রের কন্যা অভয়াচরণের সহধর্ম্মিনী। তাঁহার ৮ পুত্র ও ৫ কন্যা জন্মে। পুত্রগণ যথা—সুধীর, সুবোধ, কামাখ্যা, প্রবল, অনিল, সুনীল, ধ্রুব, অরুণ; কন্যা শিলা, ইন্দু, লীলা, পূর্ণিমা ও জ্যোৎস্না। অভয়াচরণ নওগাঁ হইতে পীড়িত হইয়া খুলনায় কনিষ্ঠ সহোদর রামেন্দ্রনাথের বাসায় মারা যান। রামেন্দ্রনাথই স্বর্গগত ভ্রাতার এই বৃহৎ পরিবার সস্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ সুধীর বি, এল, পাশ করিয়া কাকার বাসায় থাকিয়া ওকালতি করিতেছেন। আর কেহ এখনও কর্ম্মক্ষম নন। অভয়াচরণের ৩টী কন্যার বিবাহ হইয়াছে।

ঈশানচন্দ্রের ৪র্থ পুত্র কেশবলাল। কেশবলাল এফ এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। যশোহরের প্রধান উকিল উমেশচন্দ্র ঘোষের (বড় উমেশ বাবু) কন্যা সরোজিনীকে কেশবলাল বিবাহ করেন। ইনি বেথুন কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। কেশবলাল বিবিধ ঘটনা বিপর্য্যয়ে উচ্চাশা ত্যাগ করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে ম্যানেজারী করিয়া

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। কেশবলাল "আদর্শ জমিদার" এবং এক খানি ইংরাজী ভূগোল প্রণয়ন করেন। ১৯১৮ সালে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে, চুচঁড়া থাকা কালিন টাইফয়েড রোগে কেশবের মৃত্যু হয়। কেশবের পুত্র বিমল ও কন্যা রেণুকা বর্ত্তমানে জীবিত আছে।

ঈশাণচন্দ্রের মধ্যম পুত্র হৃদয়নাথ বর্ম্মা অঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগে উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতেন। তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র হেমেন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়র নিযুক্ত থাকিয়া কলিকাতাতে বসবাস করিতেছেন।

ঈশাণচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র রামেন্দ্রনাথ খুলনায় পুলিস্ সাবইনস্পেকটারের পদে নিযুক্ত আছেন। এই রামেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, সহরবাসী সরকারী পুলিশ কর্ম্মচারী, কিন্তু রামেন্দ্রনাথ আচারে ব্যবহারে একবারেই সাদাসিদা ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। পরলোকগত ভ্রাতা অভয়চরণের বিস্তৃত পরিবার তিনি যেরূপ সযত্নে ঘাড়ে করিয়া পালন করিতেছেন, তাহা আজ কালকার কালে বিশেষ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। রামেন্দ্রনাথ হবিরকাঠি গ্রামের দুর্গাচরণ ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। তাহার এক পুত্র তারাপ্রসাদ এবং পাঁচ কন্যা মণি, বিবি, ছবি ইত্যাদি। রামেন্দ্রনাথ এই বৃহৎ পরিবার অতি সুশৃঙ্খলে প্রতিপালন করিতেছেন।

ঈশাণচন্দ্রের অপর ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র। ইনি আজগড়ার কালীচরণ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র কৈলাসচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্র বিবাহ করেন দামোদরে মিত্রদিগের ঘরে। কৈলাসচন্দ্রের পুত্র যোগেন্দ্র, অনুকূল, আশু, জিতেন্দ্র, পঞ্চানন ; কন্যা বিরাজমণি, পটস্বরী, সুশীলা। যোগেন্দ্র মসীদপুরের নবকুমার ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, মণীন্দ্র, শচীন্দ্র, নৃপেন্দ্র, বীরেন্দ্রও নরেন্দ্র এবং এক কন্যা রেণুকা। মণীন্দ্র

নৈহাটীর উপেন বসুর কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র, লালু ও কালু। যোগেন্দ্রনাথ রেলে চাকরী করিয়া এই বৃহৎ পরিবার প্রতি পালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের বিস্তর টাকা তাহার ছেলেরা পাইয়াছে।

কৈলাসচন্দ্রের মধ্যম পুত্র অনুকূলচন্দ্র। অনুকূল প্রথমে বাঁশবেড়ের জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের কন্যা, পরে ২৪ পরগণায় ঘাটেশ্বর গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন। ইঁহার গর্ভে অনুকূলের এক পুত্র ও ৪ কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পুত্র অমূল্যচরণ; কন্যা, রাণী, বিভাবতী, শান্তি ও ছুটু। আজগড়া গ্রামের সুধীরচন্দ্র বসু এম. এ. বি. এল অনুকূলের প্রথম কন্যা রাণীকে বিবাহ করিয়াছেন। অনুকূলচন্দ্র মুঙ্গের ডিষ্ট্রিক্ট্ পোষ্টমাষ্টার, মাসিক বেতন ৩৫০৲। ধীরেন্দ্র নাথের পরে এই অনুকূলচন্দ্রই রাহা বংশের উচ্চ-বেতন-ভুক্ চাকুরে। অনুকূল চন্দ্রের পুত্র অমূল্যকুমার বি. এ. পড়িতেছে।

কৈলাসচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র আশুতোষ ভাগলপুরে আশুতোষ ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন এবং আসাম চা বাগানে চাকরী করিয়া, অল্প বয়সে স্বাস্থ্যহানি হইয়া নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন।

কৈলাসের ৪র্থ পুত্র জিতেন্দ্রনাথ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিতে গিয়া তথা হইতেই সংসার বিরাগী হইয়া চলিয়া যান। দীর্ঘকাল পরে জানা গিয়াছে, জিতেন্দ্রনাথ এখনও বাঁচিয়া থাকিয়া পবিত্র সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেছেন।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ পঞ্চানন বা বিনয়ভূষণও গৃহ বাসেও সন্ন্যাসী ছিলেন। স্থানান্তরে তাঁহার জীবনী আলোচনার ইচ্ছা আছে।

৺গৌরাচাঁদ রাহা কাটিপাড়ায় ঈশ্বর বসুর কন্যা বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণ মৌভোগের বিহারী বসুর কন্যার পানি গ্রহণ করেন। শ্যামাচরণের পুত্র সুরেন ও ভূপেন, কন্যা সৌদামিনী। সুরেন

খুলনার আদালতে কেরাণীর কাজ করিতেছেন। রাঙ্গলি কাটিপাড়ায় চারুচন্দ্র ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সুরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র সুরজানন্দ ও ধীরজানন্দ। সুরজ অনুকূল বাবুর সাহায্যে পোষ্টা-ফিসের চাকরী পাইয়া পশ্চিমে চাকরী করিতেছেন। ইনি মহেশ্বর পাশার ঘোষ বংশে বিবাহ করেন। শামাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র ভূপেন্দ্রনাথ গ্রামে থাকিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। ইনি নিতান্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। প্রতি বৎসর বাড়ীতে অষ্ট-প্রহরী প্রভৃতি বৈষ্ণব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইনি মসেঘুনির রসিক মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন। ভূপেন্দ্রনাথের পুত্র বিরজানন্দ নলধা লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান্‌ও ব্যবসায় কার্য্যে মনোযোগী। শ্যামাচরণের কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশে হইয়াছিল।

কালীচরণের অন্য ধারা-শিবপ্রসাদের ৫ পুত্র। রামকুমার, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ, হরপ্রসাদ ও গুরুপ্রসাদ। কনিষ্ঠ গুরুপ্রসাদ ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান। উমেশ, তারিণীচরণ, প্রিয়নাথ, সীতানাথ ও বঙ্কুবিহারী। গুরুপ্রসাদের এই পাঁচ পুত্র এবং হরমণি, বামা ও স্বর্ণকুমারী তিন কন্যা।। একমাত্র উমেশের বংশাবলি আছে। তারিণীচরণ, প্রিয়নাথ, বঙ্কুবিহারী নিঃসন্তান পরলোক গত হইয়াছেন। সীতানাথ চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানে ৯০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। আতুর পীড়িতের সেবা প্রভৃতি গ্রামের সর্ব্বাঙ্গীন সেবা কার্য্য ইহাঁর জীবনের ব্রত। ইহাঁর আবির্ভাবে রাহাবংশ পবিত্র হইয়াছে। ইনি রাহাবংশের ভীষ্মনামের যোগ্য। উমেশচন্দ্র মসীদপুর নিবাসী ঈশ্বর বসুর কন্যা বিবাহ করেন। তাহার ৪ পুত্র ও ২ কন্যা জন্মে। পুত্র যথা, বসন্ত, বিহারী, নকুল ও গৌর, কন্যা বিনোদিনী ও চপলা। বসন্ত রেল বিভাগে চাকরী করিতেন, কিন্তু অল্প বয়সেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া অপুত্রক মারা গিয়াছেন। মধ্যম বিহারীলাল কাটিপাড়ার বরদা ঘোষের কন্যা

বিবাহ করেন, তাঁহার ২ পুত্র নন্দলাল ও রবীন্দ্রনাথ ও কন্যা অরুন্ধতী, বসুমতী, সতী ও সেফালিকা। বিহারীলাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া রেল বিভাগে কাজ করিতেছেন। এই বিহারীলালের উপার্জ্জনেই ইহাদের বৃহৎ সংসার প্রতিপালিত হইতেছে। বিহারী অত্যন্ত সজ্জন সাধু চরিত্র। উমেশচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র নকুলচন্দ্র বাহিরদিয়ার পূর্ণচন্দ্র ঘোষের কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্র গৌরগোপাল তেঁতুলিয়া গ্রামের হরিপদ মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন। উমেশচন্দ্রের কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ হয় কোমরপুর জনার্দ্দন বসুর সহিত এবং চপলার বিবাহ হয় গোটাপাড়ার কালিদাস বসুর সহিত। এই দুইটী ভগিনী ছিলেন বড়ই সুশীলা; ইহারা ক্ষয়রোগ-গ্রস্ত ভ্রাতার শুশ্রূষা করিতে আসিয়া উভয়েই ঐ দারুণ রোগে মারা পড়িয়াছে।

কালীচরণের অধস্তন পুরুষ রামানন্দের বংশের কিছু পরিচয় দিব। রামানন্দের ৫ পুত্র, আনন্দ, রাধানাথ, শ্যামাচরণ, মথুর ও ইন্দুভূষণ। আনন্দের ২ পুত্র, অমৃতলাল ও বিপিন, অমৃতলাল রংপুর আদালতে কেরাণীর কার্য্য করিতেন এবং প্রথমে পিলজঙ্গে নয়নচাঁদ ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহারই গর্ভে অমৃতলালের পুত্র-রত্ন হেমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। পরে রাঢ়ীপাড়া নিবাসী শশধর বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে ১ পুত্র ও ৫ কন্যা জন্মে। বিপিনবিহারী বিবাহ করেন ডোমরায় মুখ্য কুলিন চন্দ্রঘোষের কন্যা। তাঁহার ৩ পুত্র ও ৪ কন্যা। জ্যেষ্ঠ যামিনীকান্ত ও কনিষ্ঠ চারুচন্দ্র উভয়েই তাহাদের ভগিনী-পতি রায় সাহেব মহাদেব ঘোষের সাহায্যে রেলে চাকরী পাইয়াছেন। মধ্যম সতীশচন্দ্র উক্ত রায় সাহেবের বাড়ীতে থাকিয়া তাহার জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন।

বিপিনচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজবালাকে যখন রাঢ়ীপাড়ায় মহাদেব ঘোষের সঙ্গে বিবাহ দেন, তখন মহাদেব বাবুর অবস্থা ততটা স্বচ্ছল

ছিল না। আজ তিনি স্বীয় ক্ষমতা বলে স্বনামধন্য রায় সাহেব মহাদেব ঘোষ জমিদার। রাহাবংশের আর কোনও জামাতার অবস্থাগৌরব বোধ হয় এতদূর হয় নাই।

অমৃতলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র বি, এ, পাশ করিয়া বর্ত্তমানে রংপুর অঞ্চলে ১৫০ টাকা বেতনে স্কুল ইন্‌স্পেকসন্ বিভাগে কাজ করিতেছেন। অমৃতলাল ও বিনোদ চন্দ্র স্বস্ব কন্যাদিগকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরে সম্প্রদান করিয়াছেন।

রামানন্দের অপর পুত্র রাধানাথ কুড়াখালির রাধানাথ মিত্রের কন্যা বিবাহ করেন। তাহার ২ পুত্র কেদার ও প্রহ্লাদচন্দ্র। কেদার অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রহ্লাদ অত্যন্ত সচ্চরিত্র যুবক। অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া বিশেষ লেখাপড়া শিক্ষিতে পাবে নাই। বুদ্ধিমতী মাতার সাহায্যে সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া খড়রিয়ার কাছারীতে মোহরারের কার্য্য করিতে থাকে। পরে আমি তাহাকে আমার কলিকাতার বাসায় লইয়া গিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীলের ষ্টেটে ৪০ টাকা বেতনে নায়েবী কার্য্য লইয়া দেই। এই সচ্চরিত্র জ্ঞাতি যুবকের সাহায্য করিতে পারিয়া আমি নিজেকে অত্যন্ত কৃতার্থ মনে করিয়াছি। প্রহ্লাদচন্দ্র নিজ সাধুতা ও কর্ম্ম দক্ষতা গুণে এক্ষণে ৫০ টাকা বেতনে উন্নমিত হইয়াছেন। ইনি গোটাপাড়ার রাজেন্দ্র ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, ইহার ৩টী পুত্র ও ২টী কন্যা জন্মিয়াছে। রামানন্দের তৃতীয় পুত্র শ্যামাচরণের ২ পুত্র যতীন্দ্র ও মণীন্দ্র, ২ কন্যা সুখদা ও মোক্ষদা। যতীন্দ্রনাথ গোটাপাড়া নিবাসী চন্দ্রকান্ত ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। এই যতীন্দ্রনাথ যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উচ্চ উপাধি লাভ করেন নাই, তথাপি তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত ও প্রখর। ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত খড়রিয়া বড় জিলায় ম্যানেজারি অতি সুনামের সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। রাহাবংশের মধ্যে ইনিই বর্ত্তমানে গ্রামে থাকিয়া

গ্রামের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে যোগ দিতেছেন। যতীন্দ্রনাথ নিজে নিঃসন্তান, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভগিনী ভাগ্নেয়দিগকে সস্নেহে যত্ন আদরে প্রতিপালন করিতেছেন। ইনি অত্যন্ত মাতৃভক্ত পুত্র। যতীন্দ্রনাথের ভ্রাতা মণীন্দ্রনাথও খড়রিয়া সরকারে নায়েবী চাকরী করিতেছেন।

রামানন্দের ৪র্থ পুত্র মথুরানাথ কাইটপাড়ায় চন্দ্রঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। তাহার ৫ পুত্র ২ কন্যা। জ্যেষ্ঠ হরষিত পিলজঙ্গের গোপাল চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করেন। হরষিতের ৩ পুত্র, ২ কন্যা। মথুরানাথের ২য় পুত্র . ক্ষেত্রনাথ ভাড়াসিমলার বিহারীলাল বসুর, কন্যা বিবাহ করেন। তাহার ৩টী কন্যা। তৃতীয় পুত্র পূর্ণচন্দ্রের বিবাহ পাগলায় মিত্রদিগের ঘরে হয়। ৪র্থ পুত্র মন্মথ ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারী পাশ করিয়া খুলনা ডি, বোর্ডের চাকরী করিতেছেন। ইনি মৌভোগের ললিত ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন। সর্ব্ব কনিষ্ঠ সুশীলচন্দ্র পিলজঙ্গের ইন্দুভূষণ বাবুর কন্যা বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠ হরষিত চন্দ্রই এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা। ইনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ সদাশয় লোক। দীর্ঘকাল খড়রিয়া জমিদার সরকারে চাকরী করিয়া ভ্রাতাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, স্বচ্ছলে সংসার চালাইতেছেন। বর্ত্তমানে অন্যান্য ভ্রাতারা জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছেন।

রামানন্দের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ইন্দুভূষণ অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। রামানন্দের আর এক পুত্র বংশীবদনের ৩ পুত্র অভয়াচরণ, যোগেন্দ্র ও বঙ্ক। অভয়াচরণ ও যোগেন্দ্র নলধা হইতে উমাজুড়ী উঠিয়া যান এবং সেখানেই নিঃসন্তন মারা গিয়াছেন। বঙ্ক চিরজীবন অবিবাহিত অবস্থায় ৭৫।৭৬ বয়স পর্য্যন্ত মথুরানাথের সংসার ভুক্ত আছেন।

৺গোপীনাথের অপর শাখা কিশোর চন্দ্রের পুত্র জয়দেব, তৎপুত্র শঙ্কর, তৎপুত্র রূপরাম, রূপরামের ২ পুত্র মোহন ও বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পুত্র যদুনাথ, মোহনচন্দ্রের পুত্র ধনঞ্জয় ও মৃত্যুঞ্জয়। যদুনাথ রাহা রাহা

বংশের একজন কৃতি সন্তান। ইনি তদানীন্তম ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া মোক্তারী পাশ করেন এবং দীর্ঘকাল মোক্তারী করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। যদুনাথ দীর্ঘকাল খুল্লতাত পুত্র ধনঞ্জয়কে সংসারের কর্ত্তা করিয়া উপার্জ্জিত অর্থ তাহারই হাতে সমর্পন্ করেন এবং তাহার সঙ্গে একান্নে থাকিয়া শান্তির সংসারে যথেষ্ট সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় বুদ্ধিমান কর্ম্মী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি খড়রিয়া জমিদার সরকারে কাজ করিতেন এবং বিশেষ মিতব্যায়ী সঞ্চয়শীল পুরুষ ছিলেন। যদুনাথ রাংদিয়া আফরা গ্রামের হরশঙ্কর ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। যদুনাথের এই চারুশীলা পত্নী বিশেষ বুদ্ধিমতী, গৃহকর্ম্মে সুনিপুনা ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। ধনঞ্জয় মৌভোগ নিবাসী গোপাল ঘোষের কন্যা বিবাহ করেন।

যদুনাথের পুত্র সুধীন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই সুশিক্ষিত যুবক। সুধীন্দ্র ইংরাজী অনার লইয়া সসম্মানে বি, এ, পাশ করেন এবং কিছুদিন হাই স্কুলের হেড মাষ্টারী করেন। ইনি সাহিত্যামোদী ও সুকবি। রাহা বংশের মধ্যে এই যুবকেরই সাহিত্যসেবা সবিশেষ প্রশংসনীয়। "মহারাষ্ট্র" "সমুদ্রগুপ্ত" "আওরঙ্গজেব" "গোপিনীরমণ শ্রীকৃষ্ণ" "বিপ্লব" ও "মিলন প্রতিমা" প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর সুচিন্তিত পুস্তক সুধীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করিয়াছেন। সাহিত্যালোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই সংসারের অন্যদিকে একটু বেহুস ভাব আসিয়া পড়ে। সুধীন্দ্রনাথের তেমনি একটা উন্মাদনা আসিয়া পড়ায় উপার্জ্জন পথে নানাবিধ অন্তরায় ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ এই উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া বিবিধ ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, এক্ষণে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া একটী ছাপাখানায় ম্যানেজারী করিতেছেন এবং সাহিত্যালোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। সুধীন্দ্র কোড়ামারার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের নকুল চন্দ্র ঘোষের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রের কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ না হইলেও বিশেষ দেশ-কল্যাণকামী উন্নতমনা যুবক। ইনিই স্বীয় বিবাহের যৌতুক ১০০ টাকা দান করিয়া নলধা লাইব্রেরীর পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

ধনঞ্জয় রাহার ৫ পুত্র, জ্যেষ্ঠ ফণীন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর পর পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া খড়রিয়ার তিন আনির নায়েবী করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। ইনি গোটা পাড়ায় চন্দ্র ঘোষের তৃতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার ৫ পুত্র ৪ কন্যা। ফণীন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা শশি ভূষণ বি, এ পাশ করিয়া এখনও বিশেষ কোনও কাজকর্ম্ম পান নাই; ধুলগাঁর রাধিকা বসুর কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। ইহাদের তৃতীয় ভ্রাতা বিরিঞ্চিলাল পার্ব্বতীপুরের হরিভূষণ ঘোষের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। এই ঘোষ বংশ সামাজিক সম্পদে একটু পশ্চাৎপদ বলিয়া অন্যান্য রাহা বংশীয়দের লোক ফণীন্দ্রনাথকে সামাজিক ভাবে কতকটা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন।

এক্ষণে রত্নেশ্বরের বংশের কিছু পরিচয় দিব। রত্নেশ্বরের পুত্র কাশীশ্বর, তৎপুত্র ভুবনেশ্বর। এই ভুবনেশ্বরই রাহা বংশের সমধিক গৌরববৃদ্ধি করেন। ইনি চতুরঙ্গ কুল করিয়া রাহা বংশকে কায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের প্রতাপের কথা লোক মুখে প্রবাদের মতন শুনা যায়। রত্নেশ্বরের অপর পুত্র সর্ব্বেশ্বরের বংশের বেণীমাধব রাহা নলধা ছাড়িয়া কুষ্টিয়ায় উঠিয়া যান। দুঃখের বিষয়, এই কুলশ্রেষ্ঠ ভুবনেশ্বরের বংশ বর্ত্তমানে নির্ম্মূল হইবার মতন হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের পুত্রগণ, প্রাণনাথ, রামলোচন, রামজয়, পীতাম্বর জগন্নাথ সকলেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। প্রাণনাথের প্রসন্ন ও হরিচরণ নামে দুই পুত্র হয়। প্রসন্নের পুত্র তারকনাথ যশস্বী পিতৃকুলের গৌরবভাগী হইয়া সসম্মানে স্বগ্রাম স্বজনের বিস্তর কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তারকনাথ নিঃসন্তান পরলোকবাসী হইয়াছেন।

মধ্যম রামলোচনের পুত্র গৌরীনাথ ও মহেন্দ্র। গৌরীনাথ ইংরাজী জুনিয়ারী পরীক্ষায় পাশ হন ও পার্শিভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পানিহাটী নামক স্থানে বসুদের ঘরে বিবাহ করেন এবং উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হইয়া একটী পুত্র রাখিয়া মারা যান। পুত্রটী নিঃসন্তান মারা গিয়াছে। ভুবনেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রামজয়ের তিনটী কন্যা এক দিনেই তিনটী মুখ্যকুলিন ঘরে সম্প্রদান করা হয় এবং ঐ দিনেই হরিচরণ রাহাও মুখ্যকুলিন কন্যা বিবাহ করেন। এই চারিটী কুলক্রিয়া একসঙ্গে সম্পন্ন হয় বলিয়া চতুরঙ্গ কুলক্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ কর্ম্মকর্ত্তা সমাজে মালাচন্দনের অধিকারী হন। ভুবনেশ্বরের অন্য পুত্র পীতাম্বরের ২ পুত্র পরেশনাথ ও হারাণচন্দ্র উভয়েই অপুত্রক লোকান্তরিত হন। কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথের ৩ পুত্র মৃত্যুঞ্জয়, অম্বিকাচরণ ও রাধাচরণ। প্রথম দুইজন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। রাধাচরণের ৪ পুত্র জন্মে, সকলেই মারা গিয়াছে। একমাত্র রাধাচরণ অতি বৃদ্ধ অবস্থায় শোকক্লিষ্ট জীবনে জীবিত আছেন। এই বংশের রামচরণ রাহার একমাত্র পুত্র কালিদাস, বর্ত্তমানে নৈহাটী গ্রামে মাতুল গৃহে বাস করিতেছে। এই কালিদাসই বর্ত্তমানে রত্নেশ্বরের বংশের একমাত্র প্রদীপ। তবে এই বংশের বহু কন্যার বিবাহ প্রধান প্রধান কুলিনের ঘরে হইয়াছিল। তাহাদের সন্তান সন্ততি বংশ পরম্পরায় অনেকেই বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাতামহের উত্তরাধিকারী ভাবে কয়েক ঘর ইহাদেরই বাস্তুতে বাস করিতেছেন। ৺ভুবনেশ্বর রাহার কন্যা আদরমণিকে মূলঘড়ের কৃষ্ণমোহন বসু বিবাহ করেন। তাঁহারই ২ পুত্র সূর্য্যকুমার ও চন্দ্রকান্ত বসু। সূর্য্যকুমার বসু মূলঘড় গ্রামের শীর্ষস্থানীয় সমাজনেতা ও বিচক্ষণ পণ্ডিত লোক ছিলেন। এই বসু বংশই আবহমান কাল হইতে মূলঘড় গ্রামে এবং খড়রিয়া পরগণায় সামাজিক সম্মানে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আর একটা কথা বলিয়া রাহা বংশের ইতিবৃত্ত শেষ করিব। রাহা

বংশকে এক সময়ে লোকে "খুনে রাহা" বলিত। ইহার মূলে যাহা সত্য আছে তাহা প্রকাশ করিতে আমি বাধ্য। খড়রিয়া পরগণার জলকরের ইজারাদার ছিলেন ভুবনেশ্বরের রাহা। এই ইজারার খাজনা আদায় ব্যাপারে নায়েব গদাধর ঘোষের সঙ্গে ভুবনেশ্বর রাহাব বিসম্বাদ হয়। নায়েব মহাশয় ভুবনেশ্বরকে অপমানিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে ১০০ পাইক পাঠাইয়া দেন। ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত লাঠিয়াল পাক পেয়াদা ছিল। সুতরাং উভয় পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। ফলে নায়েবের পক্ষে ৭ জন লোক খুন হয়। যশোহরের তদানীন্তন কাজীর কাছে এই খুনি মোকর্দ্দমার বিচার হয়। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ উকিল দ্বারকানাথ মিত্র, যিনি পরে জজ হইয়াছিলেন, এই মোকদ্দমায় রাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। ফলে কাজী সাহেব ভুবনেশ্বরকে খালাস দিতে বাধ্য হন। খালাস দিবার কালে কাজী সাহেব বলিয়াছিলেন, "হাম খালাস দিয়া, লেকেন খোদা খালাস নেই দেঙ্গে।"

এই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া রাহা বংশের এই পরিবার বড়ই দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন এবং অত্যধিক ক্ষমতা-গর্ব্বে লোকের প্রতি অযথা অত্যাচার অবিচারও নাকি করেন। লোকে বলে সেই অন্যায় অপকর্ম্মের ফলেই রাহা বংশের এই শাখা এমন ভাবে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে। শিক্ষার বিষয় সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে ১৪ ঘর রাহা নলধায় বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই কার্য্য ব্যপদেশে অন্যান্য স্থানে সহর বাস আশ্রয় করিয়াছেন! যেরূপ দেখা যাইতেছে, উত্তর কালে পল্লীগ্রাম ক্রমে শিক্ষিতজনশূন্য হইয়া পড়াও আশ্চর্য্য নয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

জীবনী সংগ্রহ

স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র রাহা।

কালিচরণের বংশে ৺রামধন রাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয়
সালে নলধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিশেষ প্রাদুর্ভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে পল্লীগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার কিছুমাত্র প্রচলন হয় নাই। বাঙ্গালা এবং আরবী ও পার্শী-ভাষা শিক্ষার প্রতি লোকের বিশেষ আগ্রহ ছিল; পিতাঠাকুর মহিমাচন্দ্রও বাঙ্গালা এবং পার্শী ভাষা শিক্ষা করেন এবং পার্শী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ স্বর্গীয় রামধন রাহা মৃত্যুকালে বহু অর্থ নগদ রাখিয়া যান, ঐ সমস্ত অর্থ আমার পিতাঠাকুর মহাশয় নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলেন। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে একজন দেশমান্য লোক হইয়াছিলেন। তাঁহার সদাশয়তা, উদার দানশীলতা এবং সরল প্রকৃতি, সর্ব্বোপরি লোক প্রীতি, গুণগ্রাহিতা এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার সহানুভূতি প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুকরণীয়। মহাবলশালী ব্যক্তি বলিয়া সাধারণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি অযথা এই খ্যাতি লাভ করেন নাই। সমস্ত দেশের লোকে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত এবং সেই সঙ্গে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি বালক বালিকাদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এ বিষয় তিনি কখনও আপন পর জ্ঞান করিতেন না। আমরা দেখিয়াছি, বৃদ্ধ বয়সেও যখন তিনি বালকদিগের

স্বর্গীয় মহিমাচন্দ্র রাহা, গ্রন্থকারের পিতৃদেব।
৮৬ বৎসর বয়স।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

সহিত মিলিতেন, তখন যেন তাঁহার সুকুমার বাল্য ভাব ফিরিয়া আসিত। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার সাধারণ বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ্ণ ও প্রবল ছিল, যে নলধা স্কুলের বাৎসরিক সভাতে ইংরাজী কবি সেক্সপীয়ারের যে সকল বিশিষ্ট স্থান হইতে আবৃত্তি করা হইত, তাহা অন্যের সাহায্য ব্যতীত কেবল ভাবভঙ্গি দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। ঐরূপ আবৃত্তির পর কতবার স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ললিতমোহন দাস এম. এ. মহাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অন্য ছেলেরা যে, আবৃত্তি করিতেছে. সে এই ব্যাপার কি না? তাহার কথা শুনিয়া ললিত বাবু অবাক হইতেন। কারণ তিনি জানিতেন পিতাঠাকুর ইংরাজী জানেন না। পিতামহের প্রদত্ত প্রচুর অর্থ ভিন্ন পিতাঠাকুর মহিমাচন্দ্র তাঁহার জীবনে বহু টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই অর্থ তিনি অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব বিমোচনের জন্য, দরিদ্রের ক্লেশ নিবারণ জন্য, বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করার জন্য, অন্নাভাবে ক্লিষ্ট ব্যক্তির অন্নকষ্ট নিবারণ জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তিনি টাকা কর্জ্জ দিয়া কখনও কাহারও নিকট সুদ গ্রহণ করিতেন না। অশক্ত হইলে আসল টাকা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ মাপ করিয়া গিয়াছেন; তাহার উদাহরণ বিরল নহে। এখন আর এরূপ প্রায় দেখা যায় না। এখনকার লোক সুধু সুদে সন্তুষ্ট নহে। চক্রবৃদ্ধি আদায় করিতে পারিলে আরও অধিক খুসী হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি তেজিয়ান পুরুষ ছিলেন। কোন সবল বক্তি দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে যদি পরে উহা পিতাঠাকুরের কর্ণ-গোচর হইত; তবে তিনি উক্ত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বলিতেন; যাও আমার কথা বলগে যে বড়কর্ত্তা অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। যদি ইহাতে ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত না হয় তবে আমার কাছে আসিও। আমি সর্ব্বপ্রকারে তোমার সাহায্য করিব। সত্যই তিনি সবলের করাল হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষার জন্য একবার একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমার খরচ ১৭০০৲ টাকা

ব্যয় করেন। কিন্তু পিতাঠাকুর জানিতেন যে এই টাকার এক কপর্দ্দকও আদায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তেজের সঙ্গে তিনি বিশেষ তেজদী পুরুষ ছিলেন। দেশের মধ্যে তাঁহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য বিশেষ নাম ছিল। অনেকে তাঁহার এই জিনিসটাকে বিকৃত করিয়া তিনি অত্যন্ত "বাবু লোক" ছিলেন বলিয়া বলিত। তাঁহার যে খুব fine taste ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার একটী অতি সুন্দর এবং দ্রুতগামী অশ্ব ছিল, এবং একখানি ৮ দাঁড়ের পানসী নৌকা ছিল। কার্য্য সৌকার্য্যার্থে তিনি ঐ সকল জিনিস ব্যবহার করিতেন। সেই সেকালের আমলে তাঁহার যেরূপ উন্নত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান ছিল, এখনকার এই বিলাস প্রিয়তা এবং বিজ্ঞানের উন্নতির দিনেও ঐরূপ সদাচার চিন্তা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। আমার বিমাতাঠাকুরাণী (মাইকেলের মাসতুতো বোন) অপরিসীম সুন্দরী ছিলেন। তাঁহাকে পিতাঠাকুর বিশেষ আদর ও যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন। এরূপ শুনা যায় যে, যে ঘরে আমার বিমাতা শয়ন করিতেন, রং ময়লা হইয়া যাইবার আশঙ্কায় ঐ ঘরে পিতাঠাকুর মহাশয় মোমের বাতি জ্বালিতেন। কখনও তেলের আলো জ্বালিতেন না। তাঁহার দেহে যেরূপ অমিত বল ছিল, আহার সম্বন্ধেও তাঁহার তদ্রূপ পারিপাট্য ছিল। প্রচুর পরিমাণে দুধ, ঘি এবং মৎস্য, মাংস তাঁহার দৈনন্দিন আহারের জন্য ব্যবস্থা ছিল। নিজে যেমন পঞ্চব্যাঞ্জন না হইলে আহার করিতে পারিতেন না, তদ্রূপ অতিথি অভ্যাগত, এবং আত্মীয় স্বজনকেও সেই পঞ্চব্যাঞ্জন দ্বারা পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি প্রায়ই জ্ঞাতি, কুটুম্ব এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া বৃহৎ ভোজ দিতেন। এই সকল কার্য্যে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনে বরাবর স্বচ্ছলতার মধ্যে অতিবাহিত করিয়া গেলেও শেষ জীবনে কিছুদিন আর্থিক অনটন ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের সঞ্চিত অর্থ ভিন্ন

নিজেও যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি খড়রিয়া বড় জিলার জমিদার সরকারে বহুদিন সসম্মানে কার্য্য করেন। কিন্তু তাঁহার সততা ও ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছিলেন,—যখন শরিকী বিবাদে এষ্টেট পার্টিসন হইলে, ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে উচ্চতর পদে নিযুক্ত হইবার সাদর আহ্বান সত্ত্বেও তিনি কার্য্যে এস্তেফা দেন। অন্যান্য কর্ম্মচারীর মধ্যে অনেকেই কিন্তু এক জনকে ত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট চাকরী স্বীকার করেন। পরে খড়রিয়া ছোট জিলার জমিদারের ম্যানেজার তাঁহাকে বাড়ী হইতে ডাকিয়া নিয়া বড় মহলের নায়েবী কার্য্যে বাহাল করেন। যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট উনন্ সাহেব তাঁহার ঘোড়া দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সাহেব পিতাঠাকুরকে বলেন যে তোমার ঘোড়া আমাকে দাও, আমি তোমার এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিব, যে তোমার ছেলেপিলের কোনদিন অন্নের অভাব হইবেনা। তাঁহার হাতে তখন অগাধ অর্থ; তিনি বিনয়ের সহিত সাহেবের প্রস্তাবে অস্বীকৃত হয়েন। পিতাঠাকুরের উচ্চ আকাঙ্খা ছিল। বিষয় সম্পত্তি দালান কোঠা নগদ অর্থ প্রভৃতির মালিক হইয়া দশ জনের মধ্যে মান প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া সুখী হইবেন, এ ইচ্ছা তাহার প্রবল ছিল। পরে আমি কলিকাতায় পাকা বাড়ী করিয়াছি; আমার বড়ই দুঃখ হয় যে তিনি জীবিত থাকিতে আমি কিছু করিতে পারি নাই। সামাজিক পজিসন যাহাতে ক্রমেই উন্নত হয়, তৎপ্রতি পিতাঠাকুরের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আমার পিসিমার বিবাহ জঙ্গলবাধাল-নিবাসী মুখ্যকুলিন কালীচরণ বসুর সহিত দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুখদা সুন্দরীর সহিত রায়েরকাটী নিবাসী দ্বারিকানাথ মিত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। ইঁহারাও নিজগ্রামে কুলেশীলে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। পাড়ার জ্ঞাতিদের মধ্যে কেহ নীচু ঘরে সম্বন্ধ করেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত আপত্তিজনক ছিল। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় যদিও

সেকালের লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার চিন্তাধারা সমুন্নত ছিল। তিনি আমার দাদা এবং আমাকে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অগ্রজের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সার্থক হইয়াছিল। কিন্তু আমার জন্য অর্থব্যয় করিয়াও শিক্ষা সম্বন্ধে আমাকে বেশী দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে কনিষ্ঠের মৃত্যুর পরে, আমি কনিষ্ঠের স্থান অধিকার করায় এবং আমি অক্ষম বলিয়া আমার প্রতি তাঁহার প্রাণের টান অনেক বেশী ছিল। এ ছাড়া তিনি জানিতেন যে, লেখাপড়া কম শিক্ষা করিলেও চিকিৎসা বিদ্যায় আমার যেটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহাতে আমি অনায়াসে জীবিকা অর্জ্জন করিয়া নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিব।

তাঁহার জীবনের ধর্ম্মভাবই ছিল, তাঁহার প্রধান পরিচয়। তিনি সত্যই প্রাচীন কালের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ লোক ছিলেন। পৌষ মাসের প্রখর শীতের দিনেও তিনি প্রাতঃ স্নান সমাপনান্তে কোঁচার খুট গায়ে দিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতেন। ন্যূনপক্ষে দুই ঘণ্টা কাল এইরূপ আহ্নিক তর্পণে ব্যয় হইত। পরে মধ্যাহ্নের আহ্নিক সংক্ষেপে সমাপন করিতেন, এবং বৈষয়িক ও গৃহস্থালীর কার্য্যে সমস্ত দিন নিযুক্ত থাকিতেন। আমি কখনও তাঁহাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে কিম্বা গল্পগুজবে বৃথায় সময় নষ্ট করিতে দেখি নাই। পুনরায় সন্ধ্যা সমাগমে তিনি নিজেকে আহ্নিক, তর্পণ ও ধ্যান ধারনায় ডুবাইয়া রাখিতেন। তখন তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলে সত্য সত্যই ভক্তিরসের উদ্রেক হইত। দেব দ্বিজে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। এখনকার দিনে এই ভক্তির ভাবটী লোকের মন হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতেছে, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। জীবনের শেষ সময় তিনি আর একবার তীর্থ পর্য্যটন ও ধর্ম্ম আচরণের জন্য ব্যাকুল

হইয়া উঠিলেন। আমরা তাঁহার সেই তীর্থ-পর্য্যটন যাত্রা যে শেষ যাত্রা বা মহাযাত্রা হইবে, তাহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে তিনি এই যাত্রা কালে পাড়ার এবং গ্রামের অনেকের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকের নিকট বলিয়াছিলেন, "আমার শরৎ রহিল, তাকে তোমরা একটু দেখিও"। এবং এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইয়াছিল। তিনি কাশী প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া গয়াধামে জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথের কাছে আসিয়া অবস্থান করেন। প্রায় এক বৎসর অন্তে তাহার সামান্য জ্বর হয়। জ্বরে মাত্র ৭ দিন ভোগ হইয়াছিল। স্বর্গীয় দ্বারিক কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে চিকিৎসা করেন। একদিন হঠাৎ তাহার জ্বর বিরাম হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া তিনি সাধনোচিত অমরধামে চলিয়া গেলেন। মৃত্যুর ৫ মিনিট পূর্ব্বেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সজ্ঞানে ছিলেন। দাদার নিকট জল খাইতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে গঙ্গাজল দিলেন। জল পানান্তে তিনি আরাম করিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন, কোন প্রকার শ্বাসকষ্টে তাহাকে যন্ত্রণা দেয় নাই; পাশ ফিরিয়া শয়ন করার পর দেখা গেল, শুধু পিতাঠাকুরের নশ্বর দেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিতান্তই দুর্ভাগ্য, তাই আমি আমার পিতা ও মাতার মৃত্যুকালে তাহাদের মুখে গঙ্গাজল দিতে পারি নাই। আমার জ্যেষ্ঠের সাধনা এরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিল যে, পিতা ও মাতা চিরদিন আমার নিকট থাকিলেও, শেষ সময় উভয়েই জ্যেষ্ঠের নিকট গিয়া তাঁহার সম্মুখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। সন ১৩১১ সালের ৪ঠা মাঘ তারিখে ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতা ৺গয়াধামে তাঁহার দেহ রক্ষা করেন।

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ রাহা বি, এ,

উপেন্দ্রনাথ ১৩২৬ সালের কার্ত্তিক মাসে সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন। উপেন্দ্রনাথের স্থায় সত্যনিষ্ঠ নির্ভিক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি নলধা গ্রামে জন্মলাভ করায় নলধা ধন্ত হইয়াছে। উপেন্দ্রনাথের পিতামাতাও হিন্দু গৃহস্তের আদর্শ জনক-জননী ছিলেন। পিতা মহিমাচন্দ্রের আহ্নিক তর্পণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরও অনুকরণীয় ছিল। পিতার ধর্ম্মনিষ্ঠা উন্নতভাব পুত্রে বর্ত্তিয়াছিল। মাতা শ্যামাসুন্দরী অতিশয় সরলা, অতিথি-বৎসলা ও ভক্তি-পরয়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। এইরূপ পুণ্যাত্মা পিতা এবং ভগবদ্ভক্ত মাতার পুত্র যে কতদূর উন্নত চরিত্র এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে হয় উপেন্দ্রনাথ তাহার পূর্ণ আদর্শ।

শিক্ষা:—প্রথমে গ্রামের ইব্‌রিতুল্লা গুরুর নিকট এবং পরে অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করার পরে, খড়রিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুল হইতে কৃতীত্বের সহিত মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপেন্দ্রনাথ খুলনা গভর্ণমেণ্ট প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার জন্য গমন করেন এবং তথা হইতেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। ইহার পূর্ব্বে নলধা গ্রামে কেবল রায়বাহাদুর পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তিনিও এল, এ, পর্য্যন্ত মাত্র পড়িয়াছিলেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে আরবী ও পারশী ভাষার বিশেষ আদর ছিল। তখন পর্য্যন্ত এদেশের লোক মুসলমানদিগের শাসন ও রাজত্বের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। যখন দেখা গেল যে মুসলমান রাজত্ব আমলের শিক্ষা-দীক্ষা ও রীতি-নীতিতে আর বিশেষ কিছু উপকারের সম্ভাবনা নাই; চাকরী করিতে গেলে, আইন আদালতে সর্ব্বত্রই ইংরাজী শিক্ষার নিতান্ত

স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ রাহা বি, এ, হেড মাষ্টার।
নলধা হাই, গৈলা হাই, কটন ইনষ্টি, ফিমেল বোর্ডিং ইনষ্টি,
বরাহনগর, গয়া, সাহেবগঞ্জ হাইস্কুল। গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠ সহোদর
ও ধীরেন্দ্রনাথের পিতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে; তখন দেশ মধ্যে ক্রমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ লোকের মনে জাগিয়া উঠিল; এই সময় উপেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতার ব্যবস্থায় কলিকাতা মহানগরীতে শিক্ষার জন্য গমন করেন এবং এফ, এ, ও পরে বি, এ, পাশ দিয়া বি, এল, পড়িতে থাকেন। রায় বাহাদুর উকীল হইয়া আইন ব্যবসায় করিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর অর্থ এবং যশোলাভ করিয়াছিলেন, ইহাই আমার সহোদরকে বি, এল, পড়াইবার হেতু। পিতা মহাশয়ের যেমন পার্শি ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল, উপেন্দ্রনাথও ইংরাজী এবং গণিতে সেইরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠতত ভাই অভয়াচরণ ও উপেন্দ্রনাথ যখন প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তখন নলধা এবং নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতে বহু লোক তাঁহাদিগকে দেখিতে আইসে। তৎপূর্ব্বে নলধা গ্রামে আর কেহ বি, এ, পাশ করে নাই। পিতার প্রথমে অনেকগুলি কন্যা জন্মে। পরে অধিক বয়সে উপেন্দ্রনাথের জন্ম হওয়ায় পিতা অগ্রজের জন্মোপলক্ষে অনেক দান খয়রাৎ এবং অর্থ ব্যয় করেন। শেষ কালে এক ব্যক্তি একটী বন্দুকের আওয়াজ করিয়া পিতাকে বলিল, আপনার নবজাত সন্তানের যশরশ্মি ভবিষ্যতে এই বন্দুকের শব্দের ন্যায় দিগন্তব্যাপী হইয়া সংসারে ব্যপ্ত হইবে। উপেন্দ্রনাথ পিতার ন্যায় বাল্যে কৈশোরে ও যৌবনে মহাবলশালী বলিয়া গণ্য হইতেন। যাহা হউক তখন লেখাপড়া শিক্ষার জন্য এখনকার ন্যায় নানা প্রকার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর উপেন্দ্রনাথ, অভয়াচরণ, মূলঘর নিবাসী বাবু নবকুমার কর, উক্ত গ্রাম নিবাসী বৈদ্যবংশ উজ্জ্বলকারী দেশ মায়ের ভক্ত সেবক বাবু নেপালচন্দ্র রায়, উৎকূল নিবাসী মহাত্মা উমেশচন্দ্র ঘোষ, ঘাটভোগ নিবাসী ৺হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বারুইপাড়া নিবাসী বিপিনচন্দ্র রায় খুলনায় মেস্ করিয়া নিজেরা

হাটবাজার রান্না পর্য্যন্ত স্বহস্তে করিয়া লেখাপড়া করিতেন। হরিচরণ অকালে সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। অবশিষ্ট সকলেই কৃতবিদ্য ও দেশমান্য হইয়া সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করেন। উহাদের মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর উপেন্দ্রনাথ এবং নেপালচন্দ্র চরিত্র বলে স্বদেশে এবং বিদেশে পূজিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র বহুদিন হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বোলপুর শান্তি নিকেতনের বিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষকতা করিতেছেন। এই সময় পিতা কলিকাতায় চাকরীর জন্য গমন করেন, খুল্লতাত ৺মাধবচন্দ্র রাহা কোন প্রকারে কায়ক্লেশে সংসার চালাইতেন। এবং অতি কষ্টে ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বিধান করিতেন। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার দিনও পরীক্ষার ফি ও বেতন সংগ্রহ করা কঠিন হইল। তখন খোরাকীর ধান্য বিক্রয় করিয়া খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রের পরীক্ষার ফিসের টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় যোগাড় করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষা কেন্দ্র তখন বরিশালে হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে দয়ালু এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। এই পরীক্ষা দিতে যাইবার কালে তাঁহার সহাধ্যায়ী একটী ছাত্রের গায়ের কাপড় ছিল না। অগ্রজ তাহার নিজের গায়ের কাপড় উক্ত বালককে দিয়া নিজে একটী বিছানার চাদর গায়ে দিয়া পরীক্ষা দিয়া আইসেন।

উপেন্দ্রনাথ এফ. এ. ও বি. এ. মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজ হইতে পাশ করেন। পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপন কলেজে বি. এল. পড়া শেষ করেন। বি. এ. পাশ করিয়া উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে যান, তিনি নানা কথার পর দাদা অতঃপর কি করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন জানিতে চাহেন। দাদা বি. এল. পড়িয়া উকীল হইতে ইচ্ছা করেন।

এই কথা বলিতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতে গুরুতর আপত্তি করেন এবং বলেন যে বি. এ. পাশ করিলেই এখনকার ছাত্রদের বি. এল. পড়া এবং উকীল হওয়া ব্যাধিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইাছে। তখন দাদা মহাশয় নিজের মত ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন সৎপথে থাকিতে গেলে উকীল হওয়া চলেনা। কিন্তু আমার পিতাঠাকুরের ইচ্ছা যে উকীল হইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করি। এই কথা শুনিবা মাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল এবং তিনি বলিলেন, যখন তোমার বাবার ইচ্ছা বি. এল. পড়া এবং উকীল হওয়া তখন নিশ্চয় তুমি পিতার ইচ্ছা পুরণ করিবে। যাহা হউক বি. এল. পড়া শেষ করার পর পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই পিতাঠাকুরের মৃত্যু হওয়ায় আর তিনি বি. এল. পরীক্ষা দেন নাই। কারণ ব্যবহারজীবের ব্যবসায়ের উপর বিন্দু মাত্র শ্রদ্ধা না থাকায় আর কিছুতেই ঐ পরীক্ষা দিতে চাহেন নাই। জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহার একটী অতৃপ্ত আকাঙ্খা ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় নানাবিধ সদগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। যে সকল স্থানে তিনি শিক্ষকতা করিয়াছেন, ঐ সকল স্থানের বালকদিগকে লইয়া নানারূপ সভা সমিতি করিয়া জ্ঞানা-লোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিজ জন্মভূমি নলধা গ্রামে হেড মাষ্টারী করিবার সময় বালক সমিতির অধিবেশনে বালকদিগকে লইয়া নানারূপ শাস্ত্র ও জ্ঞানালোচনা করিতেন। তিনি ভাল ভাল কবিতা ও কাব্য গ্রন্থ পড়িতে এবং পড়িয়া অপরকে শুনাইতে ভাল বাসিতেন। তিনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। রবি বাবুর রাজা ও রাণী, বিসর্জ্জন নামক গ্রন্থ, কচ ও দেবযানীর আখ্যান এবং কড়ি ও কোমল হইতে সুন্দর সুন্দর কবিতা কতবার সকলকে একত্র করিয়া পড়িয়া শুনাইয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সেলির কবিতাই বেশী পছন্দ করিতেন। তিনি নিজেও

অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। ঐ সকল কবিতা কখনও ছাপাইতে চেষ্টা করেন নাই। কারণ সংসারে নিজেকে প্রচার করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। আমার ভাতৃজায়াকে তিনি প্রতিবৎসর তাঁহাদের বিবাহের স্মৃতিবাসরে একটী করিয়া অতি সুন্দর কবিতা উপহার দিতেন। এই সকল কবিতা পাঠ করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে কবিতা লেখায় তাহার একটা স্বভাবসিদ্ধ শক্তি ছিল। চর্চ্চা করিলে কালে তিনি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন। জ্ঞানালোচনা ভিন্ন তাঁহার জীবনের যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ আহার ও নিদ্রাতে যে সময় ব্যয় হইত, তদ্ভিন্ন অন্য সমুদয় সময় তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যাপন করিতেন। তাহার স্বর অত্যন্ত কোমল এবং মিষ্ট ছিল। অত্যন্ত সুন্দর গান গাহিতে পারিতেন। কিন্তু কদাচিৎ তাহাকে গাহিতে শুনা যাইত। তাহার যৌবনের মধ্যাহ্নে তিনি সেতার বাজান শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার হাতও অত্যন্ত মিষ্ট ছিল। তিনি নিতান্ত আড়ম্বর শূন্য লোক ছিলেন। বাবুয়ানা, বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। চিন্তাশীল লোকেরা যেরূপ মৃদু-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাঁহার স্বভাবও তদ্রূপ ছিল।

গার্হস্থ্যজীবন :—মূলঘড় নিবাসী ৺শশধর রাহা মহাশয়ের প্রস্তাবে যশোহর মধ্য-নৈহাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ঘোষ (ঝিনাইদহ মহকুমার বিখ্যাত উকিল) মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গোলাপ কুমারীর সহিত উপেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই সময় আমি বালিগঞ্জে থাকিয়া লণ্ডন মিশনরী কলেজ স্কুলে পড়িতাম এবং অগ্রজ মহাশয় ৩৮।৫ সুকিয়া ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর নিকট মেসে বাস করিতেন। আমি বালিগঞ্জ হইতে সুকিয়া ষ্ট্রীটে দাদা মহাশয়ের নিকট গিয়া খরচ পত্র লইয়া এবং

তাহার অনুমতি লইয়া কন্যা দেখিতে যাই। কেদার বাবু গ্রামের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ধন-সম্পদে সর্ব্বপ্রধান লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও সকলেই শিক্ষিত এবং কৃতবিদ্য। তাহারা বর্ত্তমানে মঙ্গলপোতা ত্যাগ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। কেদার বাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে মহেশ্বরপাশা গ্রাম নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুর ইঞ্জিনিয়ার বিবাহ করেন এবং মধ্যম কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীকে মূলঘড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শশধর রাহা মহাশয় বিবাহ করেন। এই বিবাহে অগ্রজ মহাশয় সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। আমার ভ্রাতৃজায়া বিদূষী, বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠা কন্যা বলিয়া পিতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-পাত্রী ছিলেন। এই বিবাহে দাদা মহাশয় কোনপ্রকার বরপণ কিম্বা যৌতুক গ্রহণ করেন নাই। আমার পিতাঠাকুরও এবিষয়ে অত্যন্ত উদার ছিলেন। বর্ত্তমানে বিবাহের পণপ্রথার পাপ তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিতে পারে নাই। অগ্রজের ২ দুইটী পুত্র এবং ৩টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে, শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র এবং শ্রীমতী রাজবালা, সরযূ এবং সুরমা। বীরেন্দ্র বাল্যকালে গয়াতে বিশুচিকা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপর পুত্র শ্রীমান্ ধীরেন্দ্র এবং কন্যাদের বিবহের বৃত্তান্ত এবং অপরাপর বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত করা হইয়াছে।

কর্ম্মজীবন :—বি, এ, পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই তিনি কলিকাতা কটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রধান শিক্ষকের পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েন। উক্ত পদে এক বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত অধ্যাপনা কার্য্য পরিচালনা করার পর সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বরানগর Female Boarding Institute এর হেড্ মাষ্টার ও সুপারিটেণ্ডেণ্ট্ এর পদে নিযুক্ত হয়েন। ঐ পদে বিশেষ চরিত্রবান ব্যক্তি

ভিন্ন কেহ নিযুক্ত হইতে পারিত না। আমার অগ্রজের স্বভাব চরিত্র এরূপ পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল, যে শশিপদ তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় ভাল বাসিতেন। কয়েক বৎসর এই চাকরী করার পর তাহাকে বরানগরের ম্যালেরিয়ায় আক্রমণ করে এবং তাহার স্বাস্থ্য একেবারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। তখন তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া বরিশাল জিলার হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। তথা হইতে নিজ জন্ম পল্লী নলধা স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। কারণ তখন নলধা স্কুলের আয় নিতান্ত কম ছিল; তাহাতে বিদেশী উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া সম্ভব ছিল না। বরানগরের ম্যালেরিয়ায় যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন হইতেছিল না, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে ডিস্পেপ্সিয়া রোগে আক্রমণ করায় পশ্চিমে কোথাও চাকরী লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এই জন্য হিন্দি এবং কাইতী শিক্ষা করেন। অল্প দিনের মধ্যে গয়া সাহেবগঞ্জ স্কুলের হেড্মাষ্টারী পাইয়া তথায় গমন করেন। আমি তখন যশোহর নওয়াপাড়া নামক স্থানে ডাক্তারী চিকিৎসা করি। পিতাঠাকুর মহাশয় বৃদ্ধাবস্থায় পীড়িত হইয়া পড়ায়, অগ্রজ মহাশয় আমাকে নওয়াপাড়া ত্যাগ করিয়া নলধা আসিয়া পিতার সেবা শুশ্রূষা করিতে আদেশ দিয়া যান। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আমি চিরদিনই পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া কখনও তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে ক্রটী করি নাই। কাজে কাজেই আমাকে নওয়াপাড়া ত্যাগ করিয়া নলধায় পিতার নিকট আসিতে হইল। দাদা গয়াতে চলিয়া যান এবং তথায় গিয়া মাষ্টারী করিতে থাকেন। এই গয়া সাহেবগঞ্জ স্কুলের শিক্ষকতা করিয়াই তিনি তাঁহার মহা-মহিমময় জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। এই স্কুলে কার্য্য করার সময় গয়া জিলায় অন্য একটী স্কুল হইতে অনেক বেশী বেতনে তাঁহাকে আহ্বান করে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার অতি

ধনলিপ্সা ছিল না, ধনলিপ্সা থাকিলে তিনি অনেক অর্থকারী প্রাইভেট বা গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিতে পারিতেন। তিনি আত্ম সম্মানকে এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে সর্ব্বোপরি স্থান দিতেন, তাই উক্ত স্কুলের সাদর আহ্বান বিনয়ের সহিত পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এই মহাশক্তি তাহার পুত্র নলধার উজ্জ্বল রত্ন শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের জীবনেও আসিয়াছে।

ধর্ম্মজীবন :—তিনি পঠদ্দশায় যখন কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া B. L. পড়িতে ছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি অন্তরের মধ্যে প্রস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনাতে রীতিমত যোগ দিতেন। কিন্তু ৩৮।৫ সুকিয়া ষ্ট্রীটে থাকা সময় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ও মহাত্মা রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সঙ্গ তাঁহার ধর্ম্মজীবন পূর্ণভাবে ফুটাইয়া দেয়। এই সময় তিনি প্রত্যহ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর ধর্ম্ম আলোচনা শ্রবণ করার জন্য প্রত্যহ তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাঁহার উপদেশাদি শ্রবণ করিতেন এবং তিনি পরে মহাত্মা রামকুমার বিদ্যারত্নের নিকট এই সময় দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোন জিনিষেরই তিনি আড়ম্বর পছন্দ করিতেন না। সুতরাং তিনি অতি গোপনেই এই দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া, নিজ কুলগুরুর নিকট কোন মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্মভাব তাঁহার জীবনে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়াছিল। তাই তাহার মৃত্যুসময়ে তিনি নারায়ণের নবজলধর মধুর মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে করিতে পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কাশীধামে তাঁহার দেহ রক্ষা করেন। এই সৌভাগ্য কয় জন দূরপল্লীবাসী হিন্দুর অদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে জানি না। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বলে, কাশীতে মৃত্যু হইলে তাহার আর পূনর্জন্ম হয় না। নলধা রাহা বংশের আর কোন ব্যক্তির কাশীতে মৃত্যু হইয়াছে জানা যায় না। কেবল আমার অগ্রজ কাশীধামে এবং আমার

শুদ্ধ ও পবিত্র পিতামাতা গয়া ধামে দেহ রক্ষা করিয়া নলধা গ্রামে আমাদের বংশের উদ্ধার সাধন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে আমার ভক্তি ভাজন অগ্রজ মহাশয় ৫৯ বৎসর বয়সে সন ১৩২৭ সালে পৌষ মাসে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। রায় বাহাদুর এক দিবস সত্য সত্যই বলিয়া ছিলেন "উপেন্দ্রের ambition ছিল না বটে কিন্তু তাহার মত লোক রাহা বংশে আর কয় জন জন্মিয়াছে। উপেন্দ্রের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বর্ত্তমান সময় দুর্ল্লভ"। উপেন্দ্রনাথ তাহার সংসারিক জীবনে শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও কখনও সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। বৃহৎ প্রলোভনেও কেহ তাঁহাকে কখনও টলাইতে পারে নাই বা তাহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। উপেন্দ্রনাথ বৃহৎ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্যও জীবনে কখনও মিথ্যার ভাণ পর্য্যন্ত করেন নাই। এইরূপ সুসন্তান নলধার গৌরব বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুকালে তিনি তাহার কনিষ্ঠ সম্বন্ধীকে বলিতেছিলেন "সেজ দা দেখ্‌তে পাচ্ছ না, ঐ যে মদন মোহন ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখ দেখ সেজ দা কি কি মধুর মূর্ত্তি। জীবন আমার সার্থক ও ধন্য হইল।" ইহাঁর পরেই সব শেষ হইয়া গেল! কেবল, একবার বলিয়াছিলেন, কই শরৎ এখনও এলোনা? এই কথা আমার জীবনে শেলসম বিদ্ধ হইয়া আছে!
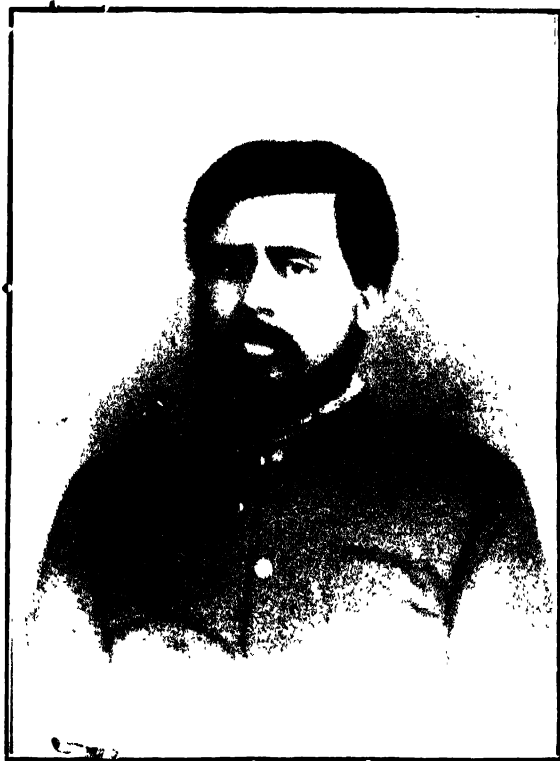
স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত,

রেক্টর নলধা হাই স্কুল, সংস্কারক ও স্বদেশ ভক্ত নেতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

যখন শিক্ষার বিস্তৃতি লইয়া এতদ্দেশে ঘোরতর আন্দোলন চলিতে ছিল, তখন বিধাতা পুরুষ নলধার প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠেন, এবং একদিন শারদীয় অরুণ আলোকে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। নলধার বালক এবং যুবকবৃন্দের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতিবিধান জন্য মঙ্গলময় ভগবান, আমার সহোদর উপেন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতা হইতে ইহাঁকে নলধায় প্রেরণ করেন। সুদূর শ্রীহট্ট জেলার পার্ব্বত্য প্রদেশে হরিনগর নামক স্থান ইহার জন্মভূমি। ইনি নলধা গ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকল ইহাঁর কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, ভগবান বিশেষভাবে নলধার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্যই ইহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ১৫৲ পনর টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন এবং ঢাকাতে এল. এ. পড়িবার জন্য প্রেরিত হয়েন। তথায় আসিলে ইহাঁর বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরী মোহন দাসের সহিত পরিচয় হয়। সুন্দরী বাবু একেশ্বরবাদী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুন্দরী বাবু অতি সরল এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং খাঁটী মানুষ ছিলেন। তাঁহার জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত ইহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া সত্যের পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। একদিন সুন্দরী বাবুর স্ত্রী মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে সস্নেহে উহা আহার করিতে বলেন। এই বালিকার সৌম্য মধুর মূর্ত্তি তাঁহার মাতৃভাব জাগাইয়া তুলে। সুরেন্দ্রনাথ

জানিতেন, সুন্দরী বাবুর গৃহে আহার করিলে, তাহার ফল হিন্দু সমাজে কতদূর গুরুতর হইবে। কিন্তু তিনি সুন্দরী বাবুর স্ত্রীর এই স্নেহের আহ্বান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুন্দরী বাবুর জন্মভূমিও শ্রীহট্টে ছিল; সুতরাং সুরেন বাবুর তাঁহার বাড়ীতে আহারের বিষয় প্রচারিত হইতে একটুও বিলম্ব হইল না। সুরেন বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর গোড়া হিন্দু ছিলেন, তিনি সুরেন্দ্রনাথকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু আচার অনুসারে চলিতে আদেশ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সসম্মানে তেজের সহিত উক্ত আদেশ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিপ্রহর গভীর অন্ধকার রাত্রি! টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। সুরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর ঐ সময় তাঁহাকে গৃহত্যাগ করিবার আদেশ করিলেন; সুরেন্দ্রনাথ নিজ পৈতৃকগৃহ, জন্মস্থান,—যাহা প্রত্যেক লোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু, তাহা প্রভাতে ত্যাগ করিয়া যাইবেন বলিয়া রাত্রির মত থাকিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রকার সুখ সম্পদ, আরাম ত্যাগ করিয়া "সত্য ধর্ম্মের" জন্য কঠোর কষ্ট ও দুঃখকে বরণ করিয়া লইলেন এবং ঐ অন্ধকারচ্ছন্ন নিশিথে একাকী সেই অনাদি অনন্ত ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন। সমস্ত রাত্রি হাটিয়া সুন্দরী বাবুর স্ত্রী,—সেই দেবীতুল্যা মাতৃ স্বরূপিনী স্নেহময়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি তাঁহাকে পুত্রাধিক স্নেহে কোলে তুলিয়া লইলেন। এবং তথায় থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ এল. এ. পড়ীতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার বিখ্যাত পালোয়ান ঢাকা কলেজের শিক্ষক পার্শ্বনাথের সহিত পরিচয় হয়। এবং ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রিয় শিষ্য মধ্যে গণ্য হয়েন। এল. এ. পরীক্ষা দিবার সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয়েন না, এবং ঢাকা হইতে কলিকতায় চলিয়া আইসেন। কলিকাত্তাতে তিনি নব্যভারতের সম্পাদক দেবী বাবুর বাড়ীতে আশ্রয়

লাভ করেন। কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সঙ্গ তাঁহাকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ক্রমে ক্রমে অধিকতর উৎসাহী এবং আগ্রহান্বিত করিয়া তুলে। এই সময়ে উপেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উপেন্দ্রনাথই তাঁহাকে নলধায় প্রেরণ করেন। নলধায় আসিয়া প্রথমে তিনি নলধা স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে তাহার সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং উপেন্দ্রনাথ, অভয়াচরণ, তারকনাথ ও সীতানাথ রাহা এবং কুঞ্জবিহারী রাহাকে তাঁহার সহযোগীরূপে প্রাপ্ত হয়েন। অনুকূল চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, কনকচন্দ্র, পাগলার উপেন্দ্রনাথ মিত্র ও আফরা গ্রামের বেহারীলাল ঘোষ এবং আমি তাহার মধ্য ইংরাজী স্কুলের প্রথম পরীক্ষার্থী ছাত্র।

প্রথম বৎসরই উপরোক্ত ছয় জন ছাত্র মধ্য ইরাজী পরীক্ষায় উপস্থিত হই। আমি, অনুকূল ও বিহারী প্রথম বিভাগে এবং ত্রৈলোক্য কনক উপেন্দ্রনাথ ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। অনুকূল ও বিহারী ৩ বৎসরের বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। প্রথম স্কুল স্থাপন করিয়া ইহার অপেক্ষা কৃতকার্য্যতা ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে। পরে তাহার শিক্ষাগুণে প্রতি বৎসরই নলধা স্কুল জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রদিগের মানসিক উন্নতির জন্যও তদ্রূপ চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহার গুণগ্রাম ও মহানুভবতার বিষয় নলধা ও ক্রমে তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে বহুবেগে প্রসারিত হইতে লাগিল। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী লোক ছিলেন, কিন্তু গোড়া হিন্দুদেরও বলিতে শুনিয়াছি, যে সুরেন্দ্রনাথের মত ব্রাহ্ম যদি সমস্ত লোক হয়, তথাপি তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর ৺মহিমা চন্দ্র গোড়া হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তিনিও সুরেন্দ্রনাথকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং বলিতেন, "সুরেনের মত যদি সমস্ত লোক হয়, তবে ত

দেশ ধন্য হইয়া যায়"। সুরেন্দ্রনাথ এরূপ উদার প্রকৃতির ছিলেন, যে হিন্দুদের হরির ভোগে যোগ দিতেন, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় ভাইফোটা গ্রহণ করিয়া অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। আমি বিবাহ করিয়া আসিলে ৪৲ চারি টাকা আশার্ব্বাদ দিয়া আমার স্ত্রীর মুখ দেখিয়াছিলেন। এই সামান্য বিষয় গুলিতেই তাঁহার চরিত্র যে কতদূর উদার এবং মহৎ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাহার কর্ম্ম জীবন ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং বিস্তৃতি লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক চেষ্টায় এই সময় ৺মহিমাচন্দ্র রাহা মহাশয়ের মণ্ডপের পোতার উপর প্রত্যেক শনিবারে ও রবিবারে বালক সমিতির অধিবেশন হইত, পরে তাঁহার গণেশের দল, হোমিওপ্যাথী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ৺হীরালাল রাহা মহাশয়ের বৈঠকখানা দালানে প্রার্থনা সভা স্থাপিত হয়। এবং নলধা মাইনর স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে উন্নমিত হয়। এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত লেখা হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথেব অদম্য উৎসাহে নলধা গ্রামে D. Board হইতে রায় বাহাদুর অমৃতলালের সাহায্যে একটী Reserve-tank প্রস্তুত হয়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে নলধা গ্রামে প্রায় প্রতিবৎসর বহু জীবন বিসূচিকা রোগে কালগ্রাসে পতিত হইত। কিন্তু এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার পর ঐরূপ মহামারীরূপে নলধা রাহা পাড়ায় আর কখন কলেরা রোগ দেখা দেয় নাই। ঐ পুকুরের নাম "মাষ্টারস্ ট্যাঙ্ক" রাখা হয়। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ছিল সেবা পরায়ণ, তিনি সর্ব্বদা বলিতেন "নামে রুচি জীবে দয়া" ইহাই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেইজন্য তিনি বিশেষ ভাবে একটী সেবাশ্রম প্রস্তুত করিলেন, ইহাই তাহার জীবনের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ আকাঙ্খা ছিল, সেইজন্য উপেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট উপদেশ ও পরামর্শ লইতে যান। বিদ্যাসাগর তাঁহাদের এইরূপ শুভ আকাঙ্খার বিষয় যে কতদূর আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। তিনি

তাহাদের এই শুভ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়েন।

এই জন্য তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াই তাহার স্ত্রীকে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে পড়ানর সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। তিন বৎসর বাদে তাঁহার স্ত্রী সম্মানের সহিত ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বরিশালে তাঁহার মায়ের নিকট যান। সুরেন বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তাঁহার শ্বশুর ৺বৈকুণ্ঠ বাবুর কিছু ঋণ ছিল, এই ঋণ পরিশোধ জন্য তাঁহার ভায়রা ভাই ৺প্যারীমোহন দাসের ইচ্ছায়, সুরেন্দ্রনাথের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার স্ত্রী বরিশাল মেয়ে হাসপতালের সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন এবং বরিশালে থাকিয়া উক্ত কার্য্য করিতে থাকেন। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া এই সময় সুরেন্দ্রনাথকে নলধা হইতে কিছুদিনের জন্য বরিশালে তাহার স্ত্রীর সহিত একত্রে থাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। তখন কেহই জানিতে পারে নাই যে, এই তাহার শেষ বিদায়। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে শুধু বসিয়া বসিয়া আলস্যে দিন যাপন করা একেবারেই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এই সময় বরিশালের গভর্ণমেণ্ট স্কুলে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হইলে, অনেক বি, এ, এম, এ, দরখাস্ত করেন। সুরেন্দ্রনাথ উক্ত পদপ্রার্থী হইয়া নিয়োগকর্ত্তা তদনীন্তন বরিশালের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিট্সন বেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের উপযুক্ত কর্ম্মী মানুষ বাছিয়া লইতে বিলম্ব হইল না; তিনি বি. এ. এম এ. ত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকেই পছন্দ করিলেন। উক্ত জেলা স্কুলে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শিক্ষা প্রণালী, চরিত্র বল ও সেবা কার্য্যে বরিশালের দেশভক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং অনেকেই তাঁহার গুণের আদর করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের কার্য্য বুঝি শেষ হইয়া

আসিল, তাই বরিশালে থাকা সময় তিনি কঠিন জ্বর রোগে শয্যাগত হন, এবং তাহাতেই তাঁহার জীবলীলা শেষ করিয়া তিনি সত্যধামে প্রয়াণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে নলধার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পুরণ করার লোক নলধায় জন্মে নাই। সুরেন্দ্র নাথ মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন। নলধা স্কুলে তাঁহার কার্য্যকালে যখন দেখিলেন, আর একজন উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধু এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য রেবতীমোহন সেনকে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে আনয়ন করেন; স্কুল হইতে তাহার বেতন দিবার ক্ষমতা ছিলনা, সেইজন্য নিজের বেতনের দ্বারা তাহার যে নিয়মিত দান কার্য্য সমধা হইত, উক্ত পরিমাণ টাকা রাখিয়া বাকী টাকায় কতক এবং স্কুল তহবিল হইতে কতক দিয়া রেবতী বাবুর পুরা বেতন শেষ করিতেন, কারণ রেবতী বাবুর টাকার আবশ্যক ছিল। আমার সোদর প্রতিম শ্রীমান বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী এম. এ. বি. এল. (বর্ত্তমানে আলিপুরের উকীল) সুরেন্দ্রনাথের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছাত্র ছিলেন। বঙ্কু যেমন মেধাবী, তদ্রূপ চরিত্রবান ছাত্র ছিলেন। বরিশালের বাগ্মীপ্রবর স্বদেশ ভক্ত কর্ম্মী পরম ভক্তিভাজন ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে "বঙ্কুর চরিত্র বৃদ্ধদেরও অনুকরণীয়"। একটী গ্রাম্য বালকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা প্রশংসা এবং গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে। এই জন্যই বঙ্কু সুরেন্দ্রনাথেরও প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনী বিস্তারিত ভাবে লিখিতে গেলে একখানি পৃথক বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। কাজে কাজেই সেই মহান ত্যাগী পুরুষের পবিত্র মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া অকর্ম্মন্য হীন আমি তাঁহার জীবনের ২।১টী কথার অবতারণা করিয়া সেই পবিত্র আখ্যায়িকা এইখানে সমাধা করিলাম।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে একখানি Translation & Retranslation

ও একখানি Grammer লিখিয়া গিয়াছেন। Grammer খানি ছাপাইতে পারেন নাই। অপর পুস্তক খানি ছাপিয়া ছিলেন, উহা অনেক মধ্য ইংরাজী ও হাই স্কুলে পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উহার নাম ছিল "Proverbs & Idioms"।

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) তিনি অতি অল্পাহারী ছিলেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ৩।৪ জনের ভাত অনায়াসে খাইতে পারিতেন। একবার এক হোটেলে খাইতে গিয়া শুধু ডাল দিয়া ৫।৬ জনের ভাত খাইয়া ফেলেন, তাহাতে হোটেল ওয়ালা প্রথমে ভয়ানক চটিয়া যায়, পরে যখন সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ৫।৬ জনের দাম চুকাইয়া দিলেন, তখন সে মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুনরায় তাহার হোটেলে একদিন খাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ কাতরভাবে প্রার্থনা করে।

(২) সুরেন্দ্রনাথের বালকোচিত স্বভাব ছিল, মুখ বিকৃত করিয়া ছোট ছোট ছেলে পেলেদের ভয় দেখাইতেন।

(৩) লোকের প্রকৃতি অনুসারে হোমিওপ্যাথী ঔষধের নাম অনুসারে নাম করণ করিতেন। যথা কাহারও নাম বেলেডোনা, কাহারও নাম ডালকামারা! অন্য নাম ও রাখিতেন যথা :—"সিমেলপ্যানিক"।

(৪) অত্যন্ত রহস্য প্রিয় ছিলেন। একবার তাহার ভায়রা ভাই প্যারী বাবুর নিকট "হিজেল বোথাম" নামের কার্ড পাঠাইয়া দিয়া অদ্ভুত রকমের সাহেবী পোষাক পরিয়া এবং হ্যাট্ মাথায় দিয়া অপেক্ষা না করিয়াই একবারে দোতলায় গিয়া মেয়েদের নিকট উপস্থিত হইলেন; প্যারী বাবুও ভয়ে অস্থির হইয়া একখানি প্রকাণ্ড লাঠি নিয়া হিজেল বোথামকে মারিতে উদ্যত হয়েন, এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ টুপী খুলিয়া হাসিয়া উঠেন এবং সকলকে আনন্দিত করেন। এইরূপ পবিত্র আমোদ প্রমোদ করা অভ্যাস ছিল।

(৫) সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন, যে শরৎকালের শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁহার জন্মভূমি শ্রীহট্টের সেই সুন্দর পাহাড়ের কথা মনে পড়ে এবং তথায় ছুটীয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

(৬) স্কুলের বাহিরে তিনি স্নেহময় পিতা, প্রাণ প্রিয় সহোদর, অন্তরের বন্ধু ছিলেন ; কিন্তু স্কুলে যখন ক্লাশে পড়াইতে বসিতেন, তখন তাহার মূর্ত্তি দেখিলে অন্তরাত্মা স্বতই কম্পিত হইত। স্কুলে তিনি ছাত্রদের নিকট ষোল আনা discipline চাহিতেন। তাহার এক বিন্দু ইতর বিশেষ হইতে দিতেন না। অথচ ছাত্রদিগের রোগ শয্যায় সুরেন্দ্রনাথকে না পাইলে কাহারও রোগের কষ্ট দূর হইতে পারিত না।

(৭) সুরেন্দ্রনাথ সুন্দর সুন্দর কবিতা ও গান লিখিতেন ;

(৮) সুরেন্দ্রনাথ কোথায় কখন বাহ্যে করিতেন, তাহা কদাচিৎ মানুষের চ'খে পড়িত।

(৯) তিনি পুকুরের সাধারণ ঘাটে, যেখানে সকলে স্নানাদি করিত তথায় কখন স্নান করিতেন না। এক এক পাশে নিজে নিত্য নূতন স্থানে স্নান করিতেন।

(১০) তিনি নদীতে ঢেউ খাইতে ভাল বাসিতেন। আমাদিগকে সঙ্গে নিয়া, যখন ষ্টীমার চলিয়া যাইত তখন নদীতে ঝাপাইয়া পড়িয়া ঢেউ খাইতেন।

(১১) তিনি ন্যায় ও সত্যের জন্য কাহারও খাতির রাখিতেন না। তিনি ৺হীরালাল রাহা মহাশয়ের ঘরে আহার করিতেন, কিন্তু সেইজন্য কখনই তাঁহাকে খাতির করিয়া তৎকৃত অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি কিম্বা তাঁহাদের ঘরের কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে অতিশয় তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

(১২) তিনি একবার বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে যোগ দিতে গমন করেন। তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রাহা ও তস্য পত্নী এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কন্যা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

NANDAN PRESS CALCUTTA

তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে মনস্থ করেন। সেই সময় লাখটিয়ার বৈকুণ্ঠ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ ঠিক হয়। কাদম্বিনী অতি সুশীলা ও বিদূষী মহিলা ছিলেন।

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রাহা।

(ডিষ্ট্রিক্ট পোষ্টমাষ্টার মুঙ্গের)

খুলনা জিলার অন্তঃপাতী বাগেরহাট মহকুমায় নলধা গ্রামে বিখ্যাত রাহা বংশে অনুকূলচন্দ্রের জন্ম হয়। স্বর্গীয় কালীচরণের বংশে যে সকল বুদ্ধিমান ও মনস্বী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনুকূল তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার পিতা ৺কৈলাসচন্দ্রের ৬ পুত্র ৩ কন্যা। অনুকূলচন্দ্র মধ্যম পুত্র। কৈলাসচন্দ্র ইংরাজী লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু তিনি প্রখর বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাহার বাঙ্গালা হাতের লেখা ছাপার অক্ষরের মত ছিল। তাহার হাতের লিখিত অনেক দলিল এখনও রাহা পরিবারে পাওয়া যাইতে পারে। মামলা মোকর্দ্দমার সম্বন্ধেও তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। অনুকূলচন্দ্রের মাতাও অত্যন্ত সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। অনুকূলচন্দ্রের পিতা লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিলে নিজে ভাল আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কাছে বসিয়া আকণ্ঠ ভোজন করাইয়া তবে তৃপ্তি লাভ করিতেন। কিন্তু অম্বলের পীড়া ছিল বলিয়া নিজে বেশী আহার করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট কেহ কোন দ্রব্য চাহিলে, যদি ঐ জিনিস দেওয়ার ইচ্ছা হইত তাহা হইলে

এমনও দেখিয়াছি, তিনি নিজে ঐ দ্রব্য লইয়া গিয়া ঐ ব্যক্তির বাড়ী পৌছিয়া দিয়া আসিয়াছেন।

শিক্ষা :—গ্রাম্য পাঠশালায় প্রথমে অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে নলধা স্কুল হইতে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া অনুকূলচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তিন বৎসরের জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হন। মাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ নিজেকে রাহা পরিবারের একজন বলিয়া মনে করিতেন। তাই অনুকূলচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রকে (গ্রন্থকার) লইয়া বরিশাল গমন করেন। তথায় শরৎচন্দ্রকে লাখুটীয়ার জমীদার বেহারী বাবুর বাড়ী এবং অনুকূল চন্দ্রকে রাখালচন্দ্র রায়-চৌধুরীর বাড়ীতে রাখিয়া যথাক্রমে রাজচন্দ্র ও ব্রজমোহন কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তী করিয়া দিয়া আইসেন। এই সময় অনুকূলচন্দ্রের বরিশালের বিখ্যাত স্বদেশ প্রেমিক নেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, প্রফেসার ঋষি তুল্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাত্মাদের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার সুযোগ ঘটে। অনুকুলচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সুদৃঢ় ভিত্তি এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে যে ভবিষ্যৎ জীবনে অনুকূল বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, এই সাধু সহযোগই তাহার প্রধান কারণ। এই সময় অশ্বিনী বাবু তাহার স্কুলের ছাত্রদের লইয়া যে **Students association** করেন, তাহাতে যে সকল নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আলোচনা ও প্রবন্ধ পঠিত হইত, এবং অশ্বিনী বাবু যে সকল বক্তৃতা করিতেন, তাহা আমরা লিখিয়া লইতাম। সেই সকল বক্তৃতা সংগ্রহ ও সংশোধন করিয়া পরে ভক্তিযোগ নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইহাও অনুকূলচন্দ্রের চরিত্র গঠনের মূল কারণ। যাহা হউক বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ স্কুল হইতে অনুকূলচন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। পরে কলিকাতা মহানগরীতে মেসে থাকিয়া **F. A.** পড়েন। **F. A.** ও প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

অনুকূলচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন। F. A. পাশ করিয়া অনুকূলচন্দ্র পাটনায় আইসেন, এবং পাটনা কলেজে B. Course এ বি. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। বি. এ. পরীক্ষা দিবার ৭ দিন পূর্ব্বে অনুকূলচন্দ্রকে কঠিন বিসূচিকা রোগে আক্রমণ করে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে রোগ মুক্ত হইলেও শরীর এত দুর্ব্বল ও অপটু হইয়া পড়ে যে বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন না। কলেজের প্রিনসিপাল অনুকূলচন্দ্রকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কারণ অনুকূলচন্দ্র ক্লাশে বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। তা ছাড়া অনুকূল সত্যবাদী, পরিশ্রমী; ন্যায়পরায়ণ এবং বাধ্য ও অনুরক্ত ছাত্র ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় ফিস্ দাখিল করিবার সময় বাড়ী হইতে টাকা আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অনুকূল সাহেবকে তাহা জানান। সাহেব তৎক্ষণাৎ কেরানীকে অনুকূলচন্দ্রের ফিসের টাকা দিয়া দিতে আদেশ দেন। পরীক্ষা দিতে না পারায় সাহেব যারপর নাই দুঃখিত হয়েন এবং পুনরায় অনুকূলচন্দ্রকে বি, এ, পড়িতে অনুরোধ করেন। অনুকূল আর বি, এ, পড়িতে চাহেন না এবং সাহেবকে বলেন যে, সাহেব আপনি আমাকে কোথাও একটা চাকরীর সুবিধা করিয়া দেন। তখন তিনি প্রিনসিপাল C. R. Wilsonএর অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ৩৫৲ টাকা বেতনে Asst. Teacherএর পদে নিযুক্ত হয়েন। কিছুদিন ঐ কাজ করার পর পাটনা বিভাগের Inspector of Schools Pick সাহেব অনুকূলচন্দ্রকে সেওয়ান স্কুলের গঠন ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তথায় ৪০৲ টাকা বেতনে প্রেরণ করেন। অনুকূলচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হইয়া এই সেওয়ান স্কুলের উন্নতি কল্পে যে অদম্য উৎসাহ, উদ্যম, কঠিন পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে মহিমাময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্কুলটী মধ্য ইংরাজী স্কুল ছিল। এবং স্কুলের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। অনুকূলচন্দ্র সেওয়ান

আসিয়াই প্রথমে স্কুলের ষ্টাফ এবং সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে ছাত্রদিগের শারীরিক, মানসিক; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, প্রাণপণে তাঁহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছেলেদের মানসিক উন্নতির জন্য বালকদের লইয়া সমিতি গঠন করিয়া তাহাতে রচনা লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিতেন। এবং শারীরিক স্বাস্থ্যোন্নতি জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে নানাবিধ ব্যায়াম চেষ্টা করিতেন। এইরূপে সেওয়ানের স্কুল আদর্শ স্কুলে পরিণত হইয়া উঠিল। উপরিতন পরিদর্শনকারী ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি স্কুল পরিদর্শন করিয়া যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন এবং পরিদর্শন বহিতে বিশেষ ভাবে অনুকূলচন্দ্রের উদ্যম উৎসাহের শত মুখে প্রশংসা করিয়া লিখিতে লাগিলেন। অত্যল্প কালের মধ্যে স্কুল Recognition প্রাপ্ত হইল এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হইল। স্কুলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। তাঁহারও এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনুকূলচন্দ্রের উপর উচ্চ ধারণা হইল। এইখানে আর একটী বিষয় উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। তখন এই সেওয়ানে সেটেলমেণ্ট আফিস স্থাপিত ছিল এবং অনেক স্থান লইয়া গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্টের আফিসের জন্য বৃহৎ পাকা ইমারৎ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে এজলাস প্রস্তুত হইল। যখন গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিল্ডিং নাম মাত্র জমিরদরে বিক্রয় করার জন্য নোটিস্ করিলেন। তখন অনুকূলচন্দ্র দেখিলেন যে স্কুলটীকে দৃঢ় স্থায়ীত্বের পথে আনার এই উপযুক্ত সুযোগ। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট অনুকূলচন্দ্র ঐ সকল বিল্ডিং আসবাব পত্র সহ খরিদ করার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তাহার প্রস্তাব নিতান্ত সমীচিন বিবেচনা করিয়া সাহেব অনুকূলচন্দ্রের উপর অপরিসীম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্কুলের জন্য ঐ সকল বিল্ডিং খরিদ করার জন্য সর্ব্বপ্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। স্কুলের সাহায্যের জন্য সাধারণে আবেদন প্রচার করিয়া

অনেক অর্থ সঞ্চয় করা হয়। এই বিল্ডিংএর এজলাসে শিক্ষকগণ বসিতেন এবং কোরণীদের বসিবার বেঞ্চে ছাত্রগণ বসিত। ইহার পর স্কুলের আর কোন প্রকার অভাব অভিযোগ রহিল না। স্কুলটী প্রথম শ্রেণীর উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইল। সেক্রেটারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন অনুকূল চন্দ্রকেই হেড্‌মাষ্টার করিলেন এবং তাহার বেতন ৮০৲ টাকা হইল। যখন বাঙ্গালী অনুকূলচন্দ্রের স্কুলের অবস্থার এইরূপ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি হইতে থাকিল, তখন স্থানীয় লোকের ঈর্ষার কারণ ঘটিল। একজন বাঙ্গালী Under Graduate কেন এইরূপ সুযোগ ভোগ করিবে? কিন্তু তাহারা ইহা বিবেচনা করিলেন না যে, অনুকূলচন্দ্র ব্যতীত স্কুলের অস্তিত্বই থাকিত কিনা সন্দেহ। তখন কামিটীর মেম্বারগণ ২ জন Graduateকে হেড্‌মাষ্টার ও সেকেণ্ডমাষ্টার করিয়া অনুকূলচন্দ্রকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুতেই তাহাদের এইরূপ দুষ্ট ও কুঅভিসন্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেছিলেন না। অনুকূলচন্দ্রের এই সেওয়ানে একমাত্র বন্ধু ছিলেন তথাকার পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি সমস্ত বিষয় শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অনুকূলচন্দ্রকে স্কুলের কার্য্য ত্যাগ করিয়া পোষ্টাফিসে দরখাস্ত করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন পোষ্টাফিসে যদি ১৫।২০৲ টাকা বেতনের চাকরী হয় সেও ভাল। তখন অনুকূলচন্দ্র পোষ্টাফিসে চাকরীর জন্য দরখাস্ত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সহেবের নিকট একখানি সুপারিস্ পত্র চাহিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দিলে, তখন সাহেব তাঁহাকে উচ্চাঙ্গের প্রশংসাপত্র দিলেন এবং অনুকূলচন্দ্র পোষ্টাফিসে চাকরী পাইলেন। অনুকূলচন্দ্রের পোষ্টাফিসে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে মুখ্যাম্নলিন হুগলি বাঁশবেড়ে নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের কন্যা হেমনলিনীর সহত বিবাহ হয়। কায়স্থ সমাজের মধ্যে এই জ্ঞানেন্দ্র বাবু বিশেষ

সম্মানী ব্যক্তি ছিলেন। অনুকূলচন্দ্র পোষ্টাফিসের কার্য্যে যখন ৫০ৎ বেতনে উন্নমিত হইয়াছেন, সেই সময় তাঁহার স্ত্রীর কঠিন পীড়া হইল, অনুকূলচন্দ্রকে তার করা হইলে, অনুকূলচন্দ্র ছুটী লইয়া বাঁশবেড়ে চলিয়া গেলেন। হেমনলিনী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ রোগে হেমনলিনীর মৃত্যু হইল। তখন অনুকূলচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগ দিলেন, কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থা এরূপ খারাপ হইতে লাগিল যে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পোষ্টাফিসের কার্য্যে এস্তেবা দিতে হইল। তখন হইতে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অনুকূলচন্দ্র এতদিনে ৫।৬ শত টাকা বেতনের অফিসার হইতে পারিতেন। অবসর গ্রহণ করায় অনুকূলচন্দ্র ক্রমে ক্রমে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং পুনরায় কলিকাতাতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট দরখাস্ত করিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারল তখন মুনসীর নিকট অনুকূলচন্দ্রের পূর্ব্ব কাজের মূল ফাইল তলব করিলেন, উহা দেখিতে দেখিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সেই Certificate পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহাতে প্রশংসা করিতে এমন কোন ভাল কথা বাকী ছিলনা যাহা অনুকূলচন্দ্রের পেছনে বিশেষণ স্বরূপ না দেওয়া ছিল। উহা দেখিয়াই সাহেব অনুকূলচন্দ্রকে পুনরায় কার্য্যে বাহাল করিলেন, এবং ক্রমে অনুকূলচন্দ্র নিজের সততা, কার্য্যদক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বিবিধ-গুণের জন্য বর্ত্তমানে ৩৫০ৎ টাকা বেতনে **Dist. Post. Master**এর পদে মুঙ্গের জেলা পোষ্টাফিসে নিযুক্ত হইয়াছেন। পোষ্টাফিসে নিযুক্ত হন প্রথমে ক্লার্কের পদে, পরে **Postal Inspector** প্রভৃতি পদে বাকীপুর, মুঙ্গের ভাগলপুর, ধানবাদ, ডালটনগঞ্জ, সম্বলপুর, চাঁইবাসা, চক্রধরপুর, মতিহারী এবং পুনরায় মুঙ্গের প্রভৃতি নানাস্থানে কার্য্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার এই সকল স্থানে কার্য্য আমলে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা শুনিতে শুনিতে আনন্দে অন্তর ভরিয়া উঠে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে অনুকূলচন্দ্রকে

আশীর্ব্বাদ করার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। অনুকূলচন্দ্র ইন্‌স্পেক্টরী আমলে কোনও অপরাধীকে ধরিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে উদ্ধার করারও চেষ্টা করিয়াছেন, এবং তাহাকে defend করার জন্ম নিজে উকীল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার উদ্দেশ্য নিরপরাধী শাস্তি না পায়। কেহ অনুকূলচন্দ্রের শত্রুতা করার জন্ম প্রাণপনে চেষ্টা করিয়াছে, অনুকূলচন্দ্র জানিতে পারিয়া তাহার উপকার করিয়া ভাল-বাসা দ্বারা তাঁহাকে জয় করিয়াছেন, তখন সেই ব্যক্তি আসিয়া অনুকূল চন্দ্রের পায়ে পড়িয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছে। আবার কোন উপরিতন কর্ম্মচারী ভুল করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছে, অনুকূলচন্দ্র তাহাতে বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই। যখন উপরওয়ালা তাঁহার ভুল বুঝিতে পারি-য়াছে, তখন সেই ব্যক্তি অনুকূলচন্দ্রকে আবার প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছে। এইরূপে অনুকূলচন্দ্রের মহৎ জীবন কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। অনুকূল চন্দ্র কলিকাতায় থাকা কালিন পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। ইনি ২৪ পরগণার অন্তঃর্গত ঘাটেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী লীলাবতীর পাণি গ্রহণ করেন। লীলাবতী সুন্দরী ও সুশীলা এবং প্রখর বুদ্ধিশালিনী মহিলা। ইহারই সুবন্দোবস্তে অনুকূলচন্দ্রের সংসারে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতেছে। ইহারই গর্ভে অনুকূলচন্দ্রের বর্ত্তমানে এক পুত্র অমূল্যচরণ এবং চারি কন্যা রাণী, শান্তিলতা, নিভাননী ও ঊষাবালা (ছুটু) জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অমূল্যচরণ পিতার ন্যায় অতিশয় মেধাবী, প্রিয়দর্শন এবং সেবাপরায়ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষত্ব লাভের জন্ম যে সকল গুণের দরকার পিতার ন্যায় পুত্রও সে সমস্তেই অধিকারী হইয়াছে। অমূল্যচরণ বি. এ. পড়িতেছে, আশীর্ব্বাদ করি অমূল্যচরণ দীর্ঘজীবি হইয়া পিতার এবং নিজ বংশের মুখোজ্জল ও গৌরব রক্ষা করে। অনুকূলচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার খুলনা, পাইজগাতী গ্রামের শ্রীমান্ সুধীর বসুর সহিত বিবাহ দেন।

সুধীর বর্ত্তমানে বি.এল. পড়িতেছেন। এই বিবাহে অনুকূলচন্দ্রের বহু অর্থ ব্যয় হয়; এবং পরেও জামাতার শিক্ষার জন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিতেছেন। অনুকূলচন্দ্র জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য দেশে আগমন করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজনগণের সাহায্যে কন্যার বিবাহ সুসম্পন্ন হইবে। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোকের অনেকের মধ্যে যে সকল হিংসাদ্বেষ ও কুপ্রবৃত্তি গুলি আছে, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই অনুকূলচন্দ্রকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, যত প্রকার বাধাবিঘ্ন দেওয়া যাইতে পারে, তাহার কোনটাই বাকী রাখে নাই। কিন্তু ভগবান যাহার সহায়, মানুষে তার কি করিতে পারে। এই সকল বাধাবিঘ্ন স্বত্বেও অনুকূলচন্দ্র কন্যার বিবাহে সাফল্য মণ্ডিত হইয়া কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগত হয়েন। অনুকূলচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, ও জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্টাফিসের চাকরীতে উচ্চ বেতনে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। দেশের লোকদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, "উপকার না করিলে কেহ ক্ষতি করে না।" অনুকূলচন্দ্র তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে এই কথা উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীমান বিনয়ভূষণ রাহা, (ওঃ পঞ্চানন রাহা),
Author of the Sun is a habitable Body like earth.

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী' জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA

বিনয়ভূষণ রাহা বা পঞ্চানন রাহা।

১২৮৮ সালের চৈত্র মাসে পঞ্চাননের জন্ম হয় এবং ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইং ১৯২২ সাল ১০ই জুন তারিখে) পঞ্চানন সংসারের কার্য্য সমাধা করিয়া পরলোকে তাহার ইষ্ট দেবতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। এই তীক্ষ্ণ ও প্রখর বুদ্ধিশালী এবং নানা শাস্ত্র বিশারদ মেধাবী যুবক অকালে সংসারের ক্ষেত্রে তাহার আকাঙ্খিত কার্য্যাবলী শেষ করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া যাওয়ায়, নলধা গ্রামের, বিশেষতঃ রাহা বংশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। ভগবানের বিধান রোধ করিবার নহে, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই পঞ্চানন গম্ভীর এবং সরল বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল। অনেক সময় দেখা যাইত, অন্যান্য বালকেরা খেলাধুলা, চীৎকার ও আমোদে মত্ত আছে; কিন্তু বালক পঞ্চানন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছে। তাহার তখনকার এই প্রকৃতিকে লোকে খারাপ চক্ষে দেখিয়া অনেকে তাহাকে মাষ্টর বলিত, কিন্তু তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, এই বালক সমস্ত জগতের মধ্যে তাহার মানসিক শক্তিতে জয়যুক্ত হইয়া সর্ব্বদেশে বরণীয় হইয়া উঠিবে।

নিজ জন্মভূমি নলধা গ্রামের মধ্য ইংরাজী স্কুলে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং নলধা এম. ই. স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উক্ত নলধা স্কুল হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

পড়িতে থাকে এবং Second Diviison এ পাশ করে ; পরে ভাগলপুর College এ বি. এ. পড়ে। বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ফেল হয়। বি. এ. পড়ার সময় Law Lecture attend করে। বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর নলধা নিবাসী আলিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত বংশধরবিষ্ণু মহাশয়ের নিকট যায় এবং তথায় থাকিয়া উভয়ে একত্রে লেখার কালী জুতার কালী, অয়েল ক্লথ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে থাকে। ঐ কার্য্যে পঞ্চাননই সমস্ত দেখা-শুনা করিত। এই সময়ের পর পঞ্চানন কলিকাতায় থাকিয়া এক ক্রমে ৫ বৎসর মেট্‌কাফ লাইব্রেরীতে পড়াশুনা করে। এই সময় পঞ্চানন Science & Mathmetics এর বই এবং General information এর পুস্তক বেশী পড়িত। জীবন ভোর পড়ার প্রতি পঞ্চাননের একটী বিশেষ অনুরাগ ছিল। অনেক সময় পঞ্চাননকে, কালী সিংহের মহাভারত, রামায়ণ ও গীতা প্রভৃতি পুস্তক পড়াশুনা করিতে দেখা গিয়াছে। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর যোগেন্দ্র নাথের সাহায্যে জামালপুর Work Shop এ ৩০৲ বেতনে মেটালজিক্যাল Chemist নিযুক্ত হয়। ঐ সময় যাহারা ১০৲ বেতনে ঐ কাজে শিক্ষানবীশ ছিল, এবং যাহাদের কোনরূপ শিক্ষা ছিল না তাহারাও তিন চারি শত টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিতেছে। পঞ্চানন বাঁচিয়া থাকিলে এবং ঐ কাজ যদি ত্যাগ না করিত তবে এখন ৫।৭ শত টাকা বেতন পাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত আফিসের এক সাহেবের সহিত কার্য্য ব্যাপদেশে পঞ্চাননের বিবাদ হয়। তাহাতে সাহেব পঞ্চাননকে কটু কথা বলা মাত্রই পঞ্চানন ঐ সাহেবকে কিলপেটা করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং উক্ত কার্য্যে এস্তেফা দেয়। পরে পঞ্চানন কলিকাতার কোন কোন Work Shop এ ক্যামিকেল সংক্রান্ত Instruction দিত এবং মডেলিং করিয়া দিত ; তজ্জন্য উহারা পঞ্চাননকে মাসিক উচ্চ বেতন দিত। তাহাই দ্বারা তাহার খরচ চলিত, পঞ্চানন যতদিন বাঁচিয়াছিল,

দেখা গিয়াছে প্রায়ই রাত্রে ১২টা পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কথা তাহার নিকট নূতন বলিয়া কখন প্রতিপন্ন করা যায় নাই, এত খবর সে রাখিত। শুধু যে তাহার বিজ্ঞান, অঙ্ক ও জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল, তাহা নহে; অর্থ ব্যবহার (Political economy) এবং রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাহার আশ্চর্য্য জ্ঞান ছিল। জ্যোতিষশাস্ত্র সে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিল এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান জন্মে। হিন্দু-ধর্ম্ম যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই তাহার একমাত্র বিশ্বাস ছিল। অকাট্য যুক্তি দ্বারা সে লোকদিগকে তাহার ধারণা ও বিশ্বাস গুলি প্রমাণ করিতে পারিত। পঞ্চানন বহুদিন গিয়া কাশীতে ছিল, তথায় থাকিয়া বহু পণ্ডিত এবং সাধুদের সহিত ধর্ম্ম সংক্রান্ত আলোচনা করিয়া তাহার উপরোক্ত মত দৃঢ় করে। এই সময় কাশীতে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, উহার প্রদর্শনীতে পঞ্চানন তাহার আবিষ্কৃত চরকা প্রস্তুত করিয়া প্রদর্শন করে। উহাতে পঞ্চানন প্রথম শ্রেণীর Certificate প্রাপ্ত হয়। ঐ চরকার উন্নতিকল্পে প্রদর্শনীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পঞ্চাননকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার চরকা দেখিয়া ভাগলপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিলও তাহাকে অর্থ সাহায্য করিতেন। বি, এ. পড়া ত্যাগ করার পর তাহার জীবনের অবশিষ্ট ২২ বৎসর সে কখনও বাজারের খরিদা কাপড় পরে নাই। নিজ প্রস্তুত কাপড় পরিধান করিত। তুলার বীজ নিয়া গ্রামে প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী দিয়া আসিত এবং তুলার গাছ করিয়া যাহাতে তুলা, জন্মে তাহার তত্ত্বাবধান করিত। ঐ সময় স্বদেশী উন্নতি কল্পে সে বলিত Salvation of India lies in introduction of charka, ইহা ভিন্ন যদিও পঞ্চানন গোড়া হিন্দু বংশের সন্তান এবং হিন্দু-ধর্ম্মের উপর একান্ত আস্থা ছিল, তথাপি দেশের উন্নতি এবং পরিত্রাণের জন্য ছুত মার্গ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব জাতির সমন্বয়কে একমাত্র পথ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীরও প্রধান কথা উহাই। পঞ্চানন অনেক গুলি পুস্তক প্রণয়ন করে। সকল গুলি অর্থাভাবে ছাপাইতে পারে নাই। পঞ্চানন একখানি বংশাবলী লিখিয়াছিল, উহা গৃহ দাহে কালে পুড়িয়া যায়। যে পুস্তকগুলি ছাপাইয়াছিল তাহা হইতেছে (১) Sun is a habitable body (২) একদিনে চরকা শিক্ষা (৩) আমরা হিন্দুজাতি গোহত্যাকারী এবং (৪) Anallytical Science। পঞ্চাননের মৃত্যু ও এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান অনুকূলচন্দ্রকে ডাকিয়া বলে, যে আমাকে বাঁচানর জন্য কোন চেষ্টা বা চিকিৎসা করিবে না। তাহাতে কোন ফল হইবে না। আমি আমার মায়ের জন্য এতদিন বাঁচিয়া ছিলাম। তিনি যখন সংসার হইতে বিদায় নিয়াছেন, আমাকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য ডাকিতেছেন, তখন এই আমার শেষ। তবে আপনার নিকট আমার নিবেদন এই যে আমার মৃত্যুর পরে যদি আমার কথা মত কাজ করেন তবেই আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে। আমার স্বর্ণ থালাখানি যাহাতে "মা" কথা লেখা আছে, উহা বংশের সম্পত্তি হইবে। ইহা কাহাকেও দিবেন না, বদল করিবেন না। পঞ্চানন উক্ত স্বর্ণ থালায় করিয়া তাহার মাকে খাইতে দিত। আর একখানি হস্তলিখিত বই অগ্রজের হাতে দেয় এবং বলে ইহা এখন খুলিবেন না, আমার মৃত্যুর পর খুলিয়া দেখিবেন, যাহা করিতে হইবে। মৃত্যুর পর দেখা গেল, উহার প্রথম পাতায় লেখা ছিল যে, বইখানি প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন প্রফেসারকে দিতে হইবে। বইখানি একখানি (Scientific Book) বৈজ্ঞানিক পুস্তক। তাহার মৃত্যুর পর বইখানি তাহার ইচ্ছামত অধ্যাপককে দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চাননের মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীকে বাড়ী রাখার জন্য জ্যেষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করে। পঞ্চানন কিছুতেই বিবাহ করিতে স্বীকার করে নাই। কিন্তু একদিন পঞ্চাননের [illegible] ঘাটে গঙ্গার স্নান করিবার সময় বিবাহ করিবার জন্য

৺কৈলাসচন্দ্র রাহার সহধর্ম্মিনী, অনুকূল চন্দ্রের মাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, উকীল জজকোর্ট, এবং
চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড খুলনা। দক্ষিণে তস্য মাতা।

শ্রীশরৎচন্দ্র [illegible]াহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

পঞ্চাননকে প্রতিশ্রুত করিয়া [illegible]
করিতে স্বীকৃত হয়েন বটে; কিন্তু [illegible]নই মায়ের নিকট [illegible]
প্রার্থনা করেন যে, আমি বিবাহ করি[illegible] বটে; কিন্তু আমার [illegible]
কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, সে কথা আমি তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম।
পঞ্চাননের চরিত্র নিষ্পাপ, এবং শরতের শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র ছিল।
[illegible] কথায় বলিতে হয়, পঞ্চানন সত্যই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষ ছিল। সে
যাহা সত্য বলিয়া বুঝিত, তাহা বলিতে কখনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিত
না। "সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ম্ব্রুয়াৎ নব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম," এই শাস্ত্র বচন
কখন কখন অমান্য করিত।

রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন এদেশে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে, ধীরে ধীরে সুদূঢ় পল্লীর কোণেও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা
অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছে, তখন অমৃতলাল জন্ম গ্রহণ করেন—
১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। অমৃতলাল ৺গঙ্গাধর রাহার মধ্যম পুত্র। তখন
এতদঞ্চলে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন একরূপ আরম্ভ হয় নাই বলিতে
হইবে। ইংরাজী শিখিলে লোকে খৃষ্টান হইয়া যায়, এ সংস্কারটা তখন-
কার লোক ত্যাগ করিতে পারে নাই। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড
লালবিহারী দে প্রভৃতি ইংরাজীনবিসদিগের খৃষ্টান হওয়ার সংবাদে
[illegible]
[illegible]ধর রাহা কিন্তু এই দুর্বলতা পরিহার করিয়া [illegible]
[illegible] দিবার সঙ্কল্প করিলেন। পার্শ্ববর্তী [illegible] গ্রা[illegible]

ঘোষ, মাধবচন্দ্র দে, প্রভৃতি কয়েকজন উন্নতচেতা ভদ্রলোক তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ইহাঁদের ঐকান্তিক ইচ্ছায়, খড়রিয়ার জমিদার ভবানী প্রসাদ দত্ত, খড়রিয়ার কাছারী বাড়ীতেই একটী মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। সেনহাটীর বিপিনচন্দ্র সেন রায় বাহাদূরের, পিতা ৺কাশীনাথ সেন ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া আইসেন।

অমৃতলালের প্রাথমিক শিক্ষা ইত্রিতুল্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় সম্পন্ন হয়। যখন মাইনর স্কুল খুলিল, তখন তিনি এই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। মূলঘরের ৺চূড়ামণি ঘোষ, ৺গৌরীনাথ রাহা, পরেশনাথ দে প্রভৃতি অমৃতলালের সতীর্থ ছিলেন। এ অঞ্চলের ইহাঁরাই প্রথম ইংরাজীনবীশ ছিলেন। ৺গৌরীনাথ রাহা ও চূড়ামণি ঘোষ জুনিয়ারী পাশ করেন। অমৃতলাল ও পরেশ দের সময়ে এল, এ, বি, এ, পরীক্ষার নিয়ম হয়। পরেশ দে বি, এ, ফেল করিয়া স্কুলের সাব্‌ইন্‌স্পেক্‌টর হন।

অমৃতলাল মাইনর পরীক্ষায় পাশ করিয়া, খুলনা গবর্ণমেণ্ট স্কুলে গিয়া এণ্ট্রান্স পড়েন। সেই স্কুল হইতে তিনি সেকেণ্ড ক্লাশ হইতেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেন এবং বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করেন। পরে কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজ হইতে এল, এ, পাশ করেন। এল, এ, পরীক্ষা দিবার বৎসরে তাঁহার পিতা ৺গঙ্গাধর রাহার মৃত্যু হয়। শুনা যায় এল, এ, পরীক্ষা দিবার সময়ে, অমৃতলালের পিতৃ বিয়োগ নিবন্ধন স্কুল কর্ত্তৃপক্ষই তাঁহার পরীক্ষার ফিটা দিয়া দেন।

পিতার মৃত্যু হইলে অমৃতলাল সাধারণ শিক্ষার দিকে আর অগ্রসর হইলেন না। আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

এই স্থানে তাঁহার কলিকাতা থাকা কালিন ছাত্র জীবনের দুই এক বলিব। তখন ছাত্রগণ কলিকাতায় আসিয়া আহার বিহ বর্জ্জিত হইয়া যাইত। এই পরিবর্ত্তনকেই লোকে

ক্যালক্যাশিয়ান আদব কায়দা। এই আদব কায়দাকে ছাত্রের অভিভাবকেরা নিতান্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই, সহসা অনেকেই যুবকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভয় পাইতেন। স্বর্গীয় কবি দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের অতি ভয়াবহ চিত্রই দেখাইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক নৈতিকবলে অমিত তেজস্বী বালক অমৃতলাল এই ক্যালক্যাশিয়ান আদব কায়দা হইতে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ষোল আনা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি দেখাইবেন ইংরাজী শিক্ষায় বাঙ্গালী অমানুষ হয় না, মানুষ হয়। তাঁহার আদর্শ ছিল, বিদ্যাসাগর, ভূদেবচন্দ্র, রাজনারায়ণ। আহারে বিহারে পরণ পরিচ্ছদে, এমন কি কথাবার্ত্তা বলিবার ভাষায় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সরল গ্রাম্যভাব পরিত্যাগ করেন নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অমৃতলালের বহু সতীর্থ যখন নাগরিক বিলাস ব্যাভিচারের স্রোতে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছেন, অমৃতলাল তখন অচল পাহাড়ের মত সেই উদ্দাম স্রোতের বিপক্ষে উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া, স্বজনগণের অধঃপাতে অশ্রুত্যাগ করিয়াছেন।

অমৃতলাল খুলনা জেলার বাঙ্গাল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন, আর সকলে শুনিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে ব্যঙ্গও করিত। অমৃতলাল হাসিতেন, একটুও বিরক্ত হইতেন না। আমরা তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, তিনি সাধারণ কাজকর্ম্মে ঘর ব্যবহারে সেই "খুলনার বাঙ্গাল" ভাবেই চল্‌তি কথাবার্ত্তা বলিতেন। এই অদম্য আত্মসংযম, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ধর্ম্ম নিষ্ঠাই অমৃতলালকে উত্তরকালে এত বড় করিয়া দিয়াছিল।

আইন পরীক্ষাতে অমৃতলাল সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং ১৮৮১ সালে খুলনা বারে প্রবেশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। সুধন্যভূষণ রায়, কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, মথুরালাল নাগ প্রভৃতি খুলনাবারের

লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। অমৃতলালের গায়ের রং ছিল কালো, তাহাতে সাজ পোষাকের আড়ম্বর তাহার মোটেই ছিল না। এমন একটা নেহাৎ বাঙ্গাল অগোছাল লোক ওকালতিতে পশার করিবে বলিয়া, সহযোগী উকিলগণ বিশ্বাস করিতেই পারেন নাই। কিন্তু সকলের বড় ভূষণ যে সত্য প্রিয়তা, সাধুতা, তাহা অমৃতলালের ছিল। তাঁহাতে দাম্ভিকতা বা আত্মাভিমান কেহ কখনও দেখে নাই। মক্কেলেরা তাহার কাছে আসিয়া যেমন সত্য শুদ্ধ কাজটী পাইত, তেমনি অকপট সমাদর ভরসাও পাইত। এই সকল গুণের সঙ্গে তাহার ছিল আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি খুলনা বারের প্রধান শ্রেণীর উকিল হইয়া উঠিলেন।

সেই সময়ে বিশেষ উদারচেতা ক্লে সাহেব খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রসিদ্ধ দেশহিতকামী দরিদ্র বন্ধু কে, ডি ঘোষ সিবিল সার্জ্জন ছিলেন। খুলনা তখন নূতন জেলা, এই জেলার উন্নতি সাধন কার্য্যে ক্লে সাহেব ও কে, ডি, ঘোষ তরুণ বয়স্ক উকিল অমৃতলালকে সহযোগী করিয়াছিলেন। খুলনা ডিষ্ট্রীকট বোর্ড গঠিত হইলে, ইহাঁরা অমৃতলালকে গবর্ণমেণ্ট মনোনীত মেম্বর করিয়া লইলেন। সেই কর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভেই অমৃত বাবু খুলনা ডিষ্ট্রীকট বোর্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তিনি এই ডি, বোর্ডের মধ্য দিয়াই স্বদেশের সেবা করিবেন। কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আত্মোদর পরিপূরণ করাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল না। তখন এতদঞ্চলে শিক্ষার অভাব, রাস্তাঘাটের অভাব, চিকিৎসার অভাব প্রভৃতি সকল রকম অভাব অসুবিধার মধ্যে এতদ্দেশবাসী অত্যন্ত পিছনে পড়িয়াছিল। অমৃতলালের তরুণ জীবনেই জন্ম ভূমির এই সকল অসুবিধা নিরাকরণের সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

খুলনা ডিষ্ট্রীকট বোর্ড স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার কে, ডি, ঘোষ ছিলেন উহার ভাইস চেয়ারম্যান। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ঘোষের

মৃত্যু হয়। তাহার পরেই অমৃত বাবু জন সাধারণ হইতে মনোনীত হইয়া খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান হন। এই পদে থাকিয়া তিনি সমগ্র খুলনা জেলার প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। প্রায় ৩০ বৎসর কাল জেলা বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যান থাকিয়া পরে তিনি উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এবং রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহাই সর্ব্ব প্রথম বে-সরকারী চেয়ারম্যানের পদ প্রাপ্ত হন।

ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন ১৯০৮ সালে অমৃতলাল রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকিয়া দেশবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলচিন্তা করিয়া গিয়াছেন। খুলনা নুতন জেলা এবং নিতান্ত দরিদ্র জনগণের বসতি ছিল। রায় বাহাদুর অমৃতলালের জীবনব্যাপী সাধনায় এই জেলা অতি অল্পকাল মধ্যেই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। অমৃতলাল শুধু সহর লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। অতি সুদূর পিছনে পড়া পল্লী গুলির উপরও তাঁহার সদা সতর্ক সস্নেহ দৃষ্টি ছিল।

এই বিষয়ের একটী ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিব। বাগেরহাট থানায় চিরুলিয়া মূলঘড় নামে একটী ক্ষুদ্র দরিদ্রপল্লী আছে। মঠের খাল নামে একটী খাল এই গ্রামটীকে বেষ্টন করিয়া আছে। গ্রামে কয়েক ঘর মাত্র দরিদ্র হিন্দু ও বহু মুসলমান কৃষক বাস করে। উক্ত মঠের খালের বেষ্টনে গ্রামটীকে, সাধারণ জগৎ হইতে একবারে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। রায় বাহাদুর স্বচক্ষে ঐ গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া মূলঘড়বাসীর সুবিধার মঠের খালে একটী পোল মঞ্জুর করেন; কিন্তু ঐ স্থান হইতে মাত্র মাইল দূরে ঐ খালে বাবুরহাটে আর একটী পোল ছিল। এত নিকট আর একটী পোল করিতে যাওয়ায় বোর্ডের অনেক মেম্বরই নির্ব্বন্ধ আপত্তি তুলেন। মূলঘর গ্রাম নিতান্ত অশিক্ষিত চাষার বসতি

স্থান, সেখানে পোল না হইলে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এই দেখাইয়া অমৃতলালকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন, এবং ঐ টাকা দ্বারা কোনও বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লীর সংস্কার করা সঙ্গত বলিয়া নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন। রায় বাহাদুর ছিলেন দরিদ্রের অকপট বন্ধু। তিনি হাসিয়া বলিলেন, জানি এই চাষার গ্রামে কদাচিৎ কোনও বাবুর পদার্পণ হইবে। কিন্তু ঐ পোল না হইলে ঐ চাষাদিগের যে কষ্টের সীমা থাকিবে না। উহারা ত প্রাণের দুঃখ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, উহাদিগের দিকে চাহিবার লোক নাই। আমি ঐ পোল করিবই। এটা আমার পিতৃশ্রাদ্ধের দায়ের মতন দায়, আপনারা দয়া করিয়া আমার এই কার্য্যটিতে বাধা না দিলে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

অমৃতলালের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখা যায়। খুলনা জেলায় প্রতিপল্লীর ধূলিকণা রায় বাহাদুর অমৃতলালের উদার মহত্ত্বের সাক্ষ্য দিবে। খুলনার ক্ষুদ্র বৃহৎ রাস্তা, পোল, পুষ্করিণী, চিকিৎসালয় প্রভৃতি অসংখ্য জনহিতকর কার্য্য রায় বাহাদুর অমৃতলালের দেশ সেবার নিদর্শনরূপে চিরদিনই দেদীপ্যমান থাকিবে। সাতক্ষীরা সহরের কাছে, সাতক্ষীরার জমিদার ৺দেবনাথ রায়ের চেষ্টায় যে বড় পোল নির্ম্মিত হয়, তাহাতে অমৃতলালের ঐকান্তিক সহানুভূতি ছিল বলিয়াই ঐ পোলের "অমৃতলাল ব্রিজ্" নাম করণ করিয়া সাতক্ষীরাবাসী তাঁহার পুণ্যস্মৃতির সম্মান করিয়াছেন।

অমৃতলাল কেবলই ভাবিতেন, কিসে দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হয়। আপাত মনোহর কোনও অস্থায়ী কায়দায় তিনি মুগ্ধ ছিলেন না। আলাইপুর হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত মরা ভৈরব কাটাইয়া কবাট করি

সঙ্কল্প তিনি অনেক দিনই পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

বলে, তখন রায় বাহাদুর

উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই; তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি

দেশের নদী নালা যদি মজিয়া মরিয়া গেল, তবে মানুষ বাঁচিয়া থাকিবে কি রূপে? তবে রেল গাড়িতে চড়িবে কে? রায় বাহাদুর একদিন বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন, ভৈরব ত মরিয়া গেল। ভৈরব কূলের লোকগুলির শ্মশানের ছাই যে স্তূপাকারে রহিয়া যাইবে।

অমৃতলাল খুলনা জেলায় অনেক বড় বড় জমিদার ঘরের উকিল ছিলেন। সেই সকল জমিদারেরা যে অমৃতলালকে উকিল হিসাবে সমাদর করিতেন, তাহা নয়। তাঁহাকে অকপট বন্ধু ও অভিভাবক ভাবেই শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জমিদারদিগকে মিতব্যয়ী, কর্ম্ম-পরায়ণ, ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক বারই তাঁহাকে হতাশ কণ্ঠে বলিতে শুনিয়াছি, "দেশের জমিদার গুলি আর থাকে না, লোকাৎ মরণ নেশায় এদিগকে পেয়ে বসেছে।"

অমৃতলাল ছিলেন, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ডাক্তার খানার সেক্রেটারী, লোন্ কোম্পানীর সম্পাদক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁহার সাধারণের সঙ্গে সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতে হইত। খুলনা মিউনিসিপ্যালিটী স্থাপিত হইলে তিনি উহার মধ্যে যাইতে চাহিলেন না। বলিলেন ও সব সহরের কাজ, ওতে লোকের অভাব হইবে না। আমি যতদিন, বাঁচি, এই জেলা বোর্ডের সেবা করিয়া যাইতে পারিলেই খুসি। এই সকল কাজ কর্ম্মের খুটি নাটিতে রায় বাহাদুরের সঙ্গে কখনও কখনও সাধারণ লোকের সঙ্গে বাদ বিতণ্ডা চলিত। কোনও কোনও অসহিষ্ণু সমালোচক হয় ত তাঁহার কার্য্য কঠোর ভাবে আলোচনা করিত, তাহাকে গালি মন্দও করিত। রায় বাহাদুরকে কিন্তু কখনও কোনও কার্য্যে বিরক্ত বা অসহিষ্ণু হইতে দেখি নাই। কোনও বন্ধুজন তাঁহাকে যদি ইহা লইয়া উত্তেজিত করিতে যাইতেন, তিনি বলিতেন. লোকটার উদ্দেশ্য মন্দ নয়। যা ভাল বুঝেছে তাই বলেছে. আপনার ভুলটা ধরা পড়ে গেলে ক্ষতি

অতি কঠোর সমালোচনা হইতেও তিনি নিজের ভুল ভ্রান্তি বুঝিয়া লইতেন, কাহারও উপর বিরক্ত হইতেন না।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশে একটা উৎচ্ছৃঙ্খল জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হয়। অমৃতলাল বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ বিষয়ে তদানীন্তন নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার ভাবের আদান প্রদান হইত। সুরেন্দ্রনাথ অমৃতলালের গভীর বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। তখনকার কংগ্রেসের প্রতি অমৃতলালের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু তিনি কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতেন না। তিনি বন্ধুজনের কাছে বলিতেন, দেশে স্বাধীনতা আসিবার সময় আসিয়াছে কি না, আমি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না,—না বুঝিয়া কোনও কাজে যাইতে আমার সাহস নাই। তবে একটা কথা তিনি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া বড় করিয়া ধরিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বেকার সমস্যাই দেশের একটা প্রধান ভাবিবার বিষয় বলিয়া তিনি স্থির করেন। অনেক চিন্তার পর তিনি এই সমস্যা নিরাকরণের জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। এখনও সুন্দরবন অঞ্চলে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর পরিমাণে খাস জমি পতিত আছে। তিনি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, ঐ জমি হইতে দশ বিশ বিঘা করিয়া জমি এক একজন বেকার যুবককে পত্তন করা হউক। তাহার চাষ আবাদ জন্যও যথা সম্ভব কিছু কিছু ধার দেওয়া যাইবে। এইরূপে বেকার যুবকগণ কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়া স্ব স্ব উদরান্ন সংস্থান করিতে পারিবে। অমৃতলাল তাঁহার এই প্লান কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। দুইটী অপূর্ণ আশা লইয়া তিনি বাংলা ১০৩[illegible] সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। একটা ভৈরব নদ সংস্কার, আর একটা বেকার সমস্যা নিরাকরণ চেষ্টা।

দিন হইতেই পরস্পর আড়া-আড়ি মেশা-মেশি ভাব চলিতেছিল। অমৃতলাল এটা মোটেই পছন্দ করিতেন না। মূলঘড় ও নলধার সঙ্গে বন্ধুভাব স্থাপন করা তাঁহার জীবনের একটা প্রধান কাজ ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া, তিনি আজীবন নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুবিধা সুযোগ পাইলেই মূলঘড় বাসীর উপকার করিতেন, খুলনা জেলা বো...র আফিসে তিনি মূলঘড়বাসী বহু যুবককে চাকরী করিয়া দিয়াছেন। মূলঘড়ের লোক মাত্রই তাঁহার খুলনার বাড়ীতে নিতান্ত স্বজন বান্ধবের ন্যায় সমাদৃত হইত। এমন কি তিনি তাঁহার স্বগ্রাম নলধার লোক অপেক্ষা মূলঘড়ের লোককে অধিকতর সমাদর দেখাইতেন। ইহাতে নলধাবাসী তাহার উপর অসন্তুষ্টও হইত। অমৃতলাল তাঁহার দীর্ঘকালের এইরূপ চেষ্টার ফলে, বর্ত্তমানে মূলঘড় ও নলধা গ্রামকে একরূপ একসূত্রে গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন আর মূলঘড় বাসী নলধাবাসীকে পরজন ভাবিতে পারে না। এই কার্য্যে উভয় গ্রামেরই প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

অমৃতলাল ইংরাজী শিক্ষিত সহরবাসী সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ষোল আনা রক্ষা করিয়াই জীবন যাত্রা পথে চলিয়াছেন। স্বীয় পল্লীভবনে পিতৃ-পিতামহের অনুষ্ঠিত পূজা পার্ব্বণ, দুর্গোৎসব ইত্যাদি যথারীতি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। রায় বাহাদুরদের বাড়ীতে ১৬৭ বৎসর নিয়মিত ভাবে দুর্গোৎসব পূজা চলিতেছে। পুত্র কন্যার বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরুষ পরম্পরাগত রীতির বহির্ভূত কোন কাজই করিয়া যান নাই। দেশের প্রধান প্রধান সমাজে বড় বড় কুলীনের ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের বিধি নিষেধ তিনি ষোল আনা মানিয়া চলিতেন।

রায় বাহাদুরের জীবনে আর একটা কাজ [illegible]

তিনি নিজে গান বাজনা জানিতেন বলিয়া আমরা কখনও বুঝি নাই। যাত্রা থিয়েটার শুনিতে তিনি বড় যাইতেন না। কিন্তু খুলনা সহরে কোনও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি আসিলে তাঁহার বাড়ীতে মজলিস্ বসিত। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতেন। এদেশের প্রায় সকল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিই অমৃতলালের নিকট সাহায্য পাইতেন। যাত্রা থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁহার একটা কথা একটু বলিব। একবার খুলনায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র নাথ সেনের বাড়ীতে বিধুভূষণ বসুর স্বদেশী যাত্রা "দাদা" পালার অভিনয় হয়। অমৃত বাবু সেই পালার আগাগোড়া শোনেন। পরে বিধু বাবুকে বলেন, "তুমি কি আমাদের মতন বেরসিক বুড়োদের জন্য এই পালা লিখেছ?" বিধুবাবু কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নীরব রহিলেন। তিনি পুনরায় বলিলেন "তোমার পালায় নাচ ওয়ালীরা এসে বিরক্ত করে নাই বলে, আগাগোড়া বস্‌তে পেরেছি।"

অনেকেই জানিত রায় বাহাদুর অমৃতলাল সরকার ভক্ত সাহেব ঘেষা লোক। কিন্তু তাঁহাতে সাহেবিআনা কেহ কখনও দেখে নাই। তিনি যে সেই সেকেলে বাঙ্গাল মানুষ, আজীবন তেমনি ভাবেই কাটাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার কয়েকটী ক্ষুদ্র কথা বলিয়া আমরা এখন শেষ করিব।

তিনি ব্রাহ্মণ দেখিলে প্রণাম করিতেন, লোকে বলিত আপনি যাকে তাকে অমন প্রণাম করেন কেন? তিনি বলিতেন অমনি করে মাথা নীচু করা শেখা ভাল। ঐ প্রণাম ভগবানেও পৌছিতে পারে, "ওতে ভগবানের সত্ত্বা ত আছেই।"

তাঁহাকে কেহ গালি দিলে তিনি হাসিতেন। বলিতেন, "লোকটা রাগ করে কত যাতনাই পেতেছে, আমি আর কেন তাকে যাতনা দেবো।"

এক বন্ধু [illegible] একদিন রায় বাহাদুরকে বলিলেন, "আপনার [illegible] কেহই আপনার মতন হলো না!"

রায় বাহাদুর হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি নলধার গঙ্গাধর রাহার পুত্র,—আর ওরা হচ্ছে খুলনার রায় বাহাদুর অমৃত রাহার পুত্র, ওরা ওর বেশী আর কি হবে?"

অমৃতলালের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। তাঁহারা তিন ভাই মিলিয়াই, চিরদিন একান্নে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ রসিকলাল বিশেষ লেখাপড়া শিক্ষা করেন নাই। তিনি চিরকাল পৈতৃক বাসস্থান নলধার বাড়ীতে থাকিয়া বিষয় কর্ম্মের পরিদর্শন করিয়া কাটাইতেন। অমৃত বাবু তাঁহার পুত্রদিগকে যথারীতি লেখাপড়া শিখাইয়া কৃতবিদ্য করিয়া গিয়াছেন। রসিকলালের পুত্র সতীশ রাহাকে বি, এল পাশ উকিল করিয়া খুলনায় ওকালতি করিতে বসাইয়া গিয়াছেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথকে লেখাপড়া অমৃতবাবুই শিখান এবং তিনিই চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে সব্ রেজিষ্টারের পদে নিযুক্ত করেন। রমানাথ স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতা অভয়চরণ বসুর কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ঋষি রাজনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-সমাজভুক্ত লোক ছিলেন। সুতরাং নিতান্ত নিষ্ঠাবান হিন্দু অমৃতলাল এই সম্বন্ধে কিছুতেই সম্মতি দিতে পারেন নাই। এদিকে রমানাথও এই বিবাহ হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিলেন না। পরম রক্ষণ-শীল অমৃতলাল জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন ও সমাজের আদেশ কিছুতেই অমান্য করিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে কনিষ্ঠের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে হইল। রমানাথকে তিনি সামাজিক ভাবে বর্জন করিয়াছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার প্রতি তাঁহার সহোদর স্নেহ কোনও দিনই খর্ব্ব হয় নাই। সময় অসময়ে প্রয়োজন হইলে তিনি [illegible]

আনুকূল্য করিতে কার্পণ্য করিতেন না। রমানাথের পুত্র অমলকে তিনিই যত্ন পূর্ব্বক লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। রমানাথ এক্ষণ পেন্‌সন লইয়া বাড়ীতেই বাস করিতেছেন। অমল বড় চাকরী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে।

রায় বাহাদুর তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ভূসম্পত্তি তাঁহার ছয়টী পুত্র ও তিনটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমান ৯ ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন—দুঃখের বিষয়, ইহাতেও যেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সন্তুষ্ট হইতেছেন না।

রায় বাহাদুর ৬টী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ সবরেজিষ্টারের কাজ করেন, তৃতীয় সত্যেন্দ্রনাথ বি, এল পাশ করিয়া পিতার আসনে বসিয়া ওকালতি করিতেছেন. মধ্যমের নাম জ্ঞান চতুর্থ হরিপদ সংপ্রতি মারা গিয়াছে। ব্রহ্মপদ ও শৈল পঠদ্দশায় আছে জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথকে রায় বাহাদুর সম্পত্তির ট্রাষ্টি করিয়া গিয়াছেন এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁহার মরেলগঞ্জ অঞ্চলের সম্পত্তির নায়েব রাঢ়ীপাড় গ্রাম নিবাসী কেশবলাল ঘোষকেও ট্রাষ্টি করিয়া যান। এই কেশবলাল নিতান্ত সচ্চরিত্র ও বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন। রায় বাহাদুর গুণের আদর করিতেন, কেশব লালকে ট্রাষ্টি করাও তাহার একটী উদাহরণ দুঃখের বিষয় সংপ্রতি কেশবলাল মারা গিয়াছেন। কেশবলাল মারা যাওয়ায় রায় বাহাদুর পরিবারের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে।

অমৃতলাল কাজের লোক দেখিলেই তাহার সমাদর করিতেন অকর্ম্মণ্য অলস লোকদিগের প্রতি তিনি দয়া প্রদর্শন করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দিতেন না। আপন গ্রামবাসী বা আত্মীয় স্বজন বলিয়া তাঁহাকে কাহারও পক্ষপাত করিতে দেখা যায় নাই। কার্য্যক্ষম যে কোন যুবককে তিনি কর্ম্মপথে উৎসাহ দিতেন। লোকনিন্দার ভয় তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। নিজগ্রাম নলধায় রাস্তা-ঘাট পুষ্করিণী করিলে লোকে তাঁহাকে গ্রামের প্রতি পক্ষ-পাতী বলিবে, এই জন্য তিনি গ্রামের কাজে বিশেষ

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায় চৌধুরী,

ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার খড়রিয়া জমিদারী সিণ্ডিকেট লিমিটেড।

শ্রীশরৎচন্দ্র সাহার "নলধা গ্রাম ও সাহা বংশাবলী" জন্য।

মনোযোগ [illegible] করিতেন না। এই সব কারণে তাঁহার [illegible] অনেক সময়ে মনে করিতেন তিনি, জাতি গোষ্ঠির উপকার করিবেন না। অমৃতলালকে অনেক দুষ্টলোক মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রতারিত করিয়াছে। তাঁহার জমিদারী সংক্রান্ত অনেক কর্ম্মচারী তাঁহার তহবিল ভাঙ্গিয়া পলাইয়াছে। তিনি প্রায় সকল স্থলেই তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছেন। রায় বাহাদুর নিজের ক্ষমতায় প্রায় বার্ষিক ৮।১০ হাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায়চৌধুরী।

নলধা গ্রামে ৺বানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় একজন স্বনামধন্য কৃতি পুরুষ ছিলেন, ইনি সংস্কৃতে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। তাহার বিদ্যা ও গুণের জন্য তৎকালিন খড়রিয়া পরগণার বৈদ্য জমিদারগণ তাহাকে ১০০ বিঘার উপর নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। বানেশ্বরের পুত্র শিবরাম, তৎপুত্র ভৈরবচন্দ্র। এই ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্র হইয়েছেন, ৺অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী, তাঁহারই পুত্র, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র রায়চৌধুরী। বানেশ্বরের এক পুত্রের বংশে প্রাণহরি বন্দ্যোপাধ্যায়দিগর, অপর পুত্রের বংশে সুশীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়দিগর জন্ম গ্রহণ করেন। ভৈরবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র শ্রীনাথ পিতা জীবিত থাকিতে অকালে পরলোক গমন করায় বংশ লোপ হইয়াছে, ভৈরবচন্দ্রের দুই কন্যা। লখপুর কাশ্যপ চৌধুরী জমীদার বংশের ৺ভৈরবচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হয়। উক্ত কন্যার গর্ভে ৺অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। [illegible] নবমদিনে [illegible] এবং [illegible]

অম্বিকাচরণকে প্রতিপালন করেন। উক্ত ধাইমা মাতৃস্নেহে অম্বিকাচরণকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নতুবা অম্বিকাচরণের জীবন বিপন্ন হইত। ১২৭০ সালে ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়েন এবং ১২৭৮ সালে উক্ত পীড়ায় ভৈরবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরী বহু সংবাদের পর মাতামহকে দেখিতে যান। এবং তাঁহার মাতামহীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তদবধি তিনি নলধায় থাকিয়া যান। আর কখনও লখপুর যান নাই। ঐ সময় হইতে ৺অম্বিকাচরণ রায়চৌধুরীর বংশ নলধা গ্রামে বসবাস করিতেছেন। অম্বিকাচরণ মূলঘড় নিবাসী ৺রামচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিবাহ করেন।

খুলনা জেলায় লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী জমিদার বংশের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও সুনাম আছে। অম্বিকাচরণকেও নলধা গ্রামে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি নলধা গ্রামে পাকা হইয়া খড়রিয়ার বর্ত্তমান জমীদারবাবুদিগের নিকট চাকুরী প্রার্থী হইলে, জমীদার বাবুগণ তাঁহাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া নায়েবের প্রতি যে পত্র দেন, তাহাতে অম্বিকাচরণকে লখপুরের কাশ্যপ চৌধুরী জমিদার বংশ সম্ভূত বলিয়া বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ ছিল। তাঁহার উচ্চ ও দয়ালু চিত্তের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। নলধা নিবাসী ৺রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুকালে তাহার পুত্র মহেন্দ্র ও মহিমের ভার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়া যান। তিনিও সোদরোপম স্নেহে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। কামটা নিবাসী ৺তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সময়ে তিনি স্বইচ্ছায় তাঁহার নাবালক পুত্রদের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ১২৮৮।৮৯ সালে নলধা গ্রামে প্রথম ছাত্রবৃত্তি স্কুল স্থাপিত হয়, রায় মহাশয় উক্ত স্কুলের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই স্কুলের প্রথমে কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না। ৺মধুসূদন সিংহ ও শ্রীযুক্ত

যদুনাথ সিংহ কোন বিশেষ কারণে [illegible] নির্মাণের জন্য ১০০৲ টাকা প্রদান করেন। এই টাকা আদায় ব্যাপারে তিনিই [illegible] বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং তিনি নিজে কতক টাকা এবং স্কুল গৃহের সরঞ্জামাদি দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে যে স্থানে নলধা স্কুল স্থাপিত, উহার পূর্ব্বদিকের ।।০ কাঠা জমী পূর্ব্বে মৃত মুরদ সর্দ্দারের ছিল, উক্ত জমী রায় মহাশয় খরিদ করিয়া পরে স্কুলকে দান করেন। পশ্চিমদিকের খণ্ড শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় মহাশয়ের ছিল, পরে উহা তাহার নিকট হইতে স্কুলের জন্য লওয়া হয়। এই মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপন ব্যাপারে অম্বিকাচরণের বিশেষ উৎসাহ ও উদ্যোগ ছিল। তিনি তাঁহার বাড়ীতে অনেক ছাত্রের স্থান করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্মে বিশেষ মতি ছিল, তিনি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন এবং শিবপূজা না করিয়া কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

এইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ পিতার ঔরসে ১২৮৪ সালের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতে বেলা ৭ দণ্ড ৫০ পল মধ্যে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। বাল্যকালে রামচন্দ্র অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা ৺অম্বিকাচরণ, কালিচরণ বসু নামক এক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করেন। পরে রামচন্দ্র ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন। এবং পরে নলধা মধ্য ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইলে রামচন্দ্র তাহাতে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং উক্ত স্কুল হইতে ১৮৯২ সালের শেষভাগে মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা দিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগে ২য় স্থান অধিকার করেন এবং মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পরে ১৮৯৩ সালে খুলনা জেলা স্কুলে ভর্ত্তী হইয়া প্রবেশিকা পড়িতে থাকেন, এবং ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রামচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষার [illegible]

অনুগ্রহ দিয়াছিলেন, নতুবা পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হইত তাহাতে সন্দেহ ছিল না। ৺বাঙ্গালা সন ১৩০৩ সালের বৈশাখ মাসে ৩রা রামচন্দ্রের পিতা অম্বিকাচরণের বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয়। ৪ঠা তারিখে উক্ত একই রোগে রামচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা, লক্ষ্মণচন্দ্র এবং ভগিনী লাবণ্য ও এক জ্ঞাতি ভাইপোর মৃত্যু হয়। এইরূপে রামচন্দ্র নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। অম্বিকাচরণ ঋণগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রাম চন্দ্রের পরম হিতৈষী ৺তারকনাথ ও ৺মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামচন্দ্রের বাড়ী গিয়া তাঁহার পিতার ঋণের জন্য তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বিনামা করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু রামচন্দ্র এইরূপ অন্যায় কার্য্যের দ্বারা কাহাকেও ঠকাইতে স্বীকার করেন নাই। তাঁহার এইরূপ উদার মনোভাব জানিতে পারিয়া সমস্ত মহাজনগণই তাঁহাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়া টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেনা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে রামচন্দ্র যখন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "ভগবান উপায় করিবেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই। কোন কৃত্রিম বা অন্যায় কাজ কখনও অবলম্বন করিবে না। তোমাদের বজায় রাখা যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয় তবে তিনি কোন না কোন উপায়ে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।" ৺তারকনাথ রাহা অত্যন্ত হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন, রামচন্দ্রের পরীক্ষার পর তিনি ৩ মাস নলধা স্কুলে তারকনাথের পদে কার্য্য করেন। উক্ত ৩ মাসের পাওনা তারকনাথ রামচন্দ্রকেই দিয়া ছিলেন। উক্ত বেতনের কতক টাকা দিয়া সংসারের খরচের ব্যবস্থা করিয়া রামচন্দ্র, তারকনাথকে লইয়া অধ্যয়নের জন্য কলিকাতা গমন করেন। এই সময় ৺ললিতমোহন দাস এম, এ, নলধা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামচন্দ্রের কলিকাতায় যাতায়াত খরচ জন্য তাঁহার হাতের আংটীটী দিয়াছিলেন। ইহা অযাচিত দান। তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেকেই তাঁহাকে চাকরী করার পরামর্শ দিয়াছিলেন,

কিন্তু এক মাত্র ললিত বাবুর উপদেশ, উৎসাহ ও পরামর্শে রামচন্দ্র পড়াশুনা করার জন্য উৎসাহিত হইয়াছিলেন। ললিত বাবু ৺তারক নাথের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে দিয়া রামচন্দ্রকে পড়ার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কলিকাতাতে বহু চেষ্টার পর রামচন্দ্র ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবেল সোসাইটীর সাহায্য লাভ করেন এবং সিটীকলেজে অর্দ্ধ বেতনে ভর্ত্তী হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, স্কুলের বেতন দেওয়ার এবং পড়ার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু থাকা ও খাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, তখন রামচন্দ্র একমনে কাতর ভাবে ভগবানের নিকট সাহায্যের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং আশ্চর্য্যরূপে ভগবানের দয়ায় খড়রিয়ার মেজোজিলার জমিদার ৺কুমার কৃষ্ট দত্ত চৌধুরী, বাবু কেদারেশ্বর দত্ত চৌধুরী ও বাবু ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত চৌধুরী মহাশয়দিগের অনুগ্রহে রামচন্দ্রের খাওয়া ও থাকার সুবিধা হইল এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহ ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। কাতরভাবে ভগবানকে ডাকিলে তিনি যে দয়া করেন, রামচন্দ্রের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ক্রমে দত্ত জমিদার মহাশয়েরা পড়ার বইএরও যোগাড় করিয়া দিলেন এবং ঐ সময় সলিসিটর বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ও রামচন্দ্রের বইএর সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময় হঠাৎ রামচন্দ্র পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার উপর কুমার কৃষ্ট বাবুর স্নেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, এবং তাঁহার বাড়ীতে রামচন্দ্রের আহার ও বাসস্থান উভয় ব্যবস্থা পাকাপাকি স্থির হইয়া গেল। কুমার বাবু ক্রমে রামচন্দ্রকে নিজের পুত্র নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতে লাগিলেন, তিনি সময় সময় বলিতেন "আমি রামের জন্য যাহা আবশ্যক সবই করিতে পারি। রামচন্দ্রের চরিত্রে আমি মুগ্ধ হইয়াছি"। এফ, এ, পরীক্ষার পর তিনি রামচন্দ্রের কি পড়ার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে রামচন্দ্র বলিয়া ছিলেন, তাহার যখন নিজের কোন শক্তি নাই তখন তাহার ইচ্ছায় কি হইবে। তখন

কুমার বাবু রামচন্দ্রকে মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কোন স্থানে রামচন্দ্রের পড়ার ইচ্ছা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলেন! অতঃপর রামচন্দ্র দেশের বাড়ী আসিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহার তৃতীয় ভ্রাতা শরৎ বিষপাণে আত্মহত্যা করিয়াছে। (৮ই সোমবার ১৩৪০ সাল।) লখপুরের সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রয় হওয়ায় তথাকার কোন লোকের কঠোর বাক্যে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শরৎ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র লখপুরে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় সাতবাড়ীয়া গ্রামে খুলনার বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু শরৎ চন্দ্র ঘোষ এবং আলিপুরের প্রবীন উকীল বাবু বঙ্কবিহারী মল্লিক চৌধুরী তাঁহাকে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমান বঙ্কবিহারী রামচন্দ্রের সহিত নলধায় আগমন করেন। রামচন্দ্র লখপুর গেলে তাঁহার নলধার বাড়ী অগ্নি লাগিয়া ভষ্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রাস্তায় বঙ্কবিহারী রামচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। অভাব এবং দুঃখ কষ্ট মানুষকে ভগবানের প্রতি কি ভাবে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাঁহার উপর কি রূপ নির্ভর করিতে শিক্ষা দেয় তাহা চিন্তা করিলে আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। ক্রমাগত বিপদের পর বিপদে পতিত হইয়া রামচন্দ্রকে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত করিয়া তুলিল। ইহার কয়েক দিন পরেই কুমার বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রামচন্দ্রকে ২০৲ কুড়িটী টাকা পাঠাইয়া দিলেন এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াইবেন বলিয়া জানাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে থার্ড ইয়ার ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এফ, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় সার্ভে জেনারেল আফিসে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং গভর্ণমেণ্ট অফিস চাকরী পাওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ব্রহ্মদেশে গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস প্রাপ্ত হইলে খড়রিয়ার

মেজো জিলার জমিদার মহাশয়গণ তাঁহাকে খড়রিয়া মেজোজিলা সিণ্ডিকেট কোম্পানীর অধীনে চাকরী করার জন্য প্রস্তাব করেন এবং ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রামচন্দ্র উক্ত কোম্পানীতে ম্যানেজারের এসিস্‌ট্যাণ্ট রূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরে ১৩১৬ সালে ম্যানেজার না থাকায় রামচন্দ্র এক বৎসরের জন্য ম্যানেজারি পদে কার্য্য করেন। নূতন নিযুক্ত ম্যানেজারের সহিত কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে একমত না হওয়ায় রামচন্দ্র কাজে ইস্তফা দেন। নূতন ম্যানেজারের কার্য্যে কোম্পানী অসন্তুষ্ট হন এবং উক্ত ম্যানেজারও কার্য্য ত্যাগ করেন। ইহার পর ১৩২০ সালে রামচন্দ্র কোম্পানীর ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া ১৩৩৫ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বৎসর ম্যানেজারি করিয়া ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে পুনরায় কার্য্য ত্যাগ করেন। ১৩৩৬ সালে রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র আসাম প্রদেশে একটী ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আবদ্ধ হয়েন। বিভাগীয় কমিশনার তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্তে মুক্তি দেন। আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইং ১৩৩৬ বাং ১৩৪০ সালের আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত রামচন্দ্র নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক মাসে কলিকাতায় জোড়া বাগানের ৺ অক্ষয় কুমার ঘোষের এষ্টেটে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছেন।

খড়রিয়া মেজো জিলা জমিদারী সেণ্ডিকেটে কার্য্যকালে কর্ত্তৃপক্ষ রামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। মাননীয় স্বর্গীয় কুমার কৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিবার কালে লিখিয়াছিলেন, **"I have never come across such a competent, and honest Zamindary officer.** খড়রিয়া মেজোজিলায় কাজ করিবার সময় প্রজাগণ, কর্ম্মচারীগণ ও কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি কোম্পানীর অফিস ও কার্য্যাদি বিশেষ স্বচ্ছ স্বল করিয়াছিলেন।

কোম্পানীতে বার্ষিক আয় প্রায় ৩০০০৲ হাজার টাকা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৩৩৭ সালে উক্ত কোম্পানীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় জমীদার রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুরের এষ্টেটে প্রধান কর্ম্মচারী রূপে সদরে একবৎসর ও ভাগলপুর জমিদারীর ভার লইয়া দেড় বৎসর কাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র ১৩০৯ সালে নলধা স্কুলের মেম্বর ও Assistant Secretary এবং তৎপরে President হইয়াছিলেন। স্কুল Building এর জন্য রামচন্দ্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং Building fundএ অবস্থা অনুযায়ী যথেষ্ট টাকা দান করিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসর যাবৎ মূলঘড় ইউনিয়ন বোর্ডের President ছিলেন এবং পরে নলধা Union Board এরও President হইয়া ছিলেন এবং শিববাটীর Charitable Dispensary র Vice President রূপে কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে উক্ত সরকারী ডাক্তার খানার মেম্বর মাত্র আছেন। ৩ বৎসর পর্য্যন্ত District Board ও Local Board এর মেম্বর ছিলেন। এ সময় তাঁহার চেষ্টায় গ্রামে বোর্ড প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হয়। রামচন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টায় ফকির হাট ও মোল্লা হাট রাস্তা মঞ্জুর হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। এই প্রকারে রামচন্দ্র গ্রামের ও দেশের অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। রামচন্দ্র সদ্ভাবে বেতন ও কমিশনে লক্ষ টাকার উপর উপার্জ্জন করিয়াও আজ ঋণগ্রস্ত। তার প্রধান কারণ সাধারণ কার্য্যে ব্যয়, একান্নবর্ত্তীতা সমর্থন, ভ্রাতাদিগের শিক্ষা ও ভরণ পোষণ জন্য খরচ, গ্রামের বেকার যুবকগণের সাহায্যে অর্থব্যয়। ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সৎপথে জীবন যাপন করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রামচন্দ্রের চতুর্থ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ করিয়া ওকালতি করিতেন, এক্ষণে চাকরীর অনুসন্ধান করিতেছেন। পঞ্চম ভ্রাতা কিরণচন্দ্র দেওঘর

Agricultural Settlement কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন, এইক্ষণে বাটীতে আছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্র **Sub-Overseer** ছিলেন। এইক্ষণ **Contractor** এর কার্য্য করিতেছেন। রামচন্দ্র বিষ্ণুপুর গ্রাম নিবাসী অমৃতলাল রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত কুমার দেশসেবায় মন সমর্পন করিয়া একজন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী যুবক।

শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ রাহা

ক্ষুদ্র বীজ হইতে বৃহৎ বৃক্ষের সৃষ্টি হইয়া থাকে, বীজের ক্ষুদ্রত্ব দেখিয়া একথা কিছুতেই মনে করা যায় না এই ক্ষুদ্র বীজ হইতে কালে এমন একটা জিনিষের সৃষ্টি হইতে পারে, যাহা বহু জীব জন্তুর আশ্রয় স্থান হইবে। মানব জীবনেও আমরা এই নীতির পরিচয় দেখিতে পাই।

যতীন্দ্রনাথ যখন জন্ম লাভ করেন, তখন আমরা বুঝিতে পারি নাই যে কালে এই বালক সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে,এবং দেশের ও দশের বহু উপকারে আসিবে। যতীন্দ্রনাথ ১২৯১ সালে আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহন করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় যতীন্দ্রনাথের পিতৃ-বিয়োগ হয়। যতীন্দ্রনাথের পিতা ৺শ্যামাচরণ রাহা মহাশয় সাদা সিধা গোছের লোক ছিলেন। তাহার অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল না। কাজে কাজেই যতীন্দ্রনাথ গ্রাম্য পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া নলধা হাই স্কুলে ৪র্থ শ্রেনী পর্য্যন্ত পড়িয়া অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়া শেষ করিতে বাধ্য হইলেন। পরে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিজের উন্নতি কামনায় কলিকাতায় গমন করেন। তথায় নিজের চেষ্টা ও যত্নে একদিকে যেমন কিছু কিছু লেখাপড়া,

চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, অপর দিকে তেমনি করপোরেশনে বহু চেষ্টা করিয়া কালেক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে বিশেষ সুবিধা বোধ না করায় প্রথম C. S. N. Coতে কার্য্য করেন। পরে সেখানে কার্য্য করিয়া কঠিন পীড়া বশতঃ ইনি বাটীতে আসিলেন। ভালরূপ সুস্থ না হইতেই খুল্লতাত মথুরানাথের মৃত্যু হয়। তৎপরেই কলিকাতা নিবাসী খড়রিয়া বড় জিলার জমীদার পক্ষের একজন মালিক যতীন্দ্রনাথকে মথুরানাথের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই কার্য্যে যতীন্দ্রনাথের দক্ষতা দেখিয়া ক্রমশঃ খড়ন্নিয়ার বড় জিলায় বার আনা অংশের জমীদার বাহাদুরগণ বেতন বৃদ্ধি দিয়া সদরে ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালীন, তাহার কৃত কয়েকটি কার্য্যে জমীদার মহাশয়গণ বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েন এবং এষ্টেটও লাভবান হয়। এই সময় দুইজন ম্যানেজার বার আনা অংশে নিযুক্ত ছিলেন। দুই জনের আবশ্যকতা না থাকায় প্রথমে একজন এবং পরে অপর ম্যানেজারও কার্য্য হইতে অপসৃত হয়েন। নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যতীন্দ্র নাথ "ম্যানেজার ইন চার্জ্জ" নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময় জমীদার মহাশয়গণ যতীন্দ্রনাথের কার্য্যকলাপে এবং আদায় তহশীলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আপাততঃ তাহাকেই In charge Manager রাখিয়া কার্য্য পরিচালিত করিতে মনস্থ করিয়া নূতন ম্যানেজার নিযুক্ত করা স্থগিত রাখেন। তদবধি যতীন্দ্রনাথ দক্ষতার সহিত বড় জিলার ম্যানেজারী কার্য্য করিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং ষ্টেটের নানাবিধ উন্নতির কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। তাঁহার ইনস্পেক্টরী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া হইতে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল, এষ্টেটের কার্য্য, দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ইহা একজন জমীদারী এষ্টেটের কর্ম্মচারীর পক্ষে বিশেষ প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই।

যতীন্দ্রনাথ গোটাপাড়া নিবাসী ৺চন্দ্রকান্ত ঘোষের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী প্রমিলা বালার পাণি গ্রহণ বরেন। প্রমিলা বালা যেরূপ বুদ্ধিমতী; তদ্রূপ সুশীলা ও সুন্দরী। যতীন্দ্রের কোন সন্তানাদি জন্মে নাই। তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য বহুদিন হইতে নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছেন। যতীন্দ্রনাথ নিজের শক্তি অনুযায়ী রোজগারও করিতেছেন এবং কার্য্যব্যপদেশে আত্মীয় স্বজন ও জ্ঞাতি বর্গকে ভোজ যজ্ঞ দ্বারা বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। তাহাতে অর্থব্যয়ও প্রচুর হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার মনের বল এত অধিক যে এই অবস্থায়ও নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিতে বা নিজ দায়িত্ব প্রতিপালন করিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার পত্নীর অক্লান্ত সেবাই অন্তরে অশান্তির মধ্যেও শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া থাকে। নাথ বুদ্ধিমান ও অতিশয় সুচতুর ব্যক্তি। গ্রামের অন্যান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিদেশে থাকায় যতীন্দ্রনাথই বর্ত্তমানে গ্রামের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিয়া গ্রামের ও নিজ পাড়ার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিতেছেন! যতীন্দ্রনাথ নলধা স্কুল কমিটী, ইউনিয়ন বোর্ড, সরকারী ডাক্তারখানা ও কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতির মেম্বর আছেন। স্কুলের উন্নতির জন্য যতীন্দ্রনাথ যথা-সাধ্য চেষ্টা যত্ন করিয়া থাকেন। যতীন্দ্রনাথ নিজে নিঃসন্তান হইলেও নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী দিগকে আপন পুত্র কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতেছেন। নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কেবল মাত্র মায়ের অনুরোধে যথেষ্ট ব্যয় করিয়া ভাগিনেয়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন এবং ভাগ্নেয়কে চিরদিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। খড়বুনিয়া বাড়ীতে এখন যতীন্দ্রনাথই সকলের মুরব্বী এবং প্রবীন ব্যক্তি। আমি যতীন্দ্র নাথের স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র রাহা

জয়নারায়ণের বংশে ঈশানচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র কেশবচন্দ্র সন ১২৭৮ সালের বৈশাখ মাসে নলধা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র অতিশয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বই (Personality) ছিল তাঁহার সংসার জীবনের প্রতিষ্ঠা লাভের শ্রেষ্ঠ কারণ। কেশবচন্দ্রে পিতার এই শক্তির বীজ বিশেষ ভাবে নিহিত ছিল এবং যদিও কেশবচন্দ্র তাঁহার উচ্চাভিলাস (Ambition) পূর্ণ করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার জীবনে সাধারণ কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহাকে কৃতিত্বের উচ্চ সীমায় আরোহণ করাইয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ তাঁহার চরিত্রের ব্যক্তিত্ব (Personality)। কেশবচন্দ্র প্রথমে গোপাল গুরুর নিকট পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ করেন। পরে খড়রিয়া মধ্যইংরাজী স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া খুলনা Govt. School হইতে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং কলিকাতাতে General Assemblys কলেজে I. A পড়েন এবং তথা হইতে I. A পাশ করিয়া Medical College এ ভর্ত্তি হয়েন। কেশবচন্দ্রের পরম সৌভাগ্য যে তিনি বিখ্যাত গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দের নিকট পড়িবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের নিকট আমরা শুনিয়াছি, Class এ পড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং পাঠ কতক অগ্রসর হইয়াছে; ৫।৭ দিন বাদে হয়ত দু'টী নূতন ছাত্র কালেজে ভর্ত্তি হইল, তখন এই মনিষী অধ্যাপক ঐ দুটী বালকের জন্য আবার প্রথম হইতে নূতন করিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। এবং হাসিতে হাসিতে ছাত্রদিগকে বলিতেন "Let us begin from the beginning." বোধ হয় কোন ছাত্রই তাঁহার Subject এ কাঁচা না থাকে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক কেশবচন্দ্র মেডিকেল কলেজে দুই বৎসর শিক্ষা লাভের পর তাঁহার বিলাত গিয়া

ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বিলাতে শিক্ষালাভের ইচ্ছা প্রবল হইল অথচ নিজেদের বাড়ীর লোকের অবস্থায় ঐ গুরু ব্যয় ভার সঙ্কুলান করা সম্ভব হইবে না, ইহা বুঝিতে পারিলেন তখন কেশবচন্দ্র বিবাহ করিয়া শ্বশুরের সাহায্যে বিলাত যাওয়া মনন করিয়া তদ্রূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং যশোরের প্রবীন এবং প্রধান উকিল বড় উমেশ বাবু কন্যার বিবাহে জামাতাকে বিলাতে পড়িবার খরচ বহন করিবেন এই সংবাদ কেশবচন্দ্রের নিকট পৌঁছিল। ঐ কন্যা বিদুষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিতান্ত অভাব ছিল; তথাপি কেশব চন্দ্র ঐ কন্যাই পছন্দ করিলেন। আমার মনে হয় তখন তাঁহার বিলাত গিয়া ডাক্তারী পড়ার শিক্ষা এতই প্রবল হইয়া উঠে যে, উমেশ বাবুর কন্যা অপেক্ষা বহু গুণে কুৎসিতা কন্যাও তিনি অপছন্দ করিতেন না। যাহা হউক এই বিবাহ হইয়া গেল এবং বিলাত যাইবার জন্য কেশবচন্দ্রের পোষাক প্রস্তুত হইল, জাহাজের টিকিটও বুঝি খরিদ হইয়াছিল, কিন্তু বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে উমেশ বাবু এক ওকালতি চা'ল দিলেন। তিনি বলিলেন কেশব চন্দ্রের বিলাতের শিক্ষা লাভের জন্য তিনি যে খরচের টাকা দিবেন, তদ্ভিন্ন অন্য আবশ্যকীয় খরচের টাকা কেশব বাবুর অভিভাবকদিগকে এখনই ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। নতুবা তিনি কোন খরচ দিতে পারিবেন না। কেশব চন্দ্র বিলাত গেলে তাহার ভাইয়েরা খরচ দিতে না পারিলে শেষকালে তাঁহার শিরে সমস্ত ব্যয়ভার নিপতিত হইবে, ইহাতে তিনি রাজী নহেন। কেশব চন্দ্রের বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে এই রূপে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল এবং অবশেষে পাকাপাকি স্থির হইল যে তাহার আর বিলাত যাওয়া হইল না। কেশব বাবুর যৌবনের প্রথম উদ্যমে এই যে নিরাশার বীজ তাহার হৃদয়ে বপিত হইল, ইহার বিষময় ফল তিনি চিরদিন ভোগ করিয়া

গিয়াছেন। বিলাতের শিক্ষালাভের সুযোগ ত রহিত হইলই, এই ঘটনায় তাঁহার কলিকাতা মেডিকেল কলেজের পড়াও বন্ধ হইল। অবশেষে স্থির হইল যখন তিনি বিবাহ করিয়াছেন তখন পরিবার প্রতিপালনের জন্য রোজগার করা আবশ্যক। তখন কেশবচন্দ্র চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর সাহায্যে বিখ্যাত মহিলা কবি কামিনী সেনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কামিনী সেন তাঁহার স্বামী জজ কেদারনাথ রায়কে ধরিয়া কেশবকে বগুড়াতে কোর্ট অব ওয়ার্ডের মধ্যে এ্যাসিট্যাণ্ট ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিলেন। বেতন একশত টাকা হইল। ক্রমে কেশবচন্দ্র নিজ কার্য্য দক্ষতা এবং সততার গুণে তাথায় ম্যানেজারের পদে উন্নীত হইলেন এবং বেতনও বৃদ্ধি হইল। পরে তথা হইতে বদলী হইয়া বৈঁচি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন বি, এল, মুখার্জ্জীর এষ্টেটে নিযুক্ত হইলেন। বৈঁচি অত্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রধান স্থান। বৈঁচিতে থাকা কালীন কেশবচন্দ্রের শরীরে বিষাক্ত ম্যালেরিয়ার বীজ প্রবেশ করে। এই খানে থাকা সময় কেশবচন্দ্র প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন এবং অনেক তদ্বির ও দরকার করিয়া অফিস বৈঁচি হইতে চুঁচুড়ায় আনয়ন করিলেন। আমরা উপরোক্ত ব্যাপারে কেশব চন্দ্রের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। অন্য যুবক হইলে এই বিবাহ ব্যাপার লইয়া শ্বশুর এবং স্ত্রীর সহিত যে মনোমালিন্য এবং বিরোধের সৃষ্টি হইত, বোধহয় চির জীবনের মধ্যে তাহার কখনও শেষ হইত না। অন্য অপরিণামদর্শী উদ্ধত যুবক এইরূপ শ্বশুর এবং তাঁহার কন্যার মুখ দর্শন করিত না। কিন্তু কেশবচন্দ্র কখনও সে চিন্তা মনে স্থান দেন নাই। তিনি ভগবানের বিধানের উপর নির্ভর করিয়া এবং নিজ অদৃষ্টের দোষ দিয়া সকল ব্যথা এবং আশা ভঙ্গের সকল কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম সাক্ষী

করিয়া যে সুশীলা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনি নির্দ্দোষ বুঝিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করতঃ অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। আমি জানি না এক্ষেত্রে কয়জন যুবক এইরূপ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারিতেন। যাহাহউক কেশবচন্দ্র যে কার্য্যেই আত্ম নিয়োগ করিতেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। জমীদারী এষ্টেটের কার্য্য পূর্ব্বে কখনও না করিলেও অতি অল্পদিনের মধ্যে তিনি কোর্ট অব ওয়ার্ডের নামজাদা ম্যানেজার রূপে প্রতিপন্ন হইয়া উঠিলেন এবং পরে কোর্ট ওয়ার্ডের System এ আদর্শ জমীদারী শিক্ষা বা Treaties of dary business নামক বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ণ করেন। এই পুস্তকের বহু প্রশংসা পত্র বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের মূল্য দুই টাকা নির্দ্ধারণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি ইংলিশ Geography নামক একখানি ইংরাজী ভুগোল প্রণয়ন করেন। উহার মূল্য আট আনা ধার্য্য হয়। এই পুস্তক খানি পরে স্কুল পাঠ্য হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের দুই পুত্র নির্ম্মল ও বিমল এবং দুই কন্যা রেণুকা ও কনিকা জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র পুত্রদিগের শিক্ষালাভের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। এমন কি বোর্ডিং এ রাখিয়া ইহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য অর্থব্যয় ও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মল ও কনিষ্ঠা কন্যা কনিকা অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বিমল এণ্ট্রান্স স্কুল হইতে পড়া শেষ করিয়া বসিয়া আছে। রেণুকার সুপাত্রে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র শ্যালক বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ L. R. C. P. and L. C. S. কেশব বাবুর পুত্র কন্যার যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। স্নেহ ময় কাকা রামেন্দ্রনাথ ও কেশব বাবুর [illegible] বিমলকে লেখাপড়া শিখা ইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা যত্ন করেন। গোপাল বাবু প্রথমে নেপালে

রাজষ্টেটের ডাক্তার নিযুক্ত হন। পরে ঝরিয়াতে বার্ড কোম্পানীর চিফ্ মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হন। তথায় তাহার সুনাম এবং যশ চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং বহু অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিমলচন্দ্রের এইরূপ ধনী এবং দেশমান্য মাতুল তাহাকে মানুষ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিমল তাহার এই মাতুল বা ছোট কাকার উপদেশ মত চলিতে পারে নাই। বিমলচন্দ্র এখন নলধার বাড়ীতে মাতাপুত্রে বাস করিতেছেন। কেশবচন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় নিজ জন্মপল্লীর উন্নতির জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মধ্য ইংরাজী স্কুল এনট্রান্স স্কুল পরিচালিত করিতে, স্কুলের পাকা বাড়ী প্রস্তত করিতে অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তদ্বিষয় যথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে। কেশবচন্দ্র স্বীয় পত্নীর বিশেষ অনুরক্ত থাকিলে তিনি গার্হস্থ্য জীবনে বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি চুঁচুড়ায় অবস্থান কালীন সেরিব্রাল মেনিনজাইটিস রোগে ইংরাজী ১৯১৮ সনের অক্টোবর মাসে বাঙ্গলা ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেশবচন্দ্রের চরিত্রের মাধুর্য্য ছিল। তিনি অত্যন্ত প্রীতি প্রফুল্ল এবং আনন্দপ্রিয় লোক ছিলেন, বিদেশ হইতে বাড়ী আসিলে কেশবচন্দ্র এক নিশ্বাসে পাড়ার সকল বাড়ী ঘুরিয়া আসিতেন। তিনি গাম্ভীর্য্য পছন্দ করিতেন না। ইহাতেই সময় সময় কেশবচন্দ্র লোকসমাজে হালকা বলিয়া গণ্য হইতেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার এই স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কেশবচন্দ্র অত্যন্ত পিতৃ মাতৃ ভক্ত লোক ছিলেন। অনুকুলচন্দ্রের জীবনীতে আমি জানিয়াছি যে কেশবচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও অনুকুলচন্দ্র সমবয়সী বিধায় পরস্পরের মধ্যে যে গভীর প্রণয় ছিল তাহা স্মরণ করিলে কেশবচন্দ্রের বিয়োগব্যথা আমাদিগকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলে। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যান করুন।

শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহা, এম, এ, বি এল,
অধ্যাপক ও (গ্রন্থকারের ভ্রাতুষ্পুত্র) বর্ত্তমানে চিফ্ ম্যানেজার
(২১ বৎসর বয়সের) বাঙ্ দ্বারভাঙ্গা, রাজনগর।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও বান্ধা বংশাবলী" জন্য।

শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহা, এম, এ, বি, এল,
অধ্যাপক পাট[illegible] কলেজ ঃ চিফ্ ম্যানেজার রাজ দারভাঙ্গা, রাজনগর।

শ্রী শরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী' জন্য।

NANDAN PRESS, CALCUTTA.

শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ রাহা এম,এ, বি,এল

শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথ ১৩০১ সালে ২৯শে চৈত্র সোমবার মাতুলালয় যশোহরের অন্তঃপাতি মঙ্গলপৈতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ধীরেন্দ্রনাথ পিতা উপেন্দ্রনাথের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ সুবিমলচরিত্র যুবক। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার সততার যশভাতি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে বরণীয় ও মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে, সে কথা পরে লিখিতেছি। বাল্যে ধীরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত রুগ্ন, দুর্ব্বল দেহ লইয়া জন্ম গ্রহন করেন। তখন তাঁহার হাত পা নড়ি নড়ি এবং পেটটি ডাগর ছিল। কিন্তু এই শরীরেও সর্ব্বোপরি তাঁহার চোখের জ্যোতি বুদ্ধিমত্তা ও উন্নতির বিষয় সূচিত করিত। এই সময় তাঁহাকে কিছুদিন পর্য্যন্ত কেবল মাত্র বেদানার রস খাওয়াইয়া বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার শরীর পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ধীরেন্দ্র নাথের মাতামহ, পিতামহ, ও পিতৃদেবের পরিচয়ই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইরূপ মাতামহ ও পিতামহের রক্তে জন্ম লাভ করিয়া এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মাতামহ স্বর্গীয় কেদার নাথ ঘোষ একদিকে যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন উকীল ছিলেন. অপর দিকে তদ্রূপ মহা যোগী পুরুষ বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। তাঁহার পিতামহ স্বর্গীয় মহিমা চন্দ্র রাহাও বুদ্ধিমান ও মহা তেজস্বী দেশ মান্য ব্যক্তি বলিয়া জন সাধারণের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। পিতা উপেন্দ্র নাথ যুধিষ্ঠির তুল্য সত্যবাদী ও ন্যায় পরায়ণ ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। এ অবস্থায় আমরা যাহা আশা করিতে পারি, শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথের জীবনে আমরা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছি

শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের প্রাথমিক শিক্ষা পিতামাতার নিকট ঘরে আরম্ভ হয়। ধীরেন্দ্রনাথের মাতাও বিদুষী, সহৃদয়া এবং স্নেহময়ী ছিলেন। পিতা উপেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার কর্ম্মস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পশ্চিমে কোন স্থানে শিক্ষকতা কার্য্যের চেষ্টা করিলে গয়া সাহেবগঞ্জের স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। যাইবার পূর্ব্বে সংসারের সমস্ত ভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া যান। গয়ায় গমন করতঃ স্কুলের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরে স্ত্রী, পুত্র, ও কন্যাদিগকে তথায় লইয়া যান। এইস্থানে ধীরেন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় এবং ১৯০৯ সালে ধীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। পরে বেনারস কুইন্স কলেজে অধ্যয়ন কবিতে থাকেন এবং ১৯১১ সালে ইণ্টারমিডিয়েট এবং ১৯১৩ সালে বি, এ, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়েন। ইণ্টার মিডিয়েটে সংস্কৃত পরীক্ষায় উক্ত কলেজে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় মিত্রমেডেল নামক স্বর্ণ পদক ও বি, এ, পরীক্ষায় উক্ত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করায় মহারাজা ভিজিয়ানা গ্রামের স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। পরে ধীরেন্দ্র নাথ আরও শিক্ষালাভের জন্য কলিকাতা আগমন করেন। আমি তখন হুগলীর স্বনাম ধন্য রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র মিত্রের এষ্টেটে সুপারিনটেণ্ডেণ্টের পদে কার্য্য করিতে ছিলাম। আমার হেড অফিস কলিকাতায় বউবাজারে অবস্থিত ছিল। শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথ আমার নিকট থাকিয়া কলিকাতা ইউনিভারসিটি কলেজে এম, এ, পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ১৯১৫ সালে উক্ত কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম, এ, পাশ করেন এবং গুণানুসারে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর উক্ত কলেজ হইতে ১৯১৬ সালে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

আমি তাঁহার কার্য্যের জন্য চেষ্টা করি এবং Hon. Surendra Nath Banerjee মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি শ্রীমানকে দেখিয়া এবং তাহার সহিত আলাপ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ এবং তৃপ্তি লাভ করেন এবং শ্রীমানকে মাসিক ১২৫৲ টাকা বেতনে রিপন কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের Lecturerএর পদে নিযুক্ত করিয়া Appointment letter আমার নিকট প্রেরণ করেন। মিঃ ব্যানার্জ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীমান গয়াতে পিতার নিকট গমন করেন। আমি তাঁহার এই চাকরীর বিষয় আমার অগ্রজের নিকট লিখিলে ধীরেন্দ্রনাথ শীঘ্রই এই কার্য্যে যোগ দিবে এইরূপ পত্র লিখিয়া দেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে দাদার পত্রে জানিতে পারিলাম যে শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের শরীর কলিকাতাতে ভাল থাকে না। এই যুক্তিতে, উক্তকার্য্যে জবাব দিতে বলেন। এই ঘটনায় বাঁড়ুজ্যে সাহেবের নিকট আমাকে নিতান্ত অপ্রস্তুত হইতে হয়। যাহাহউক ১৯১৭ সালে শ্রীমান গয়া জজ কোর্টে ওকালতি ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবহারাজীবীর ব্যবসা শ্রীমানের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তাই একবৎসর ওকালতি করার পর শ্রীমান ১৯১৮ হইতে ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত পাটনা গভর্ণমেণ্ট কলেজে অস্থায়ী ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে কার্য্য করেন। উক্ত অস্থায়ী অধ্যাপকের কার্য্য কাল অবসান হইলে পুনরায় গয়া জজ কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। এই সময় ধীরেন্দ্র নাথ নিতান্ত অনিচ্ছা স্বত্বে আদালতে গমন করিতেন। আমাকে কতদিন বলিয়াছেন, কাকা, চরিত্র পবিত্র রাখিয়া কখনও ওকালতী করা যাইতে পারে না। ভগবান বোধ হয় ধীরেন্দ্রনাথের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছিলেন, তাই ১৯২১ সালে শ্রীমান ধীরেন্দ্র নাথ স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ সার রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর জি, সি, আই, কে, ই মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে মাসিক ৩০০৲ টাকা

বেতনে নিযুক্ত হয়েন। এই সময় মহারাজ কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের সভ্য ছিলেন। এই সময় ধীরেন্দ্রনাথকে তাঁহার কাউন্সিলের ও অন্যান্য সভা সমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা প্রস্তুত করিতে হইত। উক্ত বক্তৃতাগুলি ছাপা হইলে, তাহা মহারাজা সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া পাঠ করিতেন মাত্র। তিনি দেশের বহু অনুষ্ঠানের সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে কার্য্য ব্যপদেশে দেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত। ধীরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদাই প্রাইভেট্ সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহার সহিত থাকিতে হওয়ায় ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে গমনের সুযোগ পাইয়াছেন। উপরোক্ত কারণে শ্রীমান অতি অল্প বয়সে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ জনিত প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ধীরেন্দ্রনাথের কার্য্যদক্ষতা ও সততায় মুগ্ধ হইয়া মহারাজ ধীরেন্দ্রনাথকে ১৯২৪ সালে ভাপটীয়াহী নামক এক বৃহৎ সার্কেলের ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করেন। একবৎসর কার্য্য করিয়া ধীরেন্দ্রনাথ এই সার্কেলের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার ম্যানেজমেণ্ট এবং সুব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট এবং প্রীতিলাভ করিয়া মহারাজ একবৎসর পরেই তথা হইতে ধীরেন্দ্রনাথকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম স্থান রাজনগর সার্কেলে বদলী করিয়া পাঠান। এই স্থানে মহারাজ বৃহৎ প্রাসাদ, বিশাল হর্ম্ম্যরাজী এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দির সকল নির্ম্মাণ করেন এবং দারভাঙ্গা হইতে তাঁহার রাজধানী এইস্থানে উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। মহারাজাধিরাজের মৃত্যুর পর ১৯২৯ সালে [illegible] কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজাধিরাজ কুমার [illegible] সিংহ [illegible] এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজারের পদে মাসিক ৭০০৲ টাকা বেতনে [illegible] হইয়াছেন। অদ্যাবধি ধীরেন্দ্রনাথ [illegible] থাকিয়া [illegible] প্রতিপত্তির সহিত এষ্টেট পরিচালনা করিতেছেন। [illegible] সালে ধীরেন্দ্রনাথ [illegible] বোর্ডের) সদস্য নির্ব্বাচিত

হইয়াছেন। অতঃপর ধীরেন্দ্র নাথ রাজনগরের প্রজাবৃন্দের শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি মধ্যইংরাজী স্কুল ও একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যা-লয় স্থাপিত করিয়াছেন। আমার আশা আছে এবং আমি ভরসা করি ভগবান আমার একান্ত প্রার্থনা অবশ্য পূর্ণ করিবেন এবং ধীরেন্দ্রনাথ সংসারে তাহার কর্ম্মের দ্বারা এমন সুকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া যাইবেন, যদ্দ্বারা তাহার নাম দেশের প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিবে। শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের বিবাহ কলিকাতা মহানগরীতে, ভবানীপুর চাউলপটী নিবাসী শ্রীযুক্ত অটলবিহারী বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুভাষিণীর সহিত দিয়াছিলাম। শ্রীমানের ৪টী পুত্র ও ৩টী কন্যা সন্তান জন্মে। তন্মধ্যে একটী পুত্র অকালে ভগবানের কোলে চলিয়া গিয়াছে। সে পিতামাতা এবং আমাদের অন্তরে যে শোকশেল বিদ্ধ করিয়া গিয়াছে, তাহার যাতনা চিরদিন ভোগ করিতে হইবে। শ্রীমান ধীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র রবীন্দ্র নাথও বুদ্ধিমান সরলচিত্ত এবং স্নেহময় হইয়া জন্মিয়াছে। তাহার পুত্র কন্যাগণ সকলেই প্রিয়দর্শন এবং তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী। বর্ত্তমানে ধীরেন্দ্র নাথের বয়ক্রম ৪১ বৎসর চলিতেছে। শ্রীভগবান আমার বংশের গৌরব এই রত্নটীকে সুখে স্বাস্থ্যে দীর্ঘজীবী করিয়া বাঁচাইয়া রাখেন এই, তাঁর চরণে আমার একমাত্র প্রার্থনা।

উপসংহার

সর্ব্বকার্য্যের উপসংহারে লোকে ইষ্টনাম স্মরণ করিয়া পরিসমাপ্ত করে। আমি করিলাম সম্পূর্ণ অন্যরূপ,—নিজের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জীবনের কাহিনী বিবৃত করিলাম। ইহার আবশ্যকতা বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি আমার এই ব্যর্থ জীবনের সংসার সংগ্রামের কাহিনীগুলিতে অন্ততঃ আমার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবে এবং তাহারা কথঞ্চিৎ উপকৃত হইতেও পারে; এইরূপ ভাবিয়াই কথাগুলি লিখিয়া রাখিলাম।

পিতা ৺মহিমাচন্দ্র যাঁহার আমি দ্বিতীয় পুত্র। বাংলা ১২৭৮ সালে আশ্বিন মাসে একটা বড় বন্যার দিনে আমি ভূমিষ্ঠ হই। সে দিন নাকি বন্যার জলে আমাদের উঠানে তূফান খেলিতেছিল। সেজন্য আমার আদরের নাম ছিল "তূফান" বা "তূফানে"। কেহ কেহ আমাকে ঐ জন্য জলধর বলিয়া ডাকিতেন। এক বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই আমি কঠিন রোগে মৃত্যুমুখে দাঁড়াইয়াছিলাম। আমাকে বাহিরে আনিয়া যখন সকলে কাঁদাকাটি করিতেছিলেন, তখনই আমাদের কুলগুরু ৺চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ছেলে মরিবে না বলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে সকলকে [illegible] দিলেন। পরে তিনি তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য তপঃপ্রভাবে যত্নমন আমাকে সুস্থ করিয়া দিলেন। আমাকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারই বা [illegible] এই [illegible], ভগবানেরই বা কি ইচ্ছা ছিল, তাহা ও ভাবিতে [illegible]

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা, গ্রন্থকার ৩৫ বৎসর। তস্য পত্নী শ্রীমতী নিরুপমা
কোলে ন পুত্র পরিমল চন্দ্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যা শৈলবালা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জনা।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা, গ্রন্থকার ৬৬ বৎসর বয়সে ও তস্য
পত্নী শ্রীমতী নিরুপমা রাহা ৫১ বৎসর বয়সে।

শ্রী ... চন্দ্র রাহার "নলপা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" হতে।

NANDAN PRES CALCUTTA

পিতার সন্তানদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম অল্প মেধাবী অকর্ম্মা। দাদা উপেন্দ্রনাথ ছিলেন ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রও প্রখর মেধাবী ছিল। পূর্ণচন্দ্র অল্প বয়সেই চলিয়া গেল, সে সংসারের বিড়ম্বনা সহিতে আসিয়াছিল না।

নলধা নূতন প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলের আমরা ছিলাম প্রথম ছাত্র। ঐ স্কুল থেকে আমি প্রথম বিভাগে মাইনর পরীক্ষায় পাশ করি, তাহার পর নানা স্কুলে এণ্ট্রান্স পড়ি, পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারি নাই। দাদা কিন্তু অনায়াসেই বি, এ পাশ করিয়া ফেলিলেন।

সাধারণ শিক্ষা ছাড়িয়া আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে এলাপ্যাথি ডাক্তারী পড়িলাম। এই সময়টা আমার জীবনের গৌরবময় মধুর দিন বলিয়া এখনও স্মৃতিটা পুলক বিভোর করিয়া দেয়। এই সময়ে বর্ত্তমানের বিশ্বকবি দেবপুরুষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য লাভ করিবার সুযোগ ঘটে। কি জানি কোন্ পুণ্যফলে আমি রবীন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টিতে পতিত হই। আমি তাঁহারই পাদমূলে তাঁহার যোঁড়াশাঁকোর বাড়ীতে সাদরে স্নেহের স্থান লাভ করি। কবিবর আমার প্রতি পুত্রাধিক স্নেহবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমারই হস্তে নিজ শিশু পুত্র কন্যার শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিলেন। সেই সুযোগে পূজ্যপাদ ক্ষিতীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও আমার যথেষ্ট পরিচয় হইল। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পদধূলি লইবারও আমার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমি সেইখানে থাকিতেই তিন বৎসর অন্তে থার্ড ইয়ার শেষ করিয়া এলাপ্যাথি ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মত হোমিওপ্যাথি পড়িতে লাগিলাম এবং হোমিওপ্যাথিক এম, বি পাশ করিলাম।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাকে জমিদারী কাজকর্ম্ম শিখাইলেন এবং তাঁহার জমিদারীর মধ্যে বিবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার আমার উপর

দিতে লাগিলেন। দাদা এই সময়ে [illegible]নাথের বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম [illegible] এম-এ, বি-এল, উকিল বর্ত্তমান আলিপুর আদালতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলও তখন ঠাকুর বাড়ীতে সুরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে বাসস্থল লইলেন। আমরা দুইজনে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহে বড় আনন্দে দিন কাটাইতাম।

এই সময়ে একটী ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে। সেই পরিবারের একটী বিদুষী বালিকা আমার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমার অভিভাবকগণ বিশেষতঃ অগ্রজ মহাশয় এই কথা জানিতে পারিয়া আমাকে বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পিতা বা জ্যেষ্ঠের অবাধ্য হইতে কোনও দিনই সাহসী ছিলাম না। আন্তরিক অনিচ্ছা প্রবল হইলেও অভিভাবকদিগের [illegible]নীত বিবাহে আমি আপত্তি করিতে পারিলাম না। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর পিসতুত ভ্রাতা ৺সুরেশচন্দ্র মিত্রের কন্যা শ্রীমতী নিরুপমার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল।

আর অধিকদিন আমার নিরুদ্বেগ সুখের জীবন ভোগ করা হইল না। দাদা গয়া স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পাইয়া চলিয়া গেলেন। পিতাঠাকুর পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দাদার ইচ্ছা ও আদেশ হইল, আমি দেশে [illegible] থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করি [illegible] পিতামাতার শুশ্রূষা করি। তাহাই করিলাম। প্রথমে যশোহর [illegible] ডিস্পেন্সারী করিয়া, পরে নিজ বাড়ীতে থাকিয়া চিকিৎসা করিয়া [illegible] ও অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম।

আমার পিতাঠাকুর ছিলেন বড় অতিথি বৎসল গৃহস্থ। অতিথিকে তিনি দেবতার ন্যায় ভক্তি দিয়া সেবা করিতেন। [illegible] তাঁহার জীবনের প্রধান [illegible] ছিল। স্বর্গীয় পিতার কাছে আমি এই [illegible] [illegible] শিখিয়াছিলাম। আর [illegible] কাছে শিখিয়াছি তাঁহার

লোকদুর্ল্লভ সহিষ্ণুতা, নির্লোভতা ও সত্যনিষ্ঠা। পিতা ও অগ্রজের এই দেব আদর্শই আমার জীবনপথের আলোক, তবে স্বীয় কর্ম্মফলে সময় সময় ঘটনাচক্রে এই পবিত্র আলোক আমি নিবাইয়া ফেলি।

শিববাড়ীতে যখন দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন পার্শ্ববর্ত্তী লোক বিনা খরচায় চিকিৎসা পাইবার সুযোগ পাইল, আমার ব্যবসায়ের আয় মন্দীভূত হইয়া আসিল। অথচ তখন অর্থের প্রয়োজনীয়তা আমার বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দাদার শিক্ষকতার সামান্য আয়ে সংসারের ব্যয় সঙ্কুলন হওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিল। চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে আর একটা তত্ত্ব আমার মনে উদয় হইল। ব্যবসায়ের অনুরোধে অনেক অভাবগ্রস্ত দরিদ্রের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ করিতে হইত। এমনও ঘটিত যে, রোগীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া অবশেষে হয়ত সে রোগীকে বাঁচাইতে পারিলাম না। নিয়তির সঙ্গে লড়াই করিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বা আমার সাধারণ অভিজ্ঞতা হার মানিত। তখন মনে একটা অনুতাপের বেদনা জাগিয়া উঠিত। যেন মনে হইত, এই ব্যবসায়ে আমি লোক ঠকাইয়া অর্থশোষণ করিতেছি। রোগী বাঁচুক মরুক, ডাক্তারের দর্শনী পাইবার রীতি দেশে প্রচলিত আছে। আমি কিন্তু ডাক্তার হইয়াও এই নির্ম্মম রীতিটা অন্তরে অন্তরে সমর্থন করিতে পারিতাম না।

যাহা হউক ডাক্তারী ছাড়িয়া, জমিদারের কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতেই মনস্থ করিলাম। জমিদার সরকারে চাকরী পাইতে আমার বেগ পাইতে হইল না। কারণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আমাকে সার্টিফিকেট দিয়া লিখিয়া দিলেন, "ইনি বিশ্বস্ত ও কর্ম্মদক্ষ; আমরা ইহার নিকট কোন জামিন লইবারও আবশ্যক মনে করি নাই।" প্রথমতঃ রায় বাহাদুর দাদার সুপারিসেই রাউলী সাহেবের ষ্টেটে চাকরী পাই। তাহাতে আমার আশানুরূপ আয় হইয়াছিল। সেই হইতে বিধি

জমিদার সরকারে প্রায় ৩৫ বৎসর কাল আমি কাজ করিতেছি। তন্মধ্যে হুগলী মিত্র ষ্টেটে [illegible] ক্রমে ১৫ বৎসর [illegible] সানন্দে সসম্মানে আমি চাকরী করি। এই কার্য্যেই আমি যা-কিছু উন্নতি করিয়াছি। ঐ মিত্র পরিবারে শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের ন্যায় অমায়িক [illegible] দুঃখকাতর দানশীল আশ্রিতপালক জমিদার আমি আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। আমার বালিগঞ্জে বাড়ী করিবার সময়ে এই মহাত্মা আমাকে এক হাজার টাকা দান করেন। আমি ঐ টাকা নিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিলে, তিনি বলিলেন, “শরৎ বাবু, আপনি প্রাণ দিয়া আমার এষ্টেটের কার্য্য করেন, সুতরাং আপনার কর্ত্তব্য আপনি করিতেছেন, আমার কর্ত্তব্য আপনার সংসার দেখা। আপনার স্ত্রীপুত্র বাস করিবে, সেই জন্যই আমি এই সামান্য সাহায্য করিলাম, আপনার দুটী কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, তাহাও ত আমাকে দেখিতে হইবে।” তখন আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম, দাদাবাবু,—আমরা তাঁকে দাদাবাবু বলিয়া ডাকিতাম, সমস্ত বাঙ্গলার জমীদার যদি আপনার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের শ্রী বদলিয়া যাইবে। তখন তিনি বলিলেন, “শরৎ বাবু দেখুন, ভাল কাজ মানুষের সামনে কম আইসে, সুতরাং ভাল কাজ সামনে উপস্থিত হইলে, তাহা ত্যাগ করিতে নাই।” এই কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধ ও নির্ব্বাক হইয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি খাজাঞ্চীকে ডাকিয়া ১০০০৲ হাজার টাকা আনাইয়া আমাকে কলিকাতায় পৌঁছিয়া দিবার জন্য একজন দরওয়ানকে আদেশ করিলেন। আমার কয়জন কর্ম্মচারীর উপরেও ঐ কথাগুলি [illegible] [illegible] [illegible] আবার [illegible] [illegible] তাঁহাকে দিয়া কত দুঃস্থ [illegible] এবং [illegible] ব্যক্তির [illegible] সাহায্য [illegible] দিয়াছি, [illegible] [illegible] করা [illegible]। তিনি সাহায্য করিবার কালে এত সঙ্কুচিত হইতেন যে, মন [illegible] [illegible] [illegible] দিতে চাহিতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার

স্বর্গীয় বাবু সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, জমীদার, হুগলী।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও বাহ্যা বংশাবলী জন্য।

মহত্ত্ব। অনেক সময় দেখিয়াছি, কেহ বক্‌শীশ চাহিতেছে, বা ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছে, পকেটে হাত দিয়া হয় ত একখানা ১০৲ টাকার নোট হাতে উঠিল, তাহাই প্রার্থীকে দিয়া দিলেন। সে ব্যক্তি হয়ত এক টাকার বেশী আশা করে নাই। তাঁহার জীবনের সমস্ত কথা লিখিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত হয়। সেই স্বর্গের দেবতা, সংসারের পাপতাপের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন! তিনি তাঁহার ফটো আমাকে উপহার দিয়াছিলেন; উহা আমার এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া আমার সামান্য পুস্তক পবিত্র হইল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধন্য হইলাম। পরে তাঁহাদের মধ্যে সরিকী বিবাদ উপস্থিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে এই সরিকি বিসম্বাদ ঘটায় আমি অগত্যা তাঁহাদের কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। বর্ত্তমানে আমি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা বাবুদিগের মরেল গঞ্জ ষ্টেটে কার্য্য করিতেছি।

আমার ১৩টী সন্তান জন্মিয়াছিল, নয়টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা এখনও জীবিত আছে। তৃতীয় পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র আমাকে বড় দাগা দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। নির্ম্মল ছিল আমার সন্তান গণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী, বুদ্ধিমান ও মধুর প্রকৃতি। আই, এ, পাশ করিয়া নির্ম্মল সেই অতি সুকুমার বয়সেই দ্বারভাঙ্গা ষ্টেটে ৭৫৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছিল। তখন তাহাকে কাল যক্ষ্মা রোগে ধরিল। এই মহা ব্যাধিতে আজ যে কত পরিবারের আশা ভরসা নির্ম্মূল করিয়া দিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। এই কাল ব্যাধির একটা অতি দুরন্ত স্বভাব যে, বাছিয়া ভাল টী দেখিয়া কাড়িয়া লয়। নির্ম্মলকে আমি তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, ভগবান্ আমার কাতর প্রার্থনা কানে শুনিলেন না। তারপর আর দুইটী কন্যা, অন্নপূর্ণা ও সম্পূর্ণা, এক বোঁটায় দুটী কমল কোরকের মতন আমার ক্ষুদ্র কুটীর আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এক সঙ্গেই

চলিয়া গেল! বালীগঞ্জের বাটীতে বসন্ত রোগে দুই ভগিনী ৭ দিনের ব্যবধানে চলিয়া গেল। এই তিনটী শোকে আমার জীবন বর্ত্তমানে দুর্ব্বহ অশান্তির আধার হইয়া পড়িয়াছে। এখন যত শীঘ্র হউক, এ জীর্ণ দেহ ভার নামাইতে পারিলেই শান্তি।

আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে আমি আনন্দে স্মরণ করিতে পারি এমন কোনও বিশেষ কাজ করি নাই। কলিকাতা বালিগঞ্জ কসবায় একটী ইমারৎ প্রস্তুত এবং পিতামহের প্রতিষ্ঠিত পুরাতন পুষ্করিণীটীর সংস্কার করিয়া আমি বাঁধা ঘাট করিতে পারিয়াছি, এই দুটীই যেন আমার জীবনের প্রধান কাজ। আর জন্ম-পল্লী নলধার সেবা আমি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত সুযোগ সুবিধা মত করিতে ত্রুটী করি নাই, ইহাই আমার জীবনের শান্তি-স্মৃতি। নলধা গ্রামের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্বচ্ছলতার জন্য আমি নেতৃবর্গের পশ্চাতে অনুচররূপে ঘুরিতে পারিয়াছি, তাহাও তৃপ্তির সঙ্গে স্মরণ করিতে পারি।

পুত্র কন্যা পরিবার পরিজনদিগকে সুখী করিবার জন্যই আমি আমার দীর্ঘ কর্ম্ম-জীবন ক্ষয় করিয়াছে। আমি কখন অলস জীবন যাপন করি নাই, উহা আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কন্যা দুটীকে সৎপাত্রে দান করিয়াছি। তাহারা তাহাদের দরিদ্র পিতার ঘর হইতে শ্বশুর গৃহে নিতান্ত অসুখ অশান্তিতে গিয়া পড়ে নাই। পুত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি, দুইটী পুত্রের বিবাহ দিয়াছি সম্ভ্রান্ত সদ্‌বংশ পরিবারের সুশীলা সুরূপা কন্যার সঙ্গে। বড় ঘরের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলাম। কলিকাতা মহানগরীর সুখ স্বচ্ছন্দতা হইতে তাঁ[illegible] পল্লীর জল [illegible] অসফলতার মধ্যে তাহাকে সুখী করিতে আমি [illegible] চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আমাকে সেবা যত্নে [illegible] পরিতুষ্ট করিয়া [illegible] পিতৃ-কুলের গৌরব

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা ও তস্য তিন পুত্র। বামে জ্যেষ্ঠ প্রফুল্লচন্দ্র,
দক্ষিণে মধ্যম চারুচন্দ্র, মধ্যে সেজ ৺নির্ম্মলচন্দ্র।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার "নলধা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য
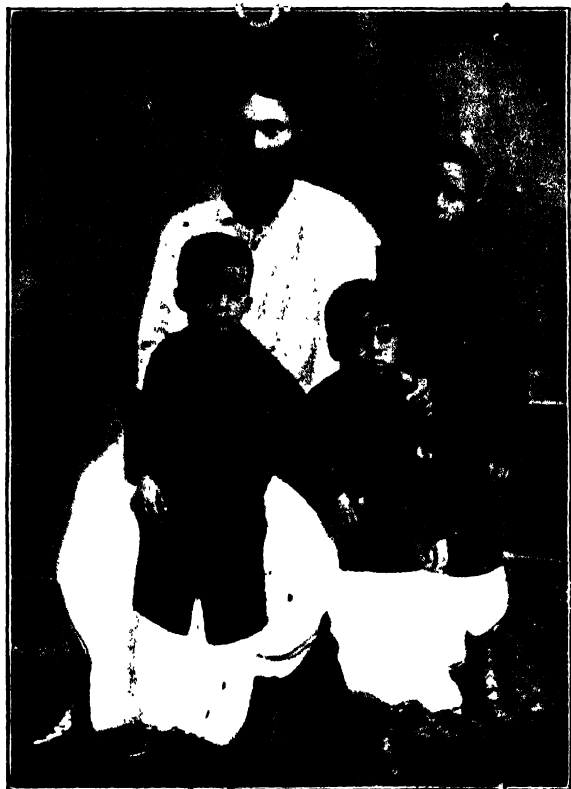
প্রমাণিত করিয়াছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দুই চারিটী কথা বলিয়াই আমার কথা শেষ করিব।

পূর্ব্বকালের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা বর্ত্তমানের শিক্ষিত সমাজ অধিকতর চতুর, ফন্দিবাজ ও ধর্ম্মভাবশূন্য। পাশ্চাত্য বিদ্যায় মানুষ নিতান্ত আত্মপরায়ণ হইয়া পড়ে। নাগরিক সভ্যতা ক্রমশঃ পল্লীবাসীর দুঃখ দৈন্য বাড়াইয়া দিতেছে। এই নাগরিক সভ্যতার অতি বিস্তার বশতঃ মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ ভুলিয়া যাইতেছে। লোকের স্বাস্থ্যহানিরও প্রধান কারণ এই পাশ্চাত্য প্রণালীর অতি বিলাসপ্রিয়তা। কলকারখানা প্রভৃতিতে বিজ্ঞানশক্তির অতিপ্রসারে দেশের ধনরাশি মূলধনীর গৃহে স্তূপীকৃত হইয়া সাধারণ লোককে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় আনিতেছে। দুঃখ দৈন্যের হাহাকার বাড়িতেছে। জমীদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশা করিতেছি, তাহাতে তাঁহাদের সম্বন্ধে এই জ্ঞান হইতেছে যে, বাংলার অধিকাংশ জমীদারই তোষামোদেই মুগ্ধ, চতুর ফন্দিবাজ বিদ্বান্ স্তাবকের দ্বারা ইঁহারা প্রয়ই প্রতারিত হইয়া থাকেন।

পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ বাড়িয়া যাইতেছে। তাহার প্রধান কারণ পাশ্চাত্য-শিক্ষার আত্ম-পরায়ণতা। এ শিক্ষা পরের জন্য ভাবনার অবসর দেয় না। মানুষ ভগবানের উপর বিশ্বাস দিন দিন হারাইয়া ফেলিতেছে। পল্লীবাসী ভদ্রসমাজ ব্যবসায় ও কৃষিকাজটায় একবারে অনাদর দেখাইয়া পর-সেবাবৃত্তি বা চাকরীবৃত্তি সার করিয়াছে। পল্লীর দারিদ্র্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ এই সকল মনোভাব।

অলসতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্রোতে যে ব্যক্তি আত্মবিসর্জ্জন করে, ভগবান তাঁহার সহায় হন। সে জীবনে কখনও দুঃখ পায় না। ইহাই আমার জীবনের পরীক্ষিত অমোঘ সত্য। আমার পুত্রগণ যেন আমার জীবনের এই কথা কখনও বিস্মৃত না হয়।

আর একটী কথা আমি এখানে না লিখিয়া পারিতেছি না। পূর্ব্বে আমরা জানিতাম ইতর চাষা লোকদের মধ্যে পিতাপুত্রে, ভাই ভাইয়ে মিল থাকে না। এবং তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ। কিন্তু বর্ত্তমানে দেখিতেছি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে পিতাপুত্রে, ভ্রাতাভ্রাতায় যে শ্রেষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ ছিল, তাহা ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়া এতদূর অধঃগামী হইতেছে যে, তাহা বলা যায় না। এখন পিতার ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের কর্ত্তব্য পুত্র ও কনিষ্ঠ সহোদরের প্রতি ষোল আনাই আছে, কিন্তু পুত্রের ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার, পিতামাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া বাঙ্গালার অভিধানে কোন কথা নাই। বর্ত্তমান যুগে বোধ হয় শিক্ষিত সমাজে চৌদ্দ আনা পিতা ও মাতা এই বিষময় ফল অন্তরে অন্তরে ভোগ করিতেছেন। কোন কোন পুত্র অত্যধিক উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মস্থানে পিতাকে, "দেশের লোক", "কর্ম্মচারী" এবং তদপেক্ষা হীনতর আখ্যার দ্বারা প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। ইহার ভবিষ্যৎ ফল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। অবশ্যই ইহার অন্যথা অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃভক্ত সুসন্তান যে দেশে এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাহার উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে।

আমার ৯টী পুত্র ও ৪টী কন্যার মধ্যে এখন ৫টী পুত্র ও দুটী কন্যা জীবিত। তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিলাম। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রফুল্লচন্দ্র আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর উপেন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়া ও পরে আমার নিকট কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করে। সে Matriculation পরীক্ষা দেয় নাই। পরে Jessop Coতে Mechanism শিখিতে দেই, তাহাও অগ্রাহ্য করিয়া এখন জমীদারী এষ্টেটের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছে। আমার স্বর্গীয়া কাকিমায়ের ইচ্ছায় অল্প বয়সে পিলজঙ্গ নিবাসী সুবিখ্যাত ৺পরেশনাথ বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত ভগবতী

চরণ বস্থর কন্যা শ্রীমতী পদ্মাবতীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। তাহার এখন ৩ পুত্র ও ১ কন্যা।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান চারুচন্দ্র আই, এস্, সি, পাশ করিয়া প্রথমে মুঙ্গেরে একটী Entrance স্কুলের শিক্ষকতা করে। পরে বালিগঞ্জের বাড়ীতে থাকিয়া জগবন্ধু স্কুলের Asst. Teacherএর কার্য্য করে। রাজুলী কাটীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ধ্রুবতারার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। তাহারও দুটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে।

৪র্থ পুত্র শ্রীমান পরিমলচন্দ্র আমার নিকট কলিকাতায় থাকিয়া জগবন্ধু স্কুলে Entrance Class পর্য্যন্ত পড়িয়া পরে দুই বৎসর Motor Mechanism শিক্ষা করে; কিন্তু আমার শরীর নিতান্ত অপটু থাকায় তাহাকে আমার কর্ম্মস্থানে আমার নিকট গত তিন বৎসর রাখিয়া বিশেষ ভাবে জমীদারী কার্য্য শিক্ষা দিয়াছি। বর্ত্তমান বৎসরে আমার ভক্তিভাজন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত তারাকান্ত আচার্য্য বি, এল, মহাশয় তাহাকে এষ্টেটের কর্ম্মচারী ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এখনও আমি তাহার বিবাহ দিই নাই। সর্ব্বকনিষ্ঠ সুপ্রকাশ ও নলিনচন্দ্র উপস্থিত মেট্রিকিউলেশন স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়িতেছে।

জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহাকে যাত্রাপুরের নিকট মসিদপুর গ্রামে ৺মতিলাল মিত্র মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীমান শ্যামাপদর সহিত বিবাহ দিয়াছি। শ্যামাপদ মেধাবী, তাহাকে কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী ৺নন্দলাল বস্থর গয়া এষ্টেটে কুণ্ডা কাছারীতে ক্যাস ডিপার্টমেন্টে চাকরী করিয়া দিয়াছিলাম। বাবাজী স্বইচ্ছায় উহা ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার এক কন্যা সুধা ও দুইপুত্র শিবপদ ও দুর্গাপদ।

মধ্যমকন্যা শ্রীমতী কমলাবালা সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিল।

তাহার বিবাহ বাঘুটীয়া নিবাসী ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ ৺সীতানাথ ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রফুল্লকুমারের সহিত দিয়াছি। প্রফুল্ল গম্ভীর প্রকৃতির ও বুদ্ধিমান এবং চরিত্রবান যুবক। কলিকাতা Marchant Officeএ ৬০৲ টাকা বেতনে চাকরী করেন। বালিগঞ্জে নিজে বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। কমলার একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে।

এক্ষণে আমি আমার স্বর্গাদপি গোরিয়সী জন্মভূমি, আমার বংশের স্বর্গগত মহাপুরুষগণ, পিতা মহিমাচন্দ্র, ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ও দাদা রায় বাহাদুর অমৃতলাল প্রভৃতির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এবং সেই সঙ্গে আমার পূজ্যপাদ দেবতা সুরেন্দ্রনাথ মাষ্টার মহাশয়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া লেখনী নিবৃত্ত করিলাম।*

---

* আমার পরলোকগত তৃতীয় পুত্র নির্ম্মল তাহার জ্যেষ্ঠের কাছে শেষ চিঠিখানি লিখিয়াছিল, তাহা এইস্থানে প্রকাশ করিলাম :—

তোমার মানসিক অবস্থা ভাবিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। মনকে ওরূপ ভাবে কষ্ট দিওনা। দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবনকে যে সুখময় করিতে পারে সেই প্রকৃত মহাপুরুষ। যে সকল চিন্তাস্রোত মনকে পীড়িত করে, তাহা ভুলিবার চেষ্টা করো। মানুষ যে কোথায় ভুল করে তাহার ঠিকানা নাই। তবে সার এই বোঝা যায় যে, শ্রদ্ধের পিতামাতার সেবাই পরম পুণ্য। তাঁহাদিগকে যে সুখী করিতে পারে, সে-ই সুখী ও জগতে ধন্য। পরমপুরুষ ও পিতামাতায় কোনও ভেদ নাই। তবে বড় দুঃখ যে, এই অধম সন্তান সেই পরমপুরুষকে কোনও সুখ না দিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইয়া চলিল। ❀ ❀ ❀

পরিশিষ্ট।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মল্লিক এম-এ, বি-এল।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী মল্লিক এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের বাড়ী সাতবাড়িয়া গ্রামে, কিন্তু নলধা গ্রামের বিবিধ বিষয়ে এই কৃতী পুরুষের আবাল্য সম্বন্ধ এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনে ইনি আমার সোদর-প্রতিম, তাই তাঁহার বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট করিলাম।

সাতবাড়িয়া গ্রাম নিবাসী ৺ভগবান চন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র বঙ্কুবিহারী মল্লিক বাংলা ১২৮২ সালের ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিন জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কুর ৩।৪ বৎসর বয়সের মধ্যেই তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরলোকগত হন। তখন তাঁহাদের বড়ই দুরবস্থা হয়। পার্ব্বতী চরণ মল্লিক নামে তাঁহাদের এক জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। ঐ ব্যক্তি নিজে ছিলেন চিরকুমার ও কঠোর ব্রহ্মচারী। তাঁহার এক বিধবা ভ্রাতৃবধূ ছিলেন। পার্ব্বতীচরণ পিতৃমাতৃহীন জ্ঞাতি সন্তানদিগকে আনিয়া উক্ত ভ্রাতৃযায়ার কাছে সমর্পণ করিলেন, এবং নিজে কায়মনঃপ্রাণে তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদেরই স্নেহ যত্নে বঙ্কুবিহারী প্রতিপালিত হইলেন। সেই জ্ঞাতি জ্যাঠাইমাকে বঙ্কু মণিমা বলিয়া ডাকিতেন। পার্ব্বতীচরণ বঙ্কুকে কতদূর স্নেহ করিতেন, তাহা নিম্নোক্ত একটী কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। পার্ব্বতীচরণ বৃদ্ধদশায় মৃত্যুশয্যাগত হইলে, একজন বান্ধব ব্যক্তি তাঁহাকে কিছু ভাল দ্রব্য কিনিয়া খাইবার জন্য দুটী টাকা দেন। পার্ব্বতীচরণ সেই দুটা টাকায় নিজে কিছু না খাইয়া বঙ্কুর পড়িবার বই কিনিয়া দেন। এই স্নেহময় কাকার যত্নে বঙ্কু গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন। তখন

পার্ব্বতাচরণও স্বগগত, সুতরাং তাহার আর পড়াশুনা হইবার কোনও আশা রহিল না। কিন্তু ভগবান অসহায়ের সহায়। ঐ গ্রামের ৺শশিভূষণ ঘোষের পুত্র ইন্দুভূষণ ঘোষ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পাশ করিয়া গ্রামে আসিয়া বঙ্কুকে বিশেষ মেধাবী চরিত্র বালক দেখিতে পান। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বঙ্কুকে ইংরাজী পড়াইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারই কাছে বঙ্কুবিহারী অল্পদিন মধ্যেই ইংরাজী ভাষায় প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করেন। পরে বঙ্কু নলধা গ্রামে আমাদের বাড়ীতে আইসেন। আমার পিতাঠাকুর বাড়ীতে অনেক ছাত্রের আহার ও বাসস্থান দিতেন। বঙ্কু আমাদের আত্মীয় স্থানীয় ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কুবিহারীর বয়স ও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য ছিল। আমার মাতা-ঠাকুরাণী এই মাতৃহীন বালকটীকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। দুঃখের বিষয়, আমার কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র অকালে কালগ্রস্ত হইলে, বঙ্কুবিহারীই সেই কনিষ্ঠের স্থান অধিকার করিয়া রহিলেন। এই সময়ে নলধায় সেই দেবপ্রকৃতি সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাষ্টার মহাশয়ের আবির্ভাব। বঙ্কুর মত ছাত্রের তাঁহার ঐকান্তিক স্নেহ যত্ন পাইতে বিলম্ব ছিল না। সকল ছাত্রের মধ্যে বঙ্কুবিহারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের প্রিয়তম ছাত্র। নলধা মধ্য-ইংরাজী স্কুল হইতে বঙ্কুবিহারী মাইনর পাশ করিয়া জেলার মধ্যে প্রথম স্থানীয় হইলেন।

তখন বঙ্কুবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়নাথ মল্লিক জমিদার সরকারে কর্ম্ম পাইয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বঙ্কুবিহারী বরিশালে যাইয়া এণ্ট্রেন্স পড়েন, এবং এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় ১৫ টাকা বৃত্তি পান। [illegible] ইংরাজীতে প্রথম হইয়া একটী স্বর্ণপদকও প্রাপ্ত হয়েন।

পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে [illegible]। এ-লে পরীক্ষার সময় দীর্ঘকাল পীড়িত থাকায় পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই। সিটি কলেজ হইতে বি-কোর্সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া [illegible]

শ্রীমান বঙ্কুবিহারী মল্লিক চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,
অধ্যাপক ও ভকীল, আলিপুর জজকোর্ট।

শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার 'নলদা গ্রাম ও রাহা বংশাবলী" জন্য।

তৃতীয় স্থান লাভ করেন। তখন বঙ্কুবিহারীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহার দাদা কিছুতেই খরচ চালাইতে পারিতেছিলেন না। বঙ্কুবিহারীর তখন পরণের একখানি বই কাপড় ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু বঙ্কুবিহারী জ্যেষ্ঠকে কখনও নিজের পোষাক পরিচ্ছদের অভাবের কথা জানাইতেন না। বি-এ পড়িবার সময়ে ঠাকুর বাড়ীর ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দয়ায় তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাড়ীতেই থাকিবার স্থান পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ও আমি উভয়েই ব্রাহ্মসমাজ গৃহে একত্রে থাকিয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতাম। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কু-বিহারীকে পড়াশুনার খরচের সাহায্য করিতেন। যাহা হউক, বঙ্কু বি-এ পাশ করিলেই সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া সি, এম কলেজের অধ্যাপক করিয়া দেন। তাঁহার অভাব দুঃখ ভগবান ঘুচাইয়া দিলেন। এই চাকরী অবস্থায়ই বঙ্কুবিহারী এ-ম, এ ও ল পরীক্ষায় পাশ করেন। কিছুদিন হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ করিয়া এক্ষণে আলিপুরে ওকালতি করিতেছেন।

এই বঙ্কুবিহারী অন্য গ্রামবাসী হইলেও সেই বাল্যবয়স হইতে নলধার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলানুষ্ঠানে সতত যত্নশীল। নলধাকে তিনি জন্মমাটীর মতনই শ্রদ্ধা করেন। এখনও তিনি নলধার মাষ্টার মহাশয় ৺সুরেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিকে প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এখনও বঙ্কু আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিলে আমার প্রাণের শত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। বঙ্কুবিহারী আমাদের সহোদর ভাই নন, একথা আমরা কখনও মনে ভাবিতেও পারি না,—বঙ্কুবিহারী নলধাবাসী নন, একথা এখনও নলধার লোক ভাবিতে পারে না।

বঙ্কু ভায়ার বয়স এখন প্রায় ষাট বৎসর। কিন্তু এখনও তাঁহার স্বভাব সেই সুকুমার বালকের মতনই আছে। বঙ্কু কাছে এলে সত্যই মনে হয়, আমার সেই ছোট ভাইটী আসিতেছে, আদরে বুক ভরিয়া উঠে।

বন্ধুর আটটী ছেলে ও তিনটী মেয়ে। বড় ছেলে সুধীরকুমা বি-এল পাশ করিয়া ওকালতি করিতেছেন। বেলেঘাটায় বাড়ী করিয় সপরিবারে বাস করিতেছেন।

বন্ধুবিহারী ইংরাজী ভাষায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে আচারে তাঁহার অতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা। তাঁহার ধর্ম্মভাব কোমল শান্ত মূর্ত্তির সম্মুখে আসিলে অতিবড় দাম্ভিকও নতশির হইয়া পড়ে। কর্ক আইন আদালতের আলোচনায় এত দীর্ঘকালেও বন্ধুবিহারীর অন্তরে কোমল মধুর সমুজ্জল সত্বভাব মলিন করিতে পারে নাই।

সম্পূর্ণ।

বিনয় ভূষণের চিঠি

ইং ১৮৯৮তে মহিষাঘুনী নিবাসী ঘটক ৺নন্দরামের বাটীতে যে সমস্ত হস্ত লিখিত পুঁথি ছিল তাহা হইতে আমি তাহাদের বংশাবলিটীর প্রতিলিপি লইয়া আসি। তৎসাহায্যে এবং অন্যান্য শ্রুত উপাদানের সাহায্যে একখানি বংশের ইতিহাস লিখিয়াছিলাম। ইহাতে গ্রামের অবস্থানের পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান গত কালের যাহা যাহা জানা গিয়াছিল তৎ সমুদায় এবং যে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ভবিষ্যতে জানিতে কৌতূহল হইতে পারে সে সমস্ত ও লিখিত ছিল। গত সময়ের আচার ব্যবহার, চলিত কথার ভাষা, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতির বর্ণনা, চিত্র এবং আদর্শ প্রভৃতি ছিল। গতকালে এবং বর্ত্তমানে কোথায় কোথায় কোন কুটুম্বিতা হইয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে এখন কে কে জীবিত আছেন তাহার একটী তালিকা ছিল। গত এবং বর্ত্তমান প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনীও লিখিত ছিল। আট বৎসরে রয়াল ৮ পেজী ৪০০ পৃষ্ঠায় দুইখণ্ডে ঐ পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ১৯০৮ সালে গৃহদাহে সমস্ত পাণ্ডুলিপি এবং অন্যান্য সংগৃহীত ঐতিহাসিক উপাদান দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা হইতে শ্রীহীরালাল রাহা লিখিত রাহা বংশের ইতিহাস নামক গ্রন্থে একটী বংশাবলি দিয়াছিলাম। ঐ গ্রন্থ ১৯০৩ ইং আরম্ভ হয়। এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ বংশাবলি দৃষ্টে শ্রীশরৎচন্দ্র রাহা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণবের বঙ্গদেশীয় বিখ্যাত বংশ সমূহের ইতিহাস নামক গ্রন্থে প্রকাশের জন্য একটী বংশ তালিকা প্রার্থনা করায় ১৩২৭ সালে শ্রীহীরালাল রাহার গ্রন্থ দৃষ্টে একটী বংশ তালিকা রচিত হয়। উহার মূল আমার নিকট এবং একটী অনুলিপি শ্রীশরৎচন্দ্র রাহার নিকট আছে। ঐ মূল দৃষ্টে এই অনুলিপি লিখিত হইল।

শ্রীহীরালাল রাহা রাহাবংশের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য এত কল্পনার অবতারনা করিয়াছেন যে তাঁহার ইতিহাস উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। পরে প্রকৃত সত্য নির্ণয় কঠিন হইবে। ইহা ভিন্ন অনেক স্থান বিদ্বেষ দৃষ্ট। বাঘুটীয়া নিবাসী ৺বিশ্বেশ্বর ঘোষের বিশ্বেশ্বরের দপ্তর নামক গ্রন্থে আমাদের বংশ তালিকাটী আছে। আমি শুনিয়াছি শ্রীঅমৃতলাল রাহার অনুরোধে ঘটক নন্দরামের প্রপৌত্র তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে একটী অনুলিপি দিয়াছিলেন।

পুনরায় ইতিহাস লিখিবার জন্য কিছু উপাদান সংগৃহীত আছে কিন্তু আর হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের কাছে পূর্ব্ব কথা শ্রবণ করা যাইত তাঁহারা মৃত।

ঐ বেনীরাম ৺পরশুরাম ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। নলধা যে সময় বৈদ্য চৌধুরী (কাশীনাথ রায় ও তৎপুত্রগণ বর্ত্তমান) দের জমীদারী ভুক্ত ছিল তখন পরশুরাম এখানে তহশীলদারের কাজ করিতেন। মধ্যের বাড়ীর বাগের মধ্যে যে স্থান বাণুরায়ের গড় বলিয়া কথিত হয় শুনা যায় ঐটী বেনীরামের প্রথম বাড়ী ছিল। এদিকে এমন কুলীন যুক্ত গ্রাম বা বংশ নাই যাহাতে ইহাদের সম্বন্ধ নাই। কুলক্রিয়ার মধ্যে মধ্যের বাড়ীর চতুরঙ্গকুল বিশেষ উল্লেখ[illegible]যোগ্য। সুকৃতির মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে জয়নারায়নের চাউল দান

স্বাঃ— শ্রী[illegible] রাহা

ভিহিরি।

১২।৬।১৯১৮

নলধা রাহা বংশ।

গঙ্গাধর (৪)
মতিলাল
(Died unmarried)
অমৃতলাল (উকিল)
(রায় বাহাদূর)
মৃণ্ময়ী
(Died)
রসিকলাল
তিনকড়ি
বামনিধি ঘোষ
(বাঘুটীয়া)
রামানাথ
(Sub Register
অমলচন্দ্র B.A.
সতীশচন্দ্র B.L.
বীরণী
প্রমথনাথ
রণজিৎ
বলাই
নিতাই
নিমাই
খোকা
কন্যা :— নিলিমা, খুকি ও বুড়ী।
কানাই
প্রতিমা
খুকী।
যতীন্দ্র
(Sub Register)
কিরণবালা
অনুকুল বসু
(পেঁড়ে)
চারুশীলা
সরোজিৎ, উকিল
(কাটিপাড়া।)
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
সত্যেন্দ্রনাথ
B.L.
হরিপদ
(Died)
ব্রহ্মপদ
শৈলচন্দ্র।
রবীন্দ্রনাথ B.A.
শেফলিকা
(ওঃ মনু•)
ছেনু।
মণিকা
আভারাণী।
অমিয়া
অরুণকুমার
তরুণকুমার
উমা
শোভারাণী
পূর্ণিমা

নলধা রাহা বংশ।
ঈশানচন্দ্র (৩)
পাঁচী (Died)
হীরালাল
জ্ঞানদা
কুঞ্জবিহারী রাহা
অভয়াচরণ B.A.B.L.
ক্ষীরদা
কেশবচন্দ্র
হৃদয়নাথ
রামেন্দ্রনাথ S I. of Police
নগেন্দ্র
অতুল
সৌরভ
এমী
জটী
খুকী
নির্ম্মল Died
বিমল
রেণুকা
কণিকা Died
হেমেন্দ্র
ব্রজেন্দ্র
টুকুনী
সুধীর B.L.
সুবোধ
কামাখ্যা
প্রতুল
অনীল
সুনীল
ধ্রুব
অরুণ
শৈল
ইন্দু
লীলা
জ্যোৎস্না
পূর্ণিমা
তারাপদ
মণি
বিবি
বড়খুকী
ছোটখুকী

নলধা রাহা বংশ।
গোপীনাথ, কিশোরচন্দ্র, রামদেব, শঙ্কর, রূপরাম
মোহন
বৈদ্যনাথ
যদুনাথ
কনিকা
মৃত্যুঞ্জয় Died
ধনঞ্জয়
কামিনী কোড়ামারা
সখী Died
সুধীন্দ্র
নলিনী রায়েরকাঠী শরৎ ঘোষ
বুড়ী
দেবেন্দ্র
ফণীভূষণ
শশী B. A.
বিরিঞ্চিলাল
রবীন্দ্র Died
দুর্গা
বেণু Died
গোলাপ হৃদয়রঞ্জন পিলজঙ্গ
পুটুলী কালিপদ মূলঘর
সুখেন্দ্র
বিশ্বনাথ
বীণা
রাণী
হেমা
অনু
খুকী
হৃষিকেশ (Died)
শচীন্দ্র (ছোট)
গোষ্ট
কেষ্ট
খোকা
ক্ষণপ্রভা (ফুলী) বাহিরদিয়া ঘোষ বংশ
মলিনা
কমলা
খুকী
নারায়ণচন্দ্র
ভানুমতী
কন্যা
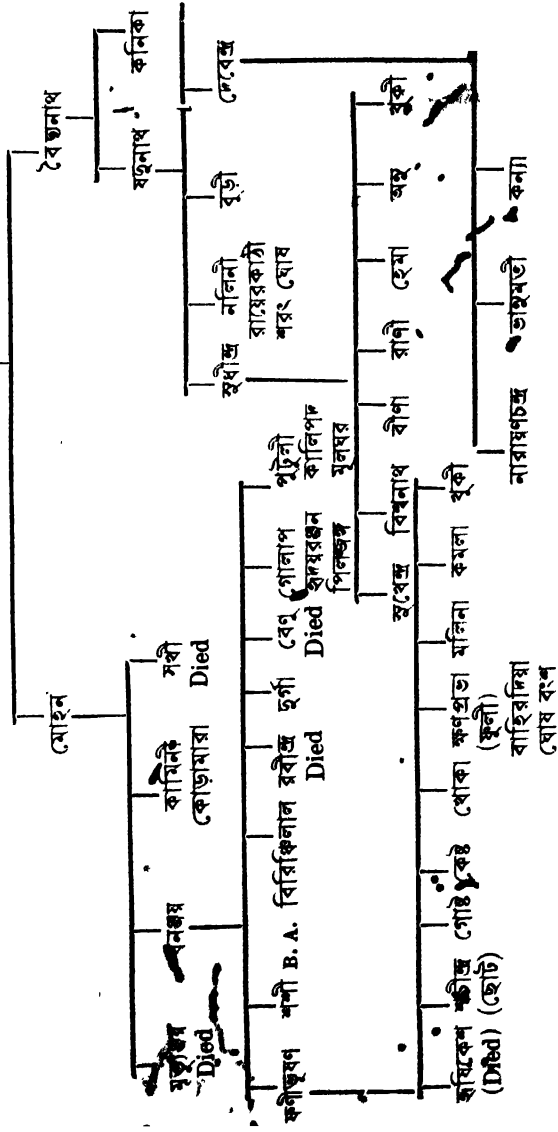
নলধা রাহা বংশ।

গোপীনাথ, রত্নেশ্বর, রামেশ্বর, কাশীশ্বর, ভূবনেশ্বর

- প্রাণনাথ
  - প্রসন্ন
    - তারক
      - ঊষাবালা
    - হেমন্তকুমারী
  - হরিনাথ
  - প্যারীমনি রামবসু
- রামলোচন
  - গৌরীনাথ Died
  - মহেন্দ্র Died
  - অভয়া Died
- হরকালী Died
- রামজয়
  - রামচরণ
    - কালিদাস
      - পুত্র
      - কন্যা
      - কন্যা
  - নন্দলাল Died
  - মনমোহিনী Died
  - ক্ষীরদা Died
  - ব্রহ্ম Died
- জগন্নাথ
  - মুক্ত Died
  - চিন্তি গোটাপাড়া Died
  - কাদী Died
  - মৃত্যুঞ্জয় Died
  - অম্বিকা Died
  - রাধাচরণ
    - খেন্তী Died
    - নেত্তী
    - প্রভা
- পীতাম্বর
  - রমণীবালা Died
  - রজনীবালা Died
  - বিন্দুবাসিনী Died
  - পারয Died
  - হারাণ Died
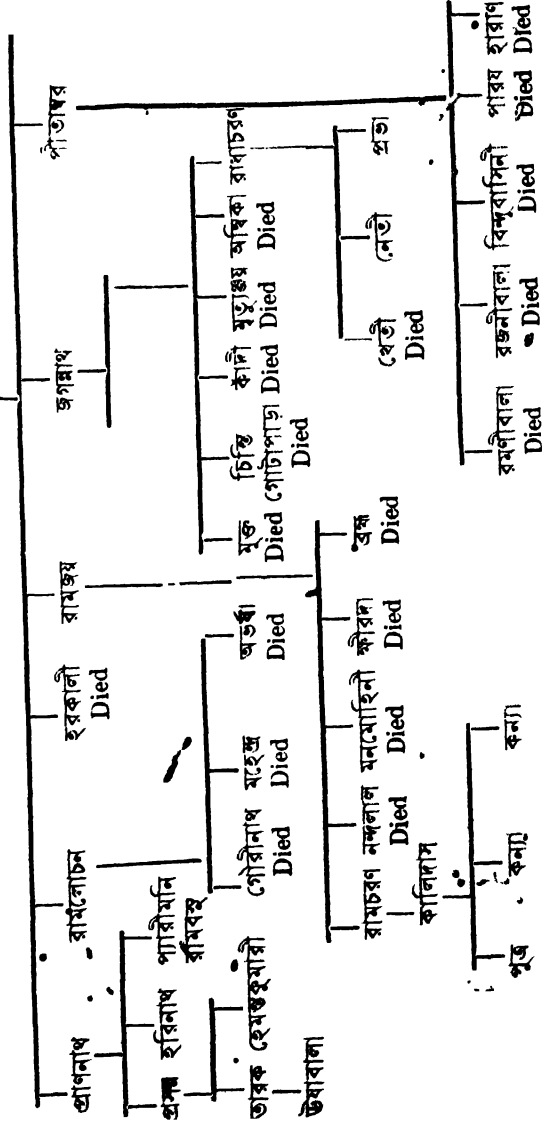
নলধা রাহা বংশ।

কালীচরণ
পঞ্চানন
রামবল্লভ
(পশ্চিমের বাড়ী) শিবপ্রসাদ
জয়নারায়ণ
(দেয়ালিয়া বাড়ী)
রামকুমার
মহেশ্বরী
নন্দা
শম্ভুনাথ
বিশ্বনাথ
গুরুপ্রসাদ
শুভঙ্করী
তারিণী
Died
উমেশ
Died 1321
বামী
Died
প্রিয়নাথ
Died
ডাঃ সিতানাথ
বঙ্কবিহারী
Died
বসন্ত
Died 1321
বিনোদিনী
জনার্দ্দন বসু
কোমর পুর।
বিহারী
নকুল
চপলা
কালিদাস বসু (গোটাপাড়া)
গৌর
শুভানন্দ
পাঞ্চালী
কমলকুসুম
কস্তুরীবাই
কনকেশ
নন্দদুলাল
রবীন্দ্র
অরুন্ধতী
বসুমতী
সতী
শেফালিকা